পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৪৮৭৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 110 Sunday, 22 March, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ১১০ সংখ্যা ✱ ৭ চৈত্র ১৪৩২, রবিবার, ২২ মার্চ ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

ভবানীপুরে কর্মিসভা দিয়ে নির্বাচনী প্রচারে ঝাঁপ মমতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ মার্চ ঃআসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে বাংলায়। সেই আবহেই নিজের রাজনৈতিক ঘাঁটি ভবানীপুর থেকে প্রচারের সূচনা করতে চলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সন্ধ্যায় চেতলার অহীন্দ্র মঞ্চে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মিসভার মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হচ্ছে তাঁর নির্বাচনী প্রচার। দলের অন্দরের খবর, এই কর্মিসভা শুধুমাত্র একটি সাধারণ বৈঠক নয়, বরং আসন্ন নির্বাচনের রণকৌশল নির্ধারণের জন্য একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মঞ্চ হতে চলেছে। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ শুরু হতে চলা এই সভায় উপস্থিত থাকবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতার মেয়র ফিরহাদ ববি হাকিম এবং ভবানীপুর এলাকার সমস্ত দলীয় কাউন্সিলর ও স্থানীয় নেতৃত্ব। ভবানীপুর কেন্দ্র বরাবরই রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তবে এবারের নির্বাচনে এই কেন্দ্রের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। কারণ, এখান থেকেই প্রার্থী হয়েছেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই কেন্দ্রটি হাইভোল্টেজ আসনে পরিণত হয়েছে। তৃণমূল শিবিরে ইতিমধ্যেই ' মেয়ে' স্লোগানকে সামনে রেখে প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় হোর্ডিং, ব্যানার, পোস্টারে ভরে উঠছে ভবানীপুর-যেখানে একদিকে মমতার মুখ, অন্যদিকে তাঁর সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরা হচ্ছে। ২০২১ সালের উপনির্বাচনের সময় যে স্লোগানটি বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল-উন্নয়ন ঘরে ঘরে, ঘরের মেয়ে ভবানীপুরে-তা আবারও ফিরে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যে সেই আবেগ এখনও স্পষ্ট, এবং তৃণমূল সেই আবেগকেই হাতিয়ার করে ভোটের ময়দানে নামতে চাইছে। তবে এবারের নির্বাচনে পরিস্থিতি একেবারে মসৃণ নয়। সম্প্রতি এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে প্রায় ৪৫ হাজার ভোটারের নাম বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই বিষয়টি ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এসেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, এই প্রক্রিয়া সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণ করছে। এই প্রেক্ষাপটে রবিবারের কর্মিসভা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভা থেকেই এসআইআর-কে একটি বড় ইস্যু হিসেবে তুলে ধরতে পারেন এবং কর্মীদের সেই অনুযায়ী প্রচারের দিশা দিতে পারেন। কীভাবে ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে, কীভাবে বাদ পড়া নাম নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে-এসব বিষয়েও স্পষ্ট নির্দেশ আসতে পারে। দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি ইতিমধ্যেই স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করে প্রাথমিক প্রচার কৌশল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেখানে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে দুয়ারে জনসংযোগ-এর ওপর। কর্মীদের বলা হয়েছে, প্রয়োজনে একটি বাড়িতে একাধিকবার যেতে হবে, মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে এবং তাঁদের সমস্যার কথা শুনতে হবে। এই কেন্দ্রের লড়াই আরও তীব্র হয়ে উঠেছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতির কারণে। তিনি মমতার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভবানীপুরে লড়াই করছেন। ফলে এই কেন্দ্রের লড়াই শুধু একটি সাধারণ নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, বরং তা রাজ্যের রাজনীতির দিকনির্দেশও নির্ধারণ করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তৃণমূল নেতৃত্ব কর্মীদের স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে-কোনও প্ররোচনায় পা দেওয়া যাবে না। বিরোধীদের আক্রমণের জবাব দিতে হবে সংযমের সঙ্গে এবং নিজেদের উন্নয়নমূলক কাজের ভিত্তিতেই মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে। দল চাইছে, এই কেঃদ্র থেকে একটি ইতিবাচক প্রচার মডেল তৈরি করতে, যা পরবর্তীতে রাজ্যের অন্যান্য কেন্দ্রেও প্রয়োগ করা যাবে। রবিবারের কর্মিসভার পর থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলায় জেলায় প্রচার শুরু করবেন বলে জানা যাচ্ছে। অর্থা ভবানীপুর থেকেই তাঁর নির্বাচনী সফরের আনুষ্ঠানিক সূচনা হতে চলেছে। নিজের কেন্দ্র থেকেই প্রচার শুরু করার এই সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এর মাধ্যমে তিনি একদিকে নিজের শক্ত ঘাঁটিকে আরও মজবুত করতে চাইছেন, অন্যদিকে রাজ্যের বাকি অংশের জন্য একটি বার্তাও দিতে চাইছেন-লড়াই শুরু হচ্ছে ঘর থেকেই। সব মিলিয়ে, চেতলার অহীন্দ্র মঞ্চে রবিবারের কর্মিসভা শুধুমাত্র একটি সংগঠনিক বৈঠক নয়, বরং আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে একটি বড় রাজনৈতিক সূচনা। এখানে নেওয়া সিদ্ধান্ত, নির্ধারিত কৌশল এবং দেওয়া বার্তাই আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারের গতিপথ নির্ধারণ করতে পারে। ঘরের মেয়ের এই ঘর থেকেই শুরু হওয়া লড়াই যে গোটা রাজ্যের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে, তা বলাই যায়।

দেশ গঠনে তরুণদের প্রস্তুত করতে বড় পদক্ষেপকেন্দ্রের ঃ রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃ দেশের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি জানিয়েছেন, দেশজুড়ে ১০০টি নতুন সেনা স্কুল খোলা হবে এবং একইসঙ্গে এনসিসি-এর ক্যাডারের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হবে। উত্তরাখণ্ডের একটি সেনা স্কুলে হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এই ঘোষণা করেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে-এই উদ্যোগগুলির মূল লক্ষ্য শুধু প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেই নয়, বরং দেশের সার্বিক উন্নয়নে সক্ষম, দায়িত্বশীল এবং নেতৃত্বগুণসম্পন্ন তরুণ প্রজন্ম তৈরি করা। রাজনাথ সিং বলেন, এনসিসি-তে নিয়োগের সংখ্যা ইতিমধ্যেই বা।ানো হয়েছে। আগে যেখানে প্রায় ১৭ লক্ষ ক্যাডেট ছিল, এখন তা বা।িয়ে ২০ লক্ষ করা হয়েছে। তাঁর মতে, এই বৃদ্ধির ফলে আরও বেশি ছাত্রছাত্রী শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব ও দেশপ্রেমের মতো গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ শেখার সুযোগ পাবে। এর পাশাপাশি, তিনি ঘোষণা করেন যে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলে দেশজুড়ে ১০০টি নতুন সেনা স্কুল গড়ে তোলা হবে। এই স্কুলগুলি শুধু ভবিষ্যতের সেনা অফিসার তৈরির ক্ষেত্রেই নয়, বরং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো দক্ষতা গড়ে তুলতেও সাহায্য করবে। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কথায়, এই প্রতিষ্ঠানগুলি ছাত্রছাত্রীদের শুধু প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করে না, বরং তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ও নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা পালনের জন্য তৈরি করে। তাঁর এই বক্তব্যে স্পষ্ট-সরকার এই উদ্যোগকে দীর্ঘমেয়াদি মানবসম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবেই দেখছে। মেয়েদের অংশগ্রহণের প্রসঙ্গেও তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন। সেনা স্কুলে মেয়েদের ভর্তি ও অংশগ্রহণের সুযোগকে তিনি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, এটি নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। তিনি বলেন, আমাদের দেশের মহিলা ক্যাডাররা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছেন যে তারা সব ক্ষেত্রেই পুরুষদের সমান সক্ষম। এই উদ্যোগ সেই সম্ভাবনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। উল্লেখ্য, সেনা স্কুল বা আর্মি পাবলিক স্কুলগুলি সাধারণত ভারতীয় সেনা-র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেনানিবাস এলাকায় অবস্থিত। এই স্কুলগুলিতে কঠোর শৃঙ্খলা, মানসম্মত শিক্ষা এবং নিয়মানুবর্তিতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই সিবিএসই পাঠক্রম অনুসরণ করে এবং সেনা সদস্যদের সন্তানদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে, ১০০টি নতুন সেনা স্কুল স্থাপন এবং এনসিসি ক্যাডার সংখ্যা বৃদ্ধির এই ঘোষণা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও যুবসমাজের বিকাশে একটি ব। পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে ভবিষ্য প্রজন্মকে আরও সংগঠিত, দায়িত্বশীল এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই সরকারের মূল লক্ষ্য-এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

রেড রোডের ঈদ মঞ্চ থেকে

অধিকার রক্ষায় লড়াই চলবে-বিজেপি ও কমিশনকে কড়া বার্তা মমতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ কলকাতার রেড রোডে প্রতি বছরের মতো এবারও ঈদের নামাজ ও উৎসবকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছিল জনসমাগম। শনিবার সকালে সেই মঞ্চ থেকেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে সম্প্রীতির বার্তা দিলেন, অন্যদিকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠলেন। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ছিল রাজনৈতিক সুর-আমাদের অধিকার কেড়ে নিতে দেব না, বাংলার সব মানুষের পাশে আছি। ঈদের এই বৃহ সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব। ধর্মীয় উৎসবের আবহে রাজনৈতিক বার্তা-এই দ্বৈত সুরই এদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। সম্প্রতি রাজ্যে এসআইআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ পুনর্বিবেচনা প্রক্রিয়া নিয়ে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, আবার অনেক নাম এখনও বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সামনে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন-এর প্রস্তুতি এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস। রেড রোডের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি এই প্রসঙ্গেই তাঁর অবস্থান জানান। তিনি বলেন, এসআইআর-এর মাধ্যমে অনেকের নাম কাটা হয়েছে। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি, আপনাদের জন্য আমার লড়াই জারি থাকবে। বাংলার মানুষের অধিকার আমরা কোনওভাবেই কেড়ে নিতে দেব না। তাঁর এই বক্তব্যে উপস্থিত জনতার মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও জানান, এই বিষয়ে তিনি ইতিমধ্যেই দিল্লিতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার রক্ষা করা গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি, এবং সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে সরকার চুপ করে বসে থাকবে না। তিনি বলেন, আমরা ভয় পাই না। আমরা লড়াই করতে জানি। মানুষের অধিকারের প্রশ্নে আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ব। তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকেও নিশানা করা হয়। তৃণমূলের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রের প্রভাবেই কাজ করছে। যদিও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে, তবুও রাজনৈতিক তরজা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। এদিনের অনুষ্ঠানে আবহাওয়াও ছিল উল্লেখযোগ্য। সকাল থেকেই হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল। সেই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের এই বৃষ্টি আসলে আশীর্বাদ। এই বৃষ্টি আমাদের শক্তি দিচ্ছে, সব বাধা অতিক্রম করে মানুষের জন্য লড়াই করার আশীর্বাদ দিচ্ছে সর্বশক্তিমান। তাঁর এই মন্তব্যে ধর্মীয় অনুভূতি ও রাজনৈতিক বার্তার এক অনন্য মিশেল দেখা যায়। ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রসঙ্গেও এদিন জোরালো বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমি সব ধর্মের মানুষের পাশে আছি। বাংলা সব সময় ঐক্যের জায়গা, সম্প্রীতির জায়গা। তাঁর এই বক্তব্য বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ তাপর্যপূর্ণ, যেখানে বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগ বারবার উঠছে। অন্যদিকে, অভিষেক ব্যন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে আরও সরাসরি সম্প্রীতির প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আজ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভাইকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু বাংলায় আমরা সেই রাজনীতি চলতে দেব না। আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তিনি আরও বলেন, দেওয়ালিতে যেমন রাম আছেন, তেমনই ইদে আছেন রহিম। যে চাঁদ দেখে ঈদ পালন করা হয়, সেই চাঁদ দেখেই করবা চৌথের ব্রত ভাঙা হয়। তাঁর এই মন্তব্যে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে সাদৃশ্য তুলে ধরে সম্প্রীতির বার্তা দেওয়া হয়। এই বক্তব্যগুলো থেকে স্পষ্ট, আসন্ন নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস একদিকে যেমন ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে নিজেদের অবস্থান জোরদার করতে চাইছে, তেমনই ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তাও তুলে ধরছে। রেড রোডের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক ব্যন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার লাল মসজিদেও যান। সেখানে তাঁরা প্রার্থনায় অংশ নেন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সব মিলিয়ে, ইদের এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান রাজনৈতিক বার্তার গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠল। একদিকে সাধারণ মানুষের অধিকারের প্রশ্ন, অন্যদিকে সম্প্রীতির বার্তা-এই দুইয়ের মিশ্রণেই এদিনের ভাষণগুলো বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এই বক্তব্যগুলি যে রাজনৈতিকভাবে প্রভাব ফেলতে পারে, তা বলাই যায়।

'বাংলায় আমরা সেই রাজনীতি হতে দেব না, আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকবো'

নিজস্ব সংববাদদাতা, কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ কলকাতার রেড রোডে ঈদের নামাজ ও উৎসবের আবহে উঠে এল সম্প্রীতি ও ঐক্যের জোরালো বার্তা। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন- বাংলার ভ্রাতৃত্ব অটুট থাকবে, কোনও বিভাজনের রাজনীতি এখানে সফল হবে না। শনিবার সকালে রেড রোডের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী -সহ দলের অন্যান্য নেতারা। ধর্মীয় উৎসবের এই মঞ্চ থেকেই রাজনৈতিক ও সামাজিক বার্তা তুলে ধরেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও তাঁর বক্তব্য ছিল সংক্ষিপ্ত, তবুও তাতে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা।

অভিষেক তাঁর বক্তব্যে বলেন, আজ এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে যেখানে ভাইকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। হিন্দুকে মুসলিমের বিরুদ্ধে, আবার মুসলিমকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উসকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাংলায় আমরা সেই রাজনীতি হতে দেব না। আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তিনি ধর্মীয় উসবগুলির মধ্যে মিলের কথাও তুলে ধরেন। তাঁর ভাষায়, দেওয়ালিতে যেমন রাম আছেন, তেমনই ঈদে আছেন রহিম। যে চাঁদ দেখে ঈদ পালন করা হয়, সেই চাঁদ দেখেই করবা চৌথের ব্রত ভাঙা হয়। এই উদাহরণের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চান-ধর্ম আলাদা হলেও মানুষের অনুভূতি, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির মধ্যে গভীর সংযোগ রয়েছে। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর ছিল মানবতা। তিনি বলেন, মানবতার জন্য আমাদের একজোট হতে হবে। ধর্ম, বর্ণ বা ভাষার ভিত্তিতে বিভাজন নয়-মানুষ হিসেবে একসঙ্গে থাকার মধ্যেই আমাদের শক্তি। এই বার্তাই তিনি উপস্থিত জনতার কাছে পৌঁছে দিতে চান।বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। কারণ, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার অভিযোগ উঠছে মাঝেমধ্যেই। সেই পরিস্থিতিতে বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব বারবার সম্প্রীতির বার্তা সামনে আনছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, বাংলার সম্প্রীতি বহু বছরের ঐতিহ্য। এখানে সব ধর্মের মানুষ একসঙ্গে বসবাস করেন। সেই ঐতিহ্য আমরা রক্ষা করব, কোনও বিভাজনের রাজনীতি সেই বন্ধন ভাঙতে পারবে না। এই বক্তব্যে স্পষ্ট যে, তৃণমূল কংগ্রেস আসন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে সম্প্রীতির বার্তাকেই একটি বড় রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে। রেড রোডের ঈদের অনুষ্ঠান বরাবরই একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মঞ্চ, যেখানে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হন। সেই মঞ্চ থেকেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বার্তা কেবল রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, বরং সামাজিক সম্প্রীতির আহ্বান হিসেবেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সব মিলিয়ে, সংক্ষিপ্ত হলেও তাঁর বক্তব্যে ছিল স্পষ্ট বার্তা-ভাগাভাগির রাজনীতি নয়, ঐক্যই বাংলার শক্তি। বাংলার ভ্রাতৃত্ব অটুট থাকবে-এই বিশ্বাসই তিনি এদিন পুনর্ব্যক্ত করলেন, যা আসন্ন সময়েও রাজ্যের রাজনৈতিক আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

বদলি হলেও বাংলো ছাড়ছেন না আধিকারিকরা! ভোটের আগে কড়া বার্তা নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রশাসনিক স্তরে একের পর এক রদবদলের মধ্যেই নতুন করে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। নির্বাচন ঘোষণার পর মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব থেকে শুরু করে একাধিক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকের বদলির পাশাপাশি ১১ জন জেলাশাসক এবং ১৩ জন জেলা নির্বাচন আধিকারিক (ডিইও)-কে সরিয়ে নতুন নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, বদলি হওয়া কিছু জেলাশাসক এখনও সরকারি বাংলো খালি না করায় সমস্যায় প।ছেন নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। এই পরিস্থিতিতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দপ্তর। সিইও মনোজকুমার আগরওয়াল স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী ২২ মার্চের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সব বাংলো খালি করতেই হবে। কোনওরকম গ।মিসি বরদাস্ত করা হবে না বলেও জানানো হয়েছে। সূত্রের খবর, সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের তরফে ডিইওদের সঙ্গে একটি ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকেই নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত কয়েকজন জেলাশাসক অভিযোগ জানান যে, তাঁদের দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে কারণ পূর্বতন আধিকারিকরা এখনও সরকারি আবাসন ছা।নেনি। বিশেষ করে মালদহ, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার-সহ কয়েকটি জেলায় এই সমস্যা প্রকট বলে জানা গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের মতে, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজন করতে প্রশাসনিক ক্ষেত্রকে নিরপেক্ষ ও কার্যকর রাখা অত্যন্ত জরুরি। সেই কারণে নির্বাচন ঘোষণার পরই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল করা হয়েছে। কিন্তু নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত আধিকারিকরা যদি প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা না পান, তাহলে নির্বাচন পরিচালনায় সমস্যা তৈরি হতে পারে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, এই প্রশাসনিক রদবদলকে কেঃদ্র করে রাজনৈতিক তরজাও তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, অঘোষিত নয়, এখানে ঘোষিত রাষ্ট্রপতি শাসন হচ্ছে। লজ্জা! এর মধ্যেই ভোট করাচ্ছে বাংলায়। এত ভয় কীসের? বাংলা রাজ্যটা থাক, সেটাই চায় না বিজেপি। তাই ভোটের পর আসন পুনর্বিন্যাস চাইছে। প্রধানমন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী - দুই ভাই মিলে এসব করছে। আপামর জনসাধারণের উদ্দেশ্য মমতা বলেন, ভোটের আগে জোট বাঁধুন সকলে। আর অন্যদিকে তাকানোর সময় নেই। বিজেপিকে শিক্ষা দিন। বিজেপির টাকার প্রলোভনে পা দেবেন না, এটা চুরি করা টাকা। সীমান্ত থেকে টাকা, মাফিয়া, অস্ত্র ঢুকছে বাংলা। বাংলাকে রক্ষা করতে হলে বিজেপিকে রুখে দিন। এদিকে কমিশনের কড়া নির্দেশের পর সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে তপরতা বেড়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমস্যা মেটানো না গেলে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে। নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে, কোনওভাবেই নির্বাচনী প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে দেওয়া হবে না। বলা বাহুল্য, ভোটের আগে প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘিরে তৈরি হওয়া এই জটিল পরিস্থিতি রাজ্যের রাজনৈতিক আবহকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে।

জায়গা মিলল না, তবু নওশাদ-অধীরকে জেতানোর বার্তা হুমায়ুনের

নিজস্ব সংবাদদাততা, কলকাতা, ২১ মার্চঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-কে ঘিরে বাংলার রাজনৈতিক অঙ্ক প্রতিদিনই বদলাচ্ছে। জোট, ভাঙন, নতুন দল-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে। এই আবহেই বড় ধাক্কা খেলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির। বহু আলোচনার পরও আইএসএফ-এর সঙ্গে তাঁর জোট গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল না। শুক্রবার হুমায়ুন কবীর নিজেই জানান, আইএসএফের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে তাঁর আলোচনা চলছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আইএসএফ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে-তারা তাঁর দলের সঙ্গে জোটে শামিল হবে না। ফলে ভোটের আগে একটি বড় রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা ভেস্তে গেল।

তবে এই ধাক্কা সত্ত্বেও হুমায়ুন কবীরের রাজনৈতিক অবস্থান বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। জোট না হলেও তিনি আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি-কে জেতাতে চান বলে জানিয়েছেন। বিশেষ করে ভাঙড় কেন্দ্র থেকে নওশাদ সিদ্দিকির জয়ের জন্য তিনি কিছু রণকৌশল নিয়েছেন বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন, যদিও সেই কৌশল এখনই প্রকাশ করতে চাননি। একইসঙ্গে কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী-র প্রতিও সমর্থনের বার্তা দিয়েছেন হুমায়ুন। বহরমপুর কেন্দ্র থেকে অধীর চৌধুরীর জয়ের জন্য তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর এই বক্তব্য রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এতে স্পষ্ট-নিজে আলাদা দল গড়লেও বৃহত্তর বিরোধী শক্তিকে একজোট করার চেষ্টা তিনি ছাড়ছেন না। প্রসঙ্গত, শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পরই হুমায়ুন কবীর নিজের রাজনৈতিক দল গড়েন। কিন্তু খুব দ্রুতই তিনি বুঝতে পারেন, একক শক্তিতে বড় নির্বাচনে দাগ কাটা সহজ নয়। সেই কারণেই বিজেপি ও তৃণমূল বিরোধী শক্তিগুলিকে এক ছাতার নিচে আনার চেষ্টা শুরু করেন। আইএসএফের সঙ্গে জোট সেই প্রচেষ্টারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। কিন্তু আইএসএফের ' বলে দেওয়ায় সেই পরিকল্পনায় বড় ধাক্কা লাগে। যদিও রাজনীতির ময়দানে হুমায়ুন এখনও সক্রিয় এবং বিকল্প কৌশল নিয়েই এগোতে চাইছেন। তাঁর বক্তব্যে পরিষ্কার-জোট না হলেও নির্দিষ্ট কিছু আসনে তিনি কৌশলগত সমর্থন দেবেন। অন্যদিকে, আইএসএফও নিজেদের নির্বাচনী কৌশল স্পষ্ট করতে শুরু করেছে। নওশাদ সিদ্দিকি জানিয়েছেন, বামফ্রন্ট বা সিপিএমের সঙ্গে আসন সমঝোতা করে প্রায় ২৯টি আসনে তারা লড়াই করতে চলেছে। অর্থাৎ বাম ও আইএসএফ জোট আকারে নির্বাচনে নামছে, যা রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করছে। আইএসএফের তরফে মুর্শিদাবাদ জেলার একাধিক কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ, হরিহরপাড়া ও ভগবানগোলা-এই সব আসনে আইএসএফ প্রার্থী দেবে বলে জানা গিয়েছে। তবে ভগবানগোলা কেন্দ্র নিয়ে ইতিমধ্যেই জটিলতা তৈরি হয়েছে। কারণ, এই কেন্দ্রে সিপিএম আগেই তাদের প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে। ফলে একই আসনে আইএসএফ ও সিপিএম প্রার্থী দিলে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নওশাদ সিদ্দিকি সিপিএম নেতৃত্বের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, তারা যেন ওই কেন্দ্র থেকে তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘটনাপ্রবাহ বাংলার ভোট রাজনীতিতে এক নতুন চিত্র তুলে ধরছে। একদিকে বড় দলগুলির লড়াই, অন্যদিকে ছোট দলগুলির মধ্যে জোট-অজোটের টানাপোড়েন-সব মিলিয়ে ভোটের আগে চূড়ান্ত সমীকরণ এখনও স্পষ্ট নয়। হুমায়ুন কবীরের অবস্থান এই প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একদিকে নিজের দলকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন, অন্যদিকে নির্দিষ্ট প্রার্থীদের সমর্থন দিয়ে একটি বৃহত্তর বিরোধী জোটের সম্ভাবনাও জীবিত রাখছেন। তাঁর এই কৌশল কতটা সফল হবে, তা অবশ্য সময়ই বলবে।সব মিলিয়ে, আইএসএফের সঙ্গে জোট ভেস্তে গেলেও হুমায়ুন কবীর রাজনৈতিক লড়াই থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন না। বরং নতুন সমীকরণে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে তিনি ভোটের ময়দানে সক্রিয় থাকতেই চাইছেন। নওশাদ সিদ্দিকি ও অধীর চৌধুরীর প্রতি তাঁর সমর্থনের বার্তা সেই কৌশলেরই অংশ-যা আগামী দিনে বাংলার রাজনৈতিক অঙ্ককে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে।

ঈদের শুভেচ্ছা, ইরান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা মোদির

তেহরান,২১ মার্চ ঃ পশ্চিম এশিয়ার অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করল ভারত। শনিবার ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানকে ফোন করে ঈদ ও নওরোজের শুভেচ্ছা জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তবে এই সৌজন্য বিনিময়ের আড়ালেই উঠে আসে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিষয়-হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতীয় জাহাজ চলাচল নির্বিঘ্ন রাখা। প্রধানমন্ত্রীর দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সংক্ষিপ্ত এই ফোনালাপে দু'দেশের সম্পর্কের পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়। মোদি আশা প্রকাশ করেন, উসবের এই সময় যেন অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি ফিরে আসে। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া বার্তায় তিনি উল্লেখ করেন, ইরানের প্রেসিডেন্টকে ঈদ ও নওরোজের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিয়েও মত বিনিময় হয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক হামলাগুলির প্রসঙ্গ তুলে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং জানান, এই ধরনের ঘটনা শুধু আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাই নয়, বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থাকেও বিপর্যস্ত করতে পারে। এই আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল হরমুজ প্রণালী-এ ভারতীয় জাহাজ চলাচল। বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত ও কৌশলগত এই জলপথ দিয়ে বিপুল পরিমাণ তেল ও গ্যাস পরিবাহিত হয়। বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এই পথের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর, মোদি ইরানের প্রেসিডেন্টের কাছে অনুরোধ জানান যাতে ভারতের পতাকাবাহী জাহাজগুলির যাতায়াত স্বাভাবিক থাকে এবং কোনও বাধার মুখে না পড়ে। কারণ, এই রুটে বিঘ্ন ঘটলে ভারতের জ্বালানি সরবরাহে বড় প্রভাব পড়তে পারে। প্রসঙ্গত, চলমান সংঘাতের মধ্যে ইরানে আটকে পড়া ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তেহরান যে সহায়তা করেছে, তার জন্য ইরান সরকারকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি এই সহযোগিতাকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ইতিবাচক দিক হিসেবে তুলে ধরেন। উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া সংঘাতের পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ইরানের প্রেসিডেঃটের সঙ্গে কথা বললেন মোদি। এর আগে ভারতের বিদেশমন্ত্রী-সহ একাধিক শীর্ষ কর্মকর্তা ইরানের নেতৃত্বের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলেন। সেই কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলেই যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও বেশ কয়েকটি ভারতীয় জ্বালানিবাহী জাহাজ নিরাপদে দেশে ফিরতে পেরেছে বলে জানা গিয়েছে।

ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন নকভি, বললেন ভারত সর্বদা শান্তিতে বিশ্বাসী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২১ মার্চঃ দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন বিজেপি নেতা মুক্তার আব্বাস নকভি। শনিবার সকালে বিজেপি নেতা মুখতার আব্বাস নকভি ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে দিল্লির পাঁচকুইয়ান রোডের ইমামিয়া হল মসজিদে নামাজ পড়েন। পরে তিনি বলেন যে, ভারত সর্বদা শান্তিতে বিশ্বাসী।নকভি বলেন যে, ঈদ উপলক্ষ্যে আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাই এবং প্রার্থনা করি, সমগ্র বিশ্ব যেন যুদ্ধের অভিশাপ ও প্রাণঘাতী সংক্রমণ থেকে মুক্তি পায় এবং দেশ ও বিশ্ব যেন শান্তি ও মানবতার পথে শান্তিতে ও আত্মনির্ভরশীলতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে। আমাদের দেশের মানুষ সর্বদা শান্তি চায় এবং সংকটের সাগর থেকে যেন 'অমৃত' উঠে আসে। আমরা আনন্দিত যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমাদের দেশ দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি, সংবেদনশীলতা ও অনুভূতির সঙ্গে ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করছে। কথায় নয়, কাজে পরিচয়।কিছু মানুষ কেন কালো ফিতা পরছেন, এই বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, যেভাবে কিছু নিষ্ঠুর অত্যাচারী, নিপীড়ন ও অপরাধের নিষ্ঠুর পশুরা শিশুদের হত্যা করেছে, যেভাবে মানবতা রক্তে ভিজেছে, তাতে মানুষের দু ঃখ ও ক্ষোভ রয়েছে এবং মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে তাদের দু ঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

রানী অবন্তীবাঈ লোধীর বলিদান দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃকেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ গত শুক্রবার বীরাঙ্গনা রানী অবন্তীবাঈ লোধীর বলিদান দিবসে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন।এ দিন তিনি সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় জানান, বীরাঙ্গনা রানী অবন্তীবাঈ লোধীর জীবন সাহস, ত্যাগ ও দেশপ্রেমের এক অভূতপূর্ব উদাহরণ। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে তিনি ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন এবং আত্মসমর্পণের পরিবর্তে আত্মবলিদানকে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর আত্মবলিদান দেশের উদ্দেশে সমর্পণ ও আত্মসম্মানের এক শাশ্বত বার্তা প্রেরণ করে। রানীর বলিদান দিবসে তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে দোহা জিমন্যাস্টিকস বিশ্বকাপ বাতিল

প্যারিস, ২১ মার্চ ঃ পশ্চিম এশিয়ার চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাব পড়ল আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনেও। নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিবেচনা করে আগামী এপ্রিলে কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিতব্য আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস অ্যাপারেটাস বিশ্বকাপ বাতিলের ঘোষণা শুক্রবার করেছে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা।সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, জরুরি অনলাইন ভোটের পর কার্যনির্বাহী কমিটি ১৫ থেকে ১৮ এপ্রিল দোহায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকা প্রতিযোগিতাটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একইসঙ্গে স্পষ্ট করা হয়েছে, এই প্রতিযোগিতা আর পুনঃ নির্ধারণ করা হবে না।পশ্চিম এশিয়ার অস্থির পরিস্থিতির জেরে ইতিমধ্যেই একাধিক আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্টের উপর প্রভাব

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দেশজুড়ে খুশির ঈদ, প্রার্থনা ও আলিঙ্গনে ভাসল আনন্দের উৎসব

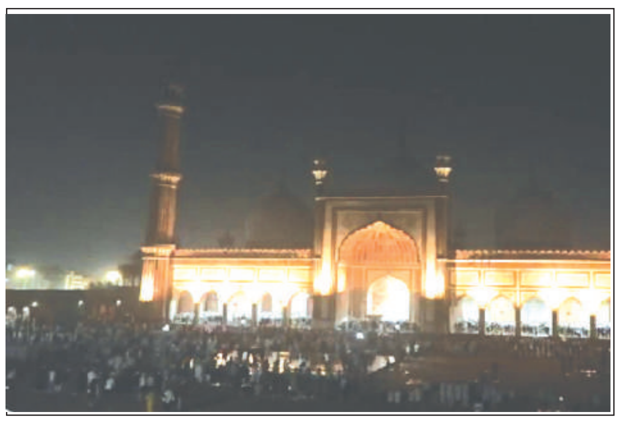

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২১ মার্চ ঃ এক মাসব্যাপী পবিত্র রমজানের সংযম ও সাধনার পর শনিবার সারা দেশে পালিত হল খুশির ঈদ। ভোরের আলো ফুটতেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঈদের নামাজে শামিল হন লক্ষ লক্ষ মুসলিম ধর্মাবলম্বী। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধির এই পবিত্র অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিয়ে উসবের আনন্দে মেতে ওঠেন ছোট থেকে বড় সকলেই।রাজধানী দিল্লিতে ঐতিহাসিক জামা মসজিদ প্রাঙ্গণে সকাল থেকেই ছিল ভিড় উপচে পড়া। সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা ও টুপিতে সজ্জিত ভক্তরা একসঙ্গে নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে একে অপরকে আলিঙ্গন করে শুভেচ্ছা বিনিময়ের দৃশ্য যেন মিলনের বার্তা বহন করে। একই ছবি ধরা পড়ে দেশের অন্যান্য শহরেও-মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার এই মুহূর্তই যেন ঈদের প্রকৃত তাৎপর্যকে তুলে ধরে।মুম্বইতেও ঈদের আনন্দ ছিল চোখে পড়ার মতো। মাহিম মসজিদে বিপুল সংখ্যক মানুষ একত্রিত হয়ে নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে মিষ্টিমুখ, শুভেচ্ছা বিনিময় এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করেন সকলে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঈদ উপলক্ষ্যে বিশেষ বাজার, পোশাক এবং খাবারের আয়োজন ছিল লক্ষণীয়।শুধু মহানগর নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যেও ধর্মীয় মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়েছে ঈদ-উল-ফিতর। মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গেও সকাল থেকেই মসজিদ ও ঈদগাহে মানুষের ঢল নামে। কোথাও কোথাও খোলা মাঠে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়, যেখানে হাজার হাজার মানুষ একত্রিত হয়ে নামাজ আদায় করেন।ঈদ মানেই আনন্দ, ভাগ করে নেওয়ার উসব। তাই এই দিনটিতে গরিব-দু ঃখীদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তাও গুরুত্ব পায়। রমজানের শেষ পর্বে ' জাকাত বা দান-ধ্যানের যে প্রথা, তা ঈদের আনন্দকে আরও অর্থবহ করে তোলে। সমাজের সব স্তরের মানুষের মধ্যে সুখ-দু ঃখ ভাগ করে নেওয়ার এই মানসিকতাই ঈদের মূল শিক্ষা বলে মনে করেন অনেকে।শিশুদের কাছে ঈদ যেন আরও বিশেষ। নতুন জামাকাপড়, উপহার আর মিষ্টি খাবারের আনন্দে তাদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানো, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে যাওয়া এবং একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া-সব মিলিয়ে এক অনন্য পারিবারিক উৎসবে পরিণত হয় এই দিনটি।এক মাসের কঠোর সংযমের পর এই উৎসব শুধু আনন্দের নয়, কৃতজ্ঞতারও। শান্তি, সম্প্রীতি এবং ভালোবাসার বার্তা নিয়েই দেশজুড়ে পালিত হল খুশির ঈদ। ধর্মের গণ্ডি পেরিয়ে এই উৎসব যে মিলন ও মানবতার প্রতীক, তারই এক উজ্জ্বল ছবি ধরা পড়ল আজকের দিনে।

২২শে মার্চ - চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনের শুভ জন্মদিন

মধুসূদন দে,বাঁকুড়াঃ১৮৯৪ সালের ২২ শে মার্চ চট্টগ্রামের রাউজান থানার নোয়াপাড়ায় দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মাস্টারদা সূর্যসেন। তাঁর বাবার নাম রাজমণি সেন। মায়ের নাম শশী বালা সেন।শৈশবে পিতা মাতাকে হারিয়ে সূর্য সেন কাকার কাছে মানুষ হয়েছেন। সূর্য সেন খুব ভালো ছাত্র ছিলেন ।অসাধারণ মেধা। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জীবনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল।১৯১৬ সালে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র থাকাকালীন সূর্য সেন সরাসরি রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হন। তিনি এই কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর সংস্পর্শে আসেন। সূর্য সেন কে তিনি বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা দেন। সূর্য সেন ১৯১৮ সালে শিক্ষা জীবন শেষ করে চট্টগ্রামে এসে বিপ্লবী দলে যোগদান করেন।১৯৩০ সালের ১৩ ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দিন ঠিক করা হয়। মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা হয়। চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করা হয় ।চট্টগ্রাম ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত ছিল মাত্র চার দিন।চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার

লুণ্ঠনের পর ইংরেজ সৈন্য তাদের আক্রমণ করলে বিপ্লবীরা বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করেন। ১৯৩০ সাল থেকে সূর্যসেন পলাতক ছিলেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। অবশেষে ১৯৩৩ সালের ১৬ ই ফেব্রুয়ারি ইংরেজ সরকার সূর্য সেন কে গ্রেপ্তার করে। একজন জ্ঞাতি ভাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় সূর্য সেন ধরা পড়েন ।এরপর চলে বিচারের নামে প্রহসন। ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি সূর্য সেনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়।ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা মাস্টারদা সূর্য সেন আজ তোমার শুভ জন্মদিন। বাংলার জনপ্রিয় দৈনিক সংবাদপত্র দুরন্ত বার্তার পক্ষ থেকে আমরা জানাই তোমাকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি আজকে।

এসএসএ শিক্ষকদের নিয়মিতকরণে জট, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে ক্ষোভ শিক্ষক সংগঠনের

আগরতলা, ২১ মার্চ ঃউচ্চ আদালতের নির্দেশ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার অজ্ঞতার মন্তব্যকে ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ত্রিপুরা সর্বশিক্ষা অভিযান (এসএসএ) টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা বিশেষ অনুমতি আবেদন (এসএলপি) প্রত্যাহার করে শিক্ষকদের নিয়মিত করার দাবি তোলা হয়েছে।সংগঠনের অভিযোগ, সর্বশিক্ষা অভিযানের শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার একটি প্রকল্প চালু করলেও তার আওতায় মাত্র দু'জন শিক্ষককে স্থায়ী করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে ত্রিপুরা সর্বশিক্ষা অভিযান (এসএসএ) টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়। মামলার রায়ে উচ্চ আদালত নির্দেশ দেয়, ২০১১ সালের ২৯ জুলাইয়ের আগে যেসব শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে টেট বাধ্যতামূলক নয় এবং তিন মাসের মধ্যে তাঁদের নিয়মিত করতে হবে।কিন্তু এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ২০২৪ সালের ২৭ জুলাই রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে এসএলপি দাখিল করে। এমনকি রাজ্যের পক্ষের আইনজীবী এলিমেন্টারি শিক্ষকদের জন্য টেট বাধ্যতামূলক করার আবেদন জানান বলেও দাবি সংগঠনের।সম্প্রতি বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট মামলার বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে মন্তব্য করেন। এই বক্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে শনিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে সংগঠনটি। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সজল দেব বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত বিস্ময়কর। তিনি অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্ট থেকে এসএলপি প্রত্যাহার করে ভিশন ডকুমেন্টের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উচ্চ আদালতের রায় কার্যকর করার দাবি জানান।এদিকে, টিটিএএডিসি প্রশাসন সম্প্রতি সর্বশিক্ষা অভিযানের ১৮ জন শিক্ষককে নিয়মিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে টিটিএএডিসি প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি সজল দেব খবর থকে জানা যায়।

আচমকাই কুয়াশার ঘনঘটা

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চঃ শনিবার সকালে দিল্লির ঘুম ভাঙল ঘন কুয়াশার চাদরে। পারদ নেমে অনুভূত হয় শীতের আমেজ। সকাল ৭টা ২০ মিনিটে, দিল্লির সফদরজং এলাকায় তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণও ১০০ শতাংশ। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণেই আবহাওয়ার এই পরিস্থিতি বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।তাপমাত্রা কমার পাশাপাশি কমেছে শহরের দূষণের মাত্রাও। ঠান্ডা বাতাস, হালকা বৃষ্টিপাতের কারণে দিল্লির গড় হয়।

গাড়ির ধাক্কায় চার বছরের শিশুর মৃত্যু, চালক পলাতক

নারনৌল, ২১ মার্চ ঃ হরিয়ানার রেওয়ারি শহরে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় চার বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাতে পাটাউদি ফ্লাইওভারের কাছে দ্রুতগতির গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হয় শিশুটি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পরই গাড়ির চালক পালিয়ে যায়।শনিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত শিশুর নাম আয়ুষ। সে পরিবারের একমাত্র সন্তান। তার বাবা শ্রমিকের কাজ করে সংসার চালান। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে।জানা গিয়েছে, রাজস্থানের ঝুনঝুনু জেলার বাসিন্দা নরেন্দ্র তাঁর পরিবার-সহ মা শীতলার দর্শনে গিয়েছিলেন।

হাজারো জনতাকে নিয়ে মিছিল করে মনোনয়ন পেশ জালুকবাড়ির বিজেপি-প্রার্থী হিমন্তবিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ২১ মার্চঃ কয়েক হাজার কার্যকর্তা-সমর্থকদের নিয়ে মিছিল করে মনোনয়ন পেশ করেছেন ৩৭ নম্বর জালুকবাড়ি আসনে বিজেপি-প্রার্থী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মিছিলে অন্যদের সঙ্গে ছিলেন গুয়াহাটির সাংসদ বিজুলি কলিতা মেধি, ড. শর্মার স্ত্রী রিনিকি ভুইয়াঁ শর্মা, পুত্র নন্দিল বিশ্ব শর্মা।গত শুক্রবার (২০ মার্চ) খানাপাড়া ময়দান থেকে এক বিশাল মিছিল করে গুয়াহাটিতে অবস্থিত কামরূপ মেট্রো-র ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের কার্যালয়ে গিয়ে ৩৭ নম্বর জালুকবাড়ি আসনে বিজেপি-প্রার্থী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। আগামী ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠেয় রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে ড. শর্মার এই শক্তি প্রদর্শন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। টানা দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার লক্ষ্যে এক হাইভোল্টেজ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ল।ইয়ের সূচনা করেছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা।জেলাশাসকের কার্যালয়ে মনোনয়ন পেশ করে বাইরে এসে উপস্থিত সাংবাদিকদের বাইট দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, এবারের নির্বাচন তাঁর ' সপ্তম নির্বাচন'। জাতির পরিচয় রক্ষা ও উন্নয়ন, এই দুই বিষয়কে ইস্যু করে প্রচার চালানোর কথা জানান ড. শর্মা। তিনি বলেন, ' আমরা অসমের পরিচয় সুরক্ষিত করতে চাই। দ্রুত উন্নয়ন চাই আমরা। এই দুটোই আমাদের লক্ষ্য।' একই সঙ্গে তিনি অসমবাসীর ' সমর্থন' পাওয়ার ব্যাপারেও আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন।অসমবাসীর কাছে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ কামনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ আমার বহু সহকর্মী রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মনোনয়ন জমা দেবেন। আগামী ২৩ মার্চ বাকি প্রার্থীরাও মনোনয়নপত্র জমা দেবেন।বিজেপি ও মিত্রদলের প্রার্থীদের আশীর্বাদ করার জন্য তিনি অসমবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। প্রতিকূল আবহাওয়া, বৃষ্টি, এ সম্পর্কে তিনি বলেন, যে কোনও শুভ কাজের আগে বৃষ্টি হলে আমরা তাকে পুষ্পবৃষ্টি বলে মনে করি। তিনি আরও বলেন, বৃষ্টির মধ্যেও জালুকবাড়ির মানুষ তাঁর সঙ্গে মনোনয়ন জমা দিতে বেরিয়ে এসেছেন, তাই আগের মতোই তিনি জনগণের আশীর্বাদ পাবেন বলে আশা করছেন।মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ২৩ মার্চ অসম গণ পরিষদ (শরিক দল)-এর সভাপতি অতুল বরার মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় তিনি উপস্থিত থাকবেন। প্রতিদিন তিনি ৫ থেকে ৬টি নির্বাচনী জনসভায় অংশ নেবেন। তিনি বলেন, তাঁর ছেলে আজ মনোনয়নের জন্য এসেছে, কাল ফিরে যাবে। মেয়ে আসতে চাইলেও পরীক্ষার জন্য আসতে পারেনি। স্ত্রী রিনিকি ভুইয়াঁ শর্মা জালুকবাড়ি কেন্দ্রে তাঁর হয়ে প্রচার চালাবেন, জানান তিনি।এক জিজ্ঞাসার জবাবে হিমন্তবিশ্ব বলেন, শিবসাগরে বিজেপি প্রার্থী দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তার আগে অসম গণ পরিষদ-এর সঙ্গে আলোচনা হবে। বিজেপি কতগুলি আসনে জয়ী হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এখনই জয় নিয়ে কথা বলা অহঙ্কারের মতো শোনাবে। তবে ১০২টি আসনে বিজয়ী হতে বিজেপি ও মিত্রজোট গুরুত্ব সহকারে নির্বাচনে ল।বে।দলীয় টিকিট-বঞ্চিত প্রাক্তন বিধায়কদের প্রসঙ্গে ড. শর্মা বলেন, তাঁর বিশ্বাস অতুল বরা (দিশপুরের বিজেপি বিধায়ক) এবং সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য বিজেপি-প্রার্থীদের আশীর্বাদ করবেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি দেখা করে কথা বলবেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈয়ের এক মন্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে ড. শর্মা বলেন, যদি কেউ প্রশংসা করে তবে তা গ্রহণ করা উচিত। তিনি আরও বলেন, এমন মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, তিনি একটি প্রতিষ্ঠান'-এ পরিণত হয়েছেন, যদিও তিনি নিজে তা দাবি করেন না।মুখ্যমন্ত্রী আজ ফের ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, বিজেপিতে অন্য দল থেকে আরও নেতা যোগ দিতে পারেন। আরও বলেন, ' হিন্দুকে বিজেপির আওতায় আনা'ই তাঁর একটি লক্ষ্য। তাঁর মতে ' ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত।'জলুকবাড়ি থেকে পাঁচবারের বিধায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা প্রথমবার ২০০১ সালে কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হন। এর পর টানা তিনবার নির্বাচিত হয়েছেন ওই আসনে। পরে ২০১৬ সালের নির্বাচনের আগে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি অসম রাজনীতিতে দলের অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে উঠেছেন।এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী রিনিকি ভুইয়াঁ শর্মা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে বলেন, রাজ্যের মানুষ উন্নয়ন ও পরিবর্তনে সন্তুষ্ট। তিনি বলেন, বিজেপি বড় ব্যবধানে জয় পাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে।প্রসঙ্গত আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে শাসক বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের সঙ্গে লড়াই হবে কংগ্রেসের। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ (বিজেপি, অসম গণ পরিষদ এবং ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল) ১২৬টির মধ্যে ৭৫টি আসন পেয়েছিল। বিজেপি একাই জেতে ৬০টি আসনে। অন্যদিকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট (এআইইউডিএফ, বিপিএফ এবং বাম দলগুলি) পেয়েছিল ১৬টি আসন বলে জানি।

বাংলার ভ্রাতৃত্ব অটুট থাকবে, ঈদে সম্প্রীতি ও ঐক্যের বার্তা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ বাংলার ভ্রাতৃত্ব অটুট থাকবে, রেড রোডে ঈদের অনুষ্ঠানে এসে এই বার্তা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'ভাইদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। দিওয়ালিতে রাম আছেন তো ঈদে আছেন রহিম। যে চাঁদ দেখে ঈদ পালন করা হয়, সেই চাঁদ দেখেই করবা চৌথের ব্রত খোলা হয়। হিন্দুকে মুসলিমের সঙ্গে লড়িয়ে দিচ্ছে। মুসলিমকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বাংলার ভ্রাতৃত্ব অটুট থাকবে।'শনিবার সকালে রেড রোডে ঈদের অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল সাংসদ এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই অভিষেক বলেন যে, বাংলার ভ্রাতৃত্ব অটুট থাকবে। শনিবার রেড রোডে অভিষেকের বক্তৃতা ছিল সংক্ষিপ্ত। তিনি মানবতার কথা বলেন। বলেন ঐক্য এবং সম্প্রীতির কথাও। তাঁর কথায়, ' মানবতার জন্য একজোট হতে হবে সকলকে। বাংলার সম্প্রীতি অটুট থাক।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাদাখ ও দিল্লির উপরাজ্যপালের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২১ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন লাদাখ ও দিল্লির উপরাজ্যপাল। গত শুক্রবার সমাজ মাধ্যমে দুটি পৃথক পোস্টে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে।গত শুক্রবার সমাজ মাধ্যমের একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, লাদাখের উপরাজ্যপাল বিনয় কুমার সাক্সেনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।পাশাপাশি, এ দিন অন্য একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, দিল্লির উপরাজ্যপাল তরণজি সিং সান্ধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসআইআর-এ অনেকের নাম কাটা হয়েছে, লড়াই জারি থাকবেঃমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২১ মার্চঃকলকাতার রেড রোডে ঈদের অনুষ্ঠানে এসআইআর নিয়ে বক্তব্য রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন যে, 'এসআইআর-এ অনেকের নাম কাটা হয়েছে। আপনাদের জন্য আমার লড়াই জারি থাকবে। আজ বৃষ্টি হচ্ছে। এই বৃষ্টি আসলে আশীর্বাদ। আপনাদের জন্য সব বাধা কাটিয়ে লড়াই করার জন্য আশীর্বাদ দিচ্ছে সর্বশক্তিমান। আমি সব ধর্মের মানুষের পাশে আছি। এসআইআর-এ বহু মানুষের নাম কেটে যাওয়ায় দিল্লি গিয়েছি, হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট দৌড়ে গিয়েছি। আমরা কোনও ভাবেই ভয় পাই না। আমরা লড়াই করি।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করে তোপ দাগেন মমতা। তাঁর দাবি, 'আমাদের অধিকার মোদীজিকে কেড়ে নিতে দেব না।'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, এসআইআর থেকে মানুষের নাম মুছে ফেলা হয়েছিল। এর জন্য আমি কলকাতা থেকে দিল্লি, কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছি। আমি আশা করি মানুষের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। আমি বাংলার সকলের পাশে আছি, সকল জাতি, সম্প্রদায় ও ধর্মের মানুষের পাশে। আমি এই লড়াই চালিয়ে যাব। আমরা মোদীজিকে আমাদের অধিকার কেড়ে নিতে দেব না। আপনারা জোর করে আমাদের সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন, আপনারা রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে চান। বিজেপি চোরদের দল, বিশ্বাসঘাতকদের দল।

দাম বাড়ল প্রিমিয়াম পেট্রোলের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২১ মার্চ ঃ পশ্চিম এশিয়ায় সাম্প্রতিক সংঘাতের আবহে এ বার প্রিমিয়াম পেট্রোলের দাম বাড়াল রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি। যদিও এই দাম বৃদ্ধি আপাতত সাধারণ পেট্রোলের ক্ষেত্রে হচ্ছে না। মূলত প্রিমিয়াম হাই পারফরম্যান্স পেট্রোলের ক্ষেত্রে হচ্ছে। মোটামুটি গোটা দেশে লিটারে এই দাম ২ টাকা থেকে ২ টাকা ৩৫ পয়সা পর্যন্ত বে।ছে শুক্রবার সকাল থেকে।উল্লেখ্য, এই ধরনের প্রিমিয়াম পেট্রোল সাধারণত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ইঞ্জিনের গাড়িতে ব্যবহৃত হয়। এটি ইঞ্জিনের পারফরম্যান্স উন্নত করে, জ্বালানি দক্ষতা বাড়ায়। ফলে সাধারণ গাড়ির তুলনায় এই ধরনের জ্বালানি ব্যবহারকারীরা তুলনা মূলকভাবে বেশি সুবিধা পেলেও এখন তাঁদের খরচ কিছুটা বাড়বে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের

মূল্যবৃদ্ধি এবং পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তার প্রভাব পড়ছে তেলের দামের উপর। ভারত যেহেতু তার অধিকাংশ অপরিশোধিত তেল আমদানি করে, তাই আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লে এবং মুদ্রার ওঠানামা হলে তার প্রভাব দেশীয় বাজারেও পড়ে। তবে যাঁরা নিয়মিত প্রিমিয়াম পেট্রোল ব্যবহার করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়বে।

বিজেপি সম্পর্কে মমতা যা বলেছেন, তা নিতান্তই কমঃঅখিলেশ যাদব

লখনউ, ২১ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষস্তরে রদবদল নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব শনিবার বলেন, বিজেপি সম্পর্কে মমতা যা বলেছেন, তা নিতান্তই কম। শনিবার সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব বলেন, বিজেপি সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেছেন তা অনেক কম। তিনি একা লড়লেও জিতবেন। আমি শুনেছি বাংলায় বহু আধিকারিককে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যখনই উত্তর প্রদেশে বিজেপি নির্বাচিত হয়েছে, বিজেপি একজনও আধিকারিককে সরায়নি।।উত্তর প্রদেশে সম্ভাব্য মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে অখিলেশ বলেন যে, এসবই বিজেপির নাটক। আমরা বিজেপির নাটক দেখেছি। শপথ কে নেবে? শপথ হবে ২০২৭ সালে। এটি একটি বড় শপথ হতে চলেছে। 'সমাজবাদী' লোকেরা তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে চলেছে। তারা সম্প্রসারণ করতে পারে বা সংকুচিত করতে পারে, তাতে কিছু যায় আসে না।

রাশিফল

মেষঃজাতক জাতিকাদের নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখুন।

বৃষঃ জটিল পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাবেন না। খাবারের স্বাদের জন্য যেমন নুন দায়ী তেমনি একটু অশান্তি না থাকলে সুখের গুরুত্ব বোঝা যায় না। সংসারে শান্তি হবে

মিথুনঃএই দিনটি মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ কিছু হতে পারে।

কর্কট রাশি ঃকিছু মানুষের মনে হতে পারে যে আপনি নতুন কিছু শেখার পক্ষে বেশিই বয়স্ক- কিন্তু একদমই সত্যি নয়-আপনার প্রখর এবং সক্রিয় মনের কারণে আপনি সহজেই নতুন জিনিস শিখতে পারবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে

সিংহঃ এই দিন সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের আপনার চারপাশের লোকদেরও মুগ্ধ করবে। এটি আপনার ধারণা ভাগ করে নেওয়ার এবং নতুন ধারণা গ্রহণ করার সময়।

কন্যাঃআজ আপনাকে বিভিন্ন উত্তেজনা এবং মতভেদের সামনা করতে হতে পারে যা আপনি অস্বস্তিকর এবং উত্যক্ত বোধ করাবে। কাজের সুযোগ আছে আজ

তুলাঃজাতক জাতিকাদের নতুন সূচনার ইঙ্গিত রয়েছে। শুভদিন ।

বৃশ্চিকঃআজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি যে কারও সাহায্যে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হতে পারেন।

ধনুঃজাতক জাতিকাদের বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটালে আপনার মন আনন্দ ও ইতিবাচকতায় ভরে উঠবে।

মকরঃ কথা বলবার আগে দুবার ভাবুন। আপনার মতামতগুলি অজান্তেই কারোর অনুভূতিকে আহত করতে পারে। শুভদিন হবে

কুম্ভঃ এই দিনটি কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য উসাহ ও নতুন সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

মীনঃ মানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলুন। আপনি একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন- যা আপনাকে আর্থিকভাবে লাভবান করতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে আজকে হবেই।

আবহাওয়া

রাতভর বৃষ্টিতে ভিজল মহানগরী কলকাতা। বৃষ্টি থামেনি শনিবার সকালেও, আকাশেরও মুখ ভার। উল্টে ঝিরঝির বৃষ্টি হয়ে চলেছে। শুধু কলকাতা নয়, দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় বৃষ্টি চলছে। সঙ্গে উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সমুদ্রও আপাতত দু'দিন উত্তাল থাকবে।গত শুক্রবারই কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের পূর্বাভাস ছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত শহর ও শহরতলিতে তেমন বৃষ্টি না হলেও ঝোড়ো হাওয়া বইছিল। আকাশে মেঘ ছিল, রাত বাড়তেই বৃষ্টি শুরু হয়। কলকাতার বেশ কিছু অংশে মধ্যরাতের পর মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে ছিল বজ্রপাত এবং ঝোড়ো হাওয়া। ঝড়বৃষ্টির কারণে এক ধাক্কায় কলকাতার পারদ নেমে গিয়েছে ৬ ডিগ্রি। শুক্রবার সকালে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার সকালে তা হয়েছে ১৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়েও যা ৪.৪ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দু'দিন পারদ নামার পর ফের তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি বাড়বে তাপমাত্রা। দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে রবিবার পর্যন্ত খারাপ থাকবে আবহাওয়া, এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কালবৈশাখীর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। একাধিক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির পাশাপাশি শিলাবৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে বিকেল ও সন্ধ্যার দিকে ঝড়ের তীব্রতা বাড়তে পারে বলে জানানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, যা স্বাভাবিক জনজীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। এছাড়াও ঝড়ের সময় ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার পর্যন্ত এই ঝড়-বৃষ্টির পরিস্থিতি বজায় থাকতে পারে। তবে সোমবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে এবং বৃষ্টির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমতে শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৯শত করা এবং সর্বনিম্ন ৪৯ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৪০মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৪০ মিনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪০মিনিট এবং রাত ১১টা ৪০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪৫মিনিটে হতে পারে।

বাঁকড়ায় ঈদগাহ ময়দানে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ মার্চঃ পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে হাওড়ার বাঁকড়া ঈদগাহ কমিটির পরিচালনায় শনিবার বাঁকড়া ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহ্যবাহী ঈদের নামাজ। শনিবার ভোর থেকেই এলাকা জুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। বিশাল এই জামাতে অংশগ্রহণ করেন মুসলিম সম্প্রদায়ের বহু মানুষ এবং বাঁকড়ার সাধারণ মানুষও। নামাজ শেষে একে অপরকে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে।

বরানগরে ভোটের আগে বিজেপি,তৃণমূল সংঘর্ষ, যানজট গোপাল লাল ঠাকুর রোড

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, বরানগর, ২১ মার্চ ঃ শনিবার ভোটের আগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বরানগর। পোস্টার লাগানোকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল গোপাল লাল ঠাকুর রোডে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে নামানো হয় র্যাফ। সংঘর্ষের জেরে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে যান চলাচল। জানা গেছে, তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পোস্টার লাগানোকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বচসা শুরু হয়। সেই বচসা দ্রুত সংঘর্ষে পরিণত হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ। তাঁকে মাইক হাতে স্লোগান দিতেও দেখা যায়। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের 'সায়ন্তিকা গো ব্যাক', 'চোর এমএলএ গো ব্যাক' স্লোগান দিতে শোনা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি বহিরাগতদের নিয়ে এসে হকি স্টিক দিয়ে তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের মারধর করেছে। তাঁর দাবি, শান্ত বরানগরকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে বিজেপি। অন্যদিকে বিজেপির পক্ষ থেকেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে উস্কানির অভিযোগ তোলা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায় এবং বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ও র্যাফ টহল দিচ্ছে এলাকায়।

৫০ লক্ষ টাকা দাবি, অস্বীকার করতেই ঠিকাদারের বাড়িতে হামলা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড় (ত্রিপুরা), ২১ মার্চ ঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় হুমকি দেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ঠিকাদারের বাড়িতে দুষ্কৃতীদের গুলি চালানোর অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সিপাহীজলা জেলার বিশালগড়ের নেতাজিনগর এলাকায়। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, 'মধু' নামে পরিচিত ঠিকাদার অনুপ সাহার কাছে একটি ফোন কল আসে, যেখানে তাঁর কাছে ৫০ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে শুক্রবার রাতে একদল দুষ্কৃতী তাঁর বাড়িতে হামলা চালায় এবং একাধিক রাউন্ড গুলি চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি বিশালগড় থানার মাত্র ৩০০ মিটার দূরে ঘটায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। পরিবারের অভিযোগ, 'রণবীর' নামে পরিচিত এক কুখ্যাত অপরাধী এই হামলার মূলচক্রী। তার বিরুদ্ধে একাধিক ফৌজদারি মামলা রয়েছে এবং সে পলাতক বলেও দাবি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, হামলাকারীরা একটি মোটরচালিত রিকশায় করে ঘটনাস্থলে আসে। পুরো ঘটনাটি এলাকার বিভিন্ন সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনার পর এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিশালগড়ে দিন দিন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে। চুরি, ডাকাতি ও বোমা হামলার মতো একাধিক ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলেও দাবি তাঁদের। এদিকে পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেফতার করা হবে।

তৃণমূল-বিজেপি-তৃণমূল করেও বাবা-ছেলে টিকিট পেয়ে গেল', অর্জুন সিংকে নিয়ে ক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ মার্চঃ চাঁপদানিতে বিজেপির প্রার্থী দিলীপ সিং। এলাকার বিজেপি কর্মীদের একাংশের এই প্রার্থী পছন্দ নয়। তাঁরাই সল্টলেকে এসে প্রতিবাদ জানান। তাঁদের অভিযোগ, ২০২১ সালের ভোটের পরে তাঁরা ঘরছাড়া হন। পরে ফিরেও মার খেতে হয়েছে। দিলীপ সিং পাশে দাঁড়াননি, উল্টে বাড়ি ছেড়ে থাকার পরামর্শ দেন বলে অভিযোগ কর্মীদের।

আরজি করে লিফটে যান্ত্রিক ত্রুটি না গাফিলতি? মৃত্যুরহস্যে তৎপর ফরেনসিক ও পুলিশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ মার্চঃ কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে মর্মান্তিক লিফ্ট দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘিরে ক্রমেই জটিল হচ্ছে তদন্ত। দমদমের বাসিন্দা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মাঠে নেমেছে পুলিশ ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। শনিবার হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ভবনে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেছে ফরেনসিক দল। লিফ্ট কীভাবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল, আদৌ কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কি না, নাকি মানবিক গাফিলতির ফল; তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাটি ঘটে ভোররাতে। অসুস্থ তিন বছরের সন্তানকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন অরূপ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রীও। অভিযোগ, ট্রমা কেয়ারের লিফ্টে ওঠার পর আচমকাই সেটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। একবার ডজ্ঞ পরের তলায় উঠে হঠাৎ বেসমেন্টে নেমে যায়। সেখানে দরজা খুললে স্ত্রী ও সন্তান বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেও অরূপ বেরোনোর আগেই দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর লিফ্ট উপরে উঠতে শুরু করলে দরজার ফাঁকে আটকে মারাত্মকভাবে জখম হন তিনি। পরিবারের অভিযোগ,

বেসমেন্টে লিফ্টের বাইরে থাকা লোহার গ্রিলের দরজা তালাবন্ধ ছিল। দীর্ঘ সময় ধরে চিৎকার করেও কোনও সাহায্য মেলেনি। দাবি, দ্রুত তালা ভাঙা হলে অরূপকে বাঁচানো সম্ভব ছিল। কিন্তু চাবি খোঁজার অজুহাতে দেরি হওয়ায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন তিন জন লিফ্টম্যান; মিলনকুমার দাস, বিশ্বনাথ দাস ও মানসকুমার গুহ;এছাড়াও নিরাপত্ত ারক্ষী আশরাফুল রহমান ও শুভদীপ দাস। শনিবার তাঁদের শিয়ালদহ আদালতে তোলা হবে এবং হেফাজতের আবেদন জানাবে পুলিশ। তদন্তে উঠে এসেছে আরও একাধিক গাফিলতির অভিযোগ। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, এমন লিফ্টের সামনে লিফ্টম্যান থাকা বাধ্যতা মূলক হলেও ঘটনার সময় সেখানে কেউ উপস্থিত ছিলেন না কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি, আগে থেকেই লিফ্টে কোনও যান্ত্রিক সমস্যা থাকলে কেন সেটি ব্যবহারযোগ্য রাখা হয়েছিল, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফরেনসিক দফতরের পদার্থবিদ্যা বিভাগের বিশেষজ্ঞরা লিফ্টের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করে দেখছেন। কোন তলা থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল, কোন বোতাম চাপা হয়েছিল, লিফ্টের গতিবিধি কেমন ছিল; সব কিছু বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। রবিবার জীববিদ্যা বিভাগের দল ঘটনাস্থলে গিয়ে আরও নমুনা সংগ্রহ করবে বলে জানা গিয়েছে। লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ ইতিমধ্যেই তদন্তভার গ্রহণ করেছে। অরূপের দেহের ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে একাধিক গুরুতর আঘাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর হাত, পা ও পাঁজর ভেঙে যায় এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গ;হৃদ্যন্ত্র, ফুসফুস ও যকৃত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ঘটনায় অরূপের স্ত্রীর বয়ান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ তিনিই একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যক্ষদর্শী। অনিচ্ছাকৃত হত্যার মামলা রুজু করে তদন্ত এগোচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও একাধিক বৈঠক করে ঘটনার রিপোর্ট স্বাস্থ্য দফতরে জমা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মর্মান্তিক এই ঘটনায় প্রশ্নের মুখে হাসপাতালের নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো। দ্রুত দোষীদের শাস্তি ও ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়াতে কঠোর পদক্ষেপের দাবি উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে।

প্রার্থী তালিকা ঘিরে বিজেপিতে অশান্তি, সল্টলেকে টানা দু'দিন বিক্ষোভে কর্মীরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রার্থী তালিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করে বিজেপির অন্দরে ক্ষোভ-বিক্ষোভ ক্রমশ তীব্র আকার নিচ্ছে। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অসন্তোষ দেখা গিয়েছিল। সেই ক্ষোভের আঁচ এবার সরাসরি পৌঁছেছে কলকাতায়। শুক্রবারের পর শনিবারও সল্টলেকের বিজেপির রাজ্য দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান বিভিন্ন এলাকার কর্মী-সমর্থকরা। শনিবার চাঁপদানি, কুলপি এবং জয়নগর-সহ একাধিক কেন্দ্রের বিজেপি কর্মীরা সল্টলেকে জড়ো হয়ে প্রার্থী বদলের দাবিতে সরব হন। বিশেষ করে চাঁপদানি কেন্দ্র থেকে দিলীপ সিং-কে প্রার্থী করায় তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন স্থানীয় কর্মীদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, ২০২১ সালের নির্বাচনের পর রাজনৈতিক হিংসার সময় তাঁরা বিপদের মুখে পড়লেও ওই প্রার্থী তাঁদের পাশে দাঁড়াননি। বরং এলাকা ছেড়ে থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন বলেও দাবি বিক্ষুব্ধদের। কর্মীদের আরও অভিযোগ, দিলীপ সিং স্থানীয় বাসিন্দা নন, তাঁর বাড়ি ডানকুনিতে। তা সত্ত্বেও তাঁকে চাঁপদানি থেকে প্রার্থী করা হয়েছে, যা মেনে নিতে পারছেন না তাঁরা। পাশাপাশি টাকার বিনিময়ে প্রার্থী নির্বাচন হয়েছে বলেও সরব হয়েছেন কয়েকজন বিক্ষোভকারী। শুধু চাঁপদানিই নয়, অন্যান্য কেন্দ্র নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। দক্ষিণ হাওড়া, বালি, নোয়াপাড়া, জগদ্দল-সহ একাধিক কেন্দ্রে প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কর্মীরা। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন দলের সঙ্গে যুক্ত ও মাঠে কাজ করা কর্মীদের উপেক্ষা করে বহিরাগত বা বিতর্কিত ব্যক্তিদের টিকিট দেওয়া হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে 'সেটিংয়ের রাজনীতি' বলেও কটাক্ষ করেছেন বিক্ষুব্ধরা। প্রসঙ্গত, শুক্রবারও বেলেঘাটা, এন্টালি, খড়্গাপুর, গোসাবা, খণ্ডঘোষ ও কুলপি-সহ বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের কর্মীরা সল্টলেকে এসে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। টানা দু'দিন ধরে একই ছবি সামনে আসায় বিজেপির অন্দরের অসন্তোষ যে গভীর, তা স্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা করলেও তাতে বিশেষ সাফল্য মেলেনি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য আগেই সতর্ক করে জানিয়েছিলেন, দল শৃঙ্খলার মধ্যে চলে এবং এ ধরনের আচরণ বরদাস্ত করা হবে না। তবুও বিক্ষোভ অব্যাহত থাকায় নেতৃত্বের উদ্বেগ বাড়ছে। এদিকে বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় বিক্ষুব্ধ কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি কর্মীদের আশ্বস্ত করেন যে তাঁদের বক্তব্য গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। কিন্তু প্রার্থী বদলের দাবিতে অনড় কর্মীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দাবি না মানলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন। সব মিলিয়ে, নির্বাচনের আগে বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘিরে যে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে, তা ক্রমশ প্রকাশ্যে চলে আসছে। এই পরিস্থিতি দ্রুত সামাল দিতে না পারলে নির্বাচনী লড়াইয়ে তার প্রভাব পড়তে পারে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

বড়সড় ভাঙন বালি বিজেপিতে, শতাধিক যুব মোর্চা কর্মী ও বুথ সভাপতিরা তৃণমূলে যোগ দিলেন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ মার্চঃ হাওড়ার বালি বিধানসভা কেন্দ্রে ভূমিপুত্রকে প্রার্থী করতে হবে। বহিরাগত কোনও প্রার্থীকে মানা হবে না। এই নিয়ে শুক্রবার রাতে প্রকাশ্যে আসে বিজেপির আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। প্রায় ৭০ জন বুথ সভাপতি এর প্রতিবাদে 'ইস্তফা' দেন। এর ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই শনিবার বালি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপিতে ভাঙনের ঘটনা প্রকাশ্যে চলে এলো। বালি কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্রের হাত ধরে এদিন বালিতে বিজেপি যুব মোর্চার প্রায় শতাধিক

ওদের দলের নিজস্ব বিষয়। তবে যাকে ওঁরা প্রার্থী করেছেন তিনি লালবাজারের হাতে গ্রেফতার হওয়া দুই দুস্কৃতিকে (সাট্টা ও ক্রিকেট জুয়ায় জড়িত থাকার অভিযোগ) সঙ্গে নিয়ে বালিতে ঘুরে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছেন। উল্লেখ্য, এদিন পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া ওই দুস্কৃতিদের সঙ্গে নিয়ে বালিতে বিজেপি প্রার্থীর প্রচারের ছবিও সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন কৈলাশ। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে কৈলাশ বলেন, বালির পাশাপাশি হাওড়া সদরের সবকটি বিধানসভাতেই দলের হয়ে প্রচার করব। শীঘ্রই ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়ের হয়ে

কর্মী সহ বেশ কিছু বুথ সভাপতি ও বুথ এজেন্টরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন কৈলাশ মিশ্র। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি, বালি ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি সুরজিৎ চক্রবর্তী, বালি ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী কবিতা হালদার, প্রাক্তন পুরপিতা রাজীব থামাং প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এদিন দুপুরে বালির বাদামতলায় দলের 'ওয়ার রুমে' আয়োজিত ওই সাংবাদিক বৈঠকে কৈলাশ মিশ্র আরও বলেন, বিজেপি কাকে প্রার্থী করবে সেটা

শিবপুরেও প্রচারে তিনি যাবেন বলে এদিন জানান কৈলাশ। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে কৈলাশ বলেন, যেদিন থেকে দল করছি আত্মবিশ্বাস সেদিন থেকেই আছে। দলে যে দায়িত্বই পেয়েছি, দলকে ১০০ু দলকে পারফরম্যান্স দিয়েছি। আমার আত্মবিশ্বাস এই জায়গায় ছিল যদি বিজেপি দল শুভেন্দু অধিকারীকেও বালি কেন্দ্র থেকে টিকিট দিত আমি কথা দিয়ে গেলাম তাঁকেও হারিয়ে দিতাম। উনি আমাদের বিরোধী দলনেতা ওনাকে সম্মান দিয়েই এই কথাটা বলছি। কারণ বালিতে বিজেপি কর্মীরাও জানে যদি কারও কাছে হেল্প চাইতে হয় তাহলে কৈলাশ মিশ্রের কাছেই তাঁরা আসে।

উত্তরপাড়ায় ইদের মঞ্চে রাজনৈতিক তরজা, মীনাক্ষীকে 'পরিযায়ী' কটাক্ষে তোপ দাগলেন কল্যাণ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ মার্চ ঃ ইদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের আবহেই উত্তরপাড়ায় জমে উঠল রাজনৈতিক উত্তাপ। শনিবার সকালে কোন্নগরে ইদের অনুষ্ঠানে গিয়ে সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়-কে নাম না করে 'পরিযায়ী প্রার্থী' বলে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে ভবিষ্যতের নির্বাচনের জন্য 'জায়গা ঠিক করে রাখার' পরামর্শও দেন তিনি, যা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। এদিন ইদ উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা কোন্নগরে উপস্থিত হন। সেখানে তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে সৌজন্য বিনিময়ও হয়। তবে পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধীদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, ‘বিজেপির কিছু নেই, সি পি এমের তো কিছুই নেই। ৩৪ বছর ধরে সিপিএম যা করেছে আর মুখ দেখানোর জায়গা নেই।' বাম প্রার্থী মীনাক্ষীকে নাম না করে তিনি বলেন, 'আর সব পরিযায়ী প্রার্থী। একবার এখানে দাঁড়াচ্ছে, একবার ওখানে দাঁড়াচ্ছে, হারছে। এবারে আবার সি পি এম প্রার্থীকে অনুরোধ করছি পরের বারের জন্য জায়গাটা ঠিক করে রাখুন।' অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় এদিনের অনুষ্ঠানকে সম্পূর্ণ সামাজিক ও সৌজন্যমূলক বলেই ব্যাখ্যা করেন। তাঁর কথায়, 'আজ ইদের দিন। তাই আজকে প্রচার নয়, সবাইকে ইদের শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিলাম। সি পি আই এম প্রার্থীর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় হল। আমি ওনাকে বললাম, ভালো থাকবেন। এটা ব্যক্তি বিশেষের লড়াই নয়, এটা লড়াইটা মতাদর্শের।' এখনও পর্যন্ত উত্তরপাড়া কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা না হওয়ায় সেই প্রসঙ্গেও তৃণমূলের তরফে কটাক্ষ শোনা যায়। শীর্ষণ্য বলেন, 'ওদের চলে এজেন্সি দিয়ে। ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স, এখন নির্বাচন কমিশন। আমি জ্ঞানেশ কুমারকে ইনভাইট করছি আপনি উত্তরপাড়ার প্রার্থী হন। আপনাকেও হারিয়ে দেব। কোনও ব্যাপার না।' এদিন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও সরব হন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করেন 'নির্বাচন কমিশন অফিসারদের বদলি করেছে। ওটা নিয়ে একটা মামলা হয়েছে। অগণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন কমিশন চলছে। ভারতবর্ষের সংবিধানকে সম্মান দিচ্ছে না। নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নির্দেশে কাজ করছেন। সংবিধানের উপরে আইনের উপরে কেউ নয়।' পাশাপাশি কটাক্ষের সুরে বলেন, 'মানুষের ভালো করাটাই সংবিধানের লক্ষ্য। আর তিনি সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। যে দল ওনাকে পাঠিয়েছে, সেই দলের কী করে ভালো হয়, সেই চিন্তাভাবনা নিয়ে এগোচ্ছেন। ভারতবর্ষের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আঘাত করা হচ্ছে।' রাজ্যের মানুষ এখনও তৃণমূলের সঙ্গেই রয়েছে বলেও দাবি করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি জনসমর্থন অটুট বলেও জানান সাংসদ। সব মিলিয়ে, উৎসবের দিনে সৌজন্যের আবহ থাকলেও উত্তরপাড়ার মাটিতে রাজনৈতিক তরজা যে ক্রমশ তীব্র হচ্ছে, তা এদিনের ঘটনাতেই স্পষ্ট।

ভোটের আগে সিইও দপ্তর স্থানান্তর 'শিপিং কর্পোরেশন' ভবনে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ মার্চ ঃ রাজ্যের নির্বাচনী ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ২১, নেতাজি সুভাষ রোডের বামারলরি ভবনের অধ্যায়ের অবসান ঘটতে চলেছে। দীর্ঘ প্রায় ১৮ বছর ধরে এখান থেকেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) দপ্তর স্থানান্তরিত হচ্ছে নতুন ঠিকানায়। সোমবার থেকেই এই দপ্তরের কাজ শুরু হবে 'শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া'-র ভবনে। সূত্রের খবর, নতুন অফিসের পরিকাঠামো আগের তুলনায় অনেকটাই উন্নত ও বিস্তৃত। কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরনো অফিসে কাজ করতে গিয়ে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। বামারলরি ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় অবস্থিত দপ্তরে জায়গার অভাব দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে একাধিক আধিকারিক ও কর্মীদের একসঙ্গে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ছিল। এই পরিস্থিতিতে বড় জায়গার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় প্রশাসনের তরফে। শুধু পরিকাঠামোগত সমস্যাই নয়, নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছিল পুরনো দপ্তরকে ঘিরে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে বামারলরি ভবনের সামনে বিক্ষোভ ও আন্দোলনের ঘটনাও ঘটেছে। বিশেষ করে এস আই আর প্রক্রিয়ার সময় দপ্তরের বাইরে উত্তেজনা তৈরি হওয়ায় নিরাপত্তা জোরদারের দাবি ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ একাধিক রাজনৈতিক মহল থেকে দপ্তর সরানোর দাবি জানানো হয়েছিল। এই সব দিক বিবেচনা করেই শেষ পর্যন্ত সিইও দপ্তর স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। নতুন দপ্তরটি কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীনস্থ হওয়ায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাও আরও মজবুত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ওই ভবনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও নিরাপত্তার দায়িত্ব তাদের হাতেই থাকবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, সিইও দপ্তর বর্তমানে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনেই পরিচালিত হয়।

বেআইনি দেশি মদ বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার মহিলা সহ ৩

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২১ মার্চ ঃ বিধানসভার নির্বাচনের আগে বড়সড় সাফল্য পেল আবার পুলিশ। এবার বেআইনি ভাবে দেশি মদ বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার তিন জয়নগরে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি সুব্রত মালাকারের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিম শুক্রবার রাতে জয়নগর থানার মিত্রগঞ্জ বাজার এলাকা থেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতরা হল সুশান্ত মন্ডল (২৮), বাড়ি জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশতের বেলিয়াডাঙা এলাকায় ও খোকন বৈরাগী (৩৮), বাড়ি জয়নগর থানার মনসাতলা এলাকায় অন্যদিকে বেআইনি ভাবে বাড়ি থেকে দেশী মদ বিক্রির অভিযোগে বৃহস্পতি সরদার (৩৫), নামে এক মহিলাকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ধৃতের বাড়ি জয়নগর থানার ঢোষা এলাকায়। এক মহিলা সহ ধৃত তিনজনকে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

পিছিয়ে পড়া সুন্দরবনের কুলতলিতে জয়ের লক্ষে বিজেপি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলতলি, ২১ মার্চ ঃ ডাবল ইঞ্জিন সরকার গড়তে, নারীদের অধিকার ফিরিয়ে আনতে, সুন্দরবন এলাকার উন্নয়নের কাজ করতে পিছিয়ে পড়া কুলতলিতে বিজেপি দল প্রার্থী করেছে লড়াকু মহিলা মাধবী মহলদারকে। কুলতলির জালবেড়িয়ার প্রাক্তন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক দলের দুস্কৃতিদের হাতে মার খেয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। আর তাই লড়াকু সৈনিককে আবার ভোটের ময়দানে নিয়ে এলো। আর তার নাম ঘোষণার পর দলীয় কর্মীদের নিয়ে জালাবেড়িয়ার মন্দিরে পুজো দিয়ে দেওয়াল লিখনের মধ্যে দিয়ে জনসংযোগে নজর দিয়েছে। নদী ঘেরা কুলতলির মৈপীঠ, কৈখালি এলাকায় গিয়ে মানুষের সাথে কথা বলছেন, পাশে থাকতে বলছেন। আর এব্যাপারে প্রার্থী বলেন, কুলতলি অবহেলিত। বাম আমলেও কোনো উন্নয়ন হয়নি। আর গত ৫ বছরে তৃনমূল কংগ্রেসের জমানায় দূর্নীতির আকড় হয়ে গেছে কুলতলি। গুন্ডাবাজী, মস্তানী, তোলাবাজি সবই প্রাধান্য পেয়েছে এখানে। আমি জানি মানুষ সুষ্ঠু ভাবে এখানে ভোট দিতে পারলে বিজেপির জয় নিশ্চিত।

ইভিএম ও ভিভিপ্যাট বণ্টন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ সম্পন্ন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ মার্চঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন ইভিএম ও ভিভিপ্যাট বণ্টন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ সম্পন্ন করেছে। কমিশন জানিয়েছে, ১ম পর্যায়ের র্যান্ডমাইজেশন ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট তালিকা রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, ইভিএম বণ্টন দুই ধাপে র্যান্ডমাইজেশনের মাধ্যমে করা হয়। প্রথম ধাপে জেলা স্তরের গুদাম থেকে এলোমেলো ভাবে ইভিএম বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে সেখান থেকে আবার এলোমেলো ভাবে নির্দিষ্ট বুথে ইভিএম পাঠানো হয়। নির্দেশ অনুযায়ী, প্রথম স্তরের পরীক্ষা (এফএলসি) উত্তীর্ণ ইভিএমগুলিকেই এই র্যান্ডমাইজেশন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জেলা নির্বাচন আধিকারিকরা রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। কমিশন জানিয়েছে, র্যান্ডামাইজ করা ইভিএম ও ভিভিপ্যাটের কেন্দ্রভিত্তিক তালিকা ইতিমধ্যেই জাতীয় ও রাজ্যস্তরের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের দেওয়া হয়েছে।এছাড়াও, এই ইভিএমগুলি সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের স্ট্রং রুমে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতেই সংরক্ষণ করা হবে। মনোনয়ন প্রক্রিয়া শেষ হয়ে প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর ২য় পর্যায়ের র্যান্ডা -মাইজেশন করা হবে এবং সেই তালিকাও প্রার্থীদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কমিশন।

বিশ্ব কবিতা দিবসে 'শুধু কবিতার জন্য', মহাবোধি সোসাইটি হলে কবিতার জোয়ার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ মার্চঃ কলকাতা, বিশ্ব কবিতা দিবসে কবিতার আবহে মুখরিত হলো মহাবোধি সোসাইটি হল। কৃষ্ণপুর নজরুল চর্চা কেন্দ্র ও কথাশিল্প আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠান; 'শুধু কবিতার জন্য'। এই সন্ধ্যার আয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল নজরুল গবেষণা কেন্দ্র 'ছায়ানট'। শনিবারের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বিশিষ্ট নজরুল সংগীতশিল্পী ও গবেষক সোমঋতা মল্লিক এবং বাচিকশিল্পী পীতম ভট্টাচার্য। প্রায় তিন ঘণ্টার এই দীর্ঘ আয়োজনে একক ও দলীয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন প্রায় ৬০ জন বাচিকশিল্পী। কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে উঠে আসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশের অমর সৃষ্টি; পাশাপাশি স্থান পায় সমকালীন কবিদের কবিতাও।

মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু শ্রীরামপুরের বিজেপি প্রার্থী ভাস্কর ভট্টাচার্যর

দুরন্তবার্তা, প্রীতম সাধুখাঁ, হুগলী, ২১ মার্চ ঃ বিজেপির দ্বিতীয় দফার তালিকা ঘোষণা হয় সেখানে শ্রীরামপুরে ভাস্কর ভট্টাচার্যকে প্রার্থী করা হয়। শুক্রবার বিজেপি প্রার্থী ভাস্কর ভট্টাচার্য মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে পুজো দিলেন। পুজো দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন যার জন্য আজ প্রার্থী হয়েছি, সেই জন্য প্রথম পুজো তার পায়ে অর্পণ করলাম। আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গ যেন পশ্চিমবঙ্গই থাকে বাংলাদেশে রূপান্তরিত না হয়, তার জন্যই ভারতীয় জনতা পার্টির এই লড়াই আমি সামিল হয়েছি। শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী তন্ময় ঘোষ সম্পর্কে বলেন উনি শ্রীরামপুরের ভূমি পুত্র নন। উনি বাইরে থেকে এসে যদি জগন্নাথ মন্দির সম্পর্কে কিছু বলেন, মানুষ অপমানিত বোধ করলে মানুষ বিচার করবে। আমি অপমানিত বোধ করছি। যারা শাসক দলের হয়ে এসেছে তারা শাসক দলের দুর্নীতির চাদরটা গায়ে দিয়েই এসেছে। তারা শাসক দলের দুর্নীতিকে সমর্থন করে এসেছে মানুষের কাছে। আমরা মানুষের কাছে দুর্নীতি মুক্ত সমাজ দুর্নীতিমুক্ত সরকার গড়তে এসেছি। মানুষ এর বিচার করবে।এসআইআর প্রসঙ্গে বলেন এই সরকার হাইকোর্টে এর আগে একাধিক বার আইনের থাপ্পড় খেয়েছে এবারও খাবে। শ্রীরামপুরে বহিরাগত প্রার্থী প্রসঙ্গে বলেন হয়তো শ্রীরামপুরে ওনাদের কোন নেতৃত্ব নেই কোন মুখ নেই। মানুষ জানিয়ে দিয়েছে শ্রীরামপুরে এবারে বিজেপি জিতছে সারা পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি জিতছে।

'বহিরাগত'কে সরিয়ে বালির 'ভূমিপুত্র' এমন কাউকে প্রার্থীর দাবিতে বিক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ মার্চ ঃ 'বহিরাগত' প্রার্থীকে সরিয়ে বালির 'ভূমিপুত্র' এমন কাউকে প্রার্থী করতে হবে। ব্যাপক বিক্ষোভ বিজেপির বৈঠকেই। শুক্রবার রাতের ওই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায়। অবিলম্বে বালির বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় সিংকে বদল করে এলাকার বাসিন্দা কোনও ভূমিপুত্র-কে প্রার্থী করতে হবে এমনই দাবি তোলেন বিজেপি কর্মীরা। বেলুড়ের রাখাল দাসের বাড়ির পার্টি অফিসে বিজেপি'র ওই বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। তাদের দাবি, বালি বিধানসভা কেন্দ্রে বহিরাগত প্রার্থী চলবে না। আর এই নিয়েই বিজেপির অভ্যন্তরীণ বৈঠকে এদিন উত্তেজনা ছড়ায়। বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে স্লোগান দেন কর্মীরা। এদিন একসাথে প্রায় ৭০ জন (বুথ প্রেসিডেন্ট সহ কার্যকর্তা) ইস্তফা দেন বলে জানা গেছে। তাঁরা জানিয়েছেন, দল তারা ছাড়বেন না। পার্টি অফিসেও আসবেন। কিন্তু বহিরাগত কাউকে প্রার্থী হিসেবে তাঁরা মানবেন না। ভোটেও কাজ করবেন না। বালির ভূমিপুত্র এমন কাউকে প্রার্থী করা হলে তবেই তাঁরা ভোটের কাজে নামবেন। এদিন এই বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় সিং বলেন, 'ওরা (বিক্ষোভ যারা দেখাচ্ছেন) বালির ভূমিপুত্র'কে প্রার্থী হিসেবে চাইছেন এমন বিষয় আমি জানিনা। ওরা আমাদের কাছে এলে নিশ্চয়ই এর উত্তর দেব। ওরা আমাদের দলেরই কর্মী। যার যা অভিযোগ আছে আমার কাছেই এসে ওরা জানাবে। ওদের চিন্তা আমি করব। এটা কোনো বড়ো ব্যাপার নয়। একটা বাড়িতে যদি বেশি বাসন থাকে বাসনগুলোতে আওয়াজ হয়। কিন্তু বাসনগুলো ভেঙে যায়না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।' অন্যদিকে, এই বিষয়ে বালির তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৈলাস মিশ্র বলেন, এটা বিজেপি'র আভ্যন্তরীণ বিষয়। এই বিষয়ে কিছু মন্তব্য করতে চাইনা। তবুও বলতে পারি এলাকার কেউ প্রার্থী হোক এটাই সাধারণ কর্মীরা চায়। বহিরাগতকে কেউ প্রার্থী হিসেবে চায়না।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণ ও 'ভাষা রত্ন' আন্তর্জাতিক প্রশস্তি পুরস্কার ২০২৬

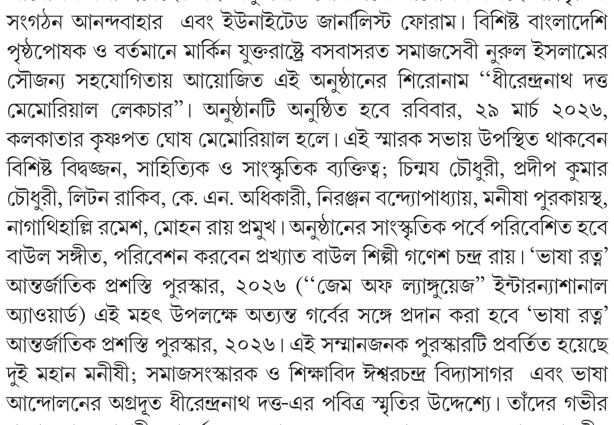

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ মার্চ ঃ বাংলাদেশে বাংলা ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অন্যতম প্রধান স্থপতি, মহান ভাষাসংগ্রামী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পবিত্র মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক বিশেষ স্মারক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করছে সাংস্কৃতিক সংগঠন আনন্দবাহার এবং ইউনাইটেড জার্নালিস্ট ফোরাম। বিশিষ্ট বাংলাদেশি পৃষ্ঠপোষক ও বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সমাজসেবী নুরুল ইসলামের সৌজন্য সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের শিরোনাম ''ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মেমোরিয়াল লেকচার''। অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে রবিবার, ২৯ মার্চ ২০২৬, কলকাতার কৃষ্ণপত ঘোষ মেমোরিয়াল হলে। এই স্মারক সভায় উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব; চিন্ময় চৌধুরী, প্রদীপ কুমার চৌধুরী, লিটন রাকিব, কে. এন. অধিকারী, নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, মনীষা পুরকায়স্থ, নাগাথিহাল্লি রমেশ, মোহন রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে পরিবেশিত হবে বাউল সঙ্গীত, পরিবেশন করবেন প্রখ্যাত বাউল শিল্পী গণেশ চন্দ্র রায়। 'ভাষা রত্ন' আন্তর্জাতিক প্রশস্তি পুরস্কার, ২০২৬ (''জেম অফ ল্যাঙ্গুয়েজ'' ইন্টারন্যাশানাল অ্যাওয়ার্ড) এই মহৎ উপলক্ষে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে প্রদান করা হবে 'ভাষা রত্ন' আন্তর্জাতিক প্রশস্তি পুরস্কার, ২০২৬। এই সম্মানজনক পুরস্কারটি প্রবর্তিত হয়েছে দুই মহান মনীষী; সমাজসংস্কারক ও শিক্ষাবিদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং ভাষা আন্দোলনের অগ্রদূত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত-এর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে। তাঁদের গভীর প্রজ্ঞা, মানবতাবাদী আদর্শ এবং ন্যায় ও সত্যের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান ভারতীয় উপমহাদেশের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে এবং মানবিক মূল্যবোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মাননা সেই সকল ব্যক্তিত্বদের প্রদান করা হয়, যাঁদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং প্রগতিশীল সামাজিক চিন্তাধারায় অসামান্য অবদান সমাজকে অনুপ্রাণিত করে এবং মানবতার আদর্শকে আরও শক্তিশালী করে। পুরস্কার নির্বাচনী কমিটির বিবেচিত সুপারিশের ভিত্তিতে এবং সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জনচিন্তায় তাঁদের অসাধারণ ও দীর্ঘস্থায়ী অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'ভাষা রত্ন, আন্তর্জাতিক প্রশস্তি পুরস্কার ২০২৬' প্রদান করা হবে দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে; নাগাথিহাল্লি রমেশ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কন্নড় কবি, চিন্তাবিদ, কৃষক, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং সমাজ ও রাজনৈতিক চেতনার সক্রিয় কর্মী; বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক, ভারত। মনীষা পুরকায়স্থ বাংলা ভাষা আন্দোলনের অগ্রদূত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের কন্যা। অনুষ্ঠান সমন্বয় এই অনুষ্ঠানের সার্বিক সমন্বয় করছেন প্রবাল কুমার চক্রবর্তী, সুমিত পালিত এবং আফ্রিনা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১১০ সংখ্যা, রবিবার, ৭ চৈত্র, ১৪৩২

সাহিত্যিক বিমল মিত্র

কেরালার এক কাগজে বিমল মিত্রের ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশিত হওয়া শুরু হলে,কাগজটার উত্থান হয় ধুমকেতুর গতিতে। এক লাফে সেই কাগজের প্রচার সংখ্যা আশাতীত ভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রটোকলের তোয়াক্কা না করে পাকিস্তানের উর্দু ম্যাগাজিনে বিমল মিত্রের উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কেরালের গাঁয়ে কথকরা বিমল মিত্রের গল্প বলে বেড়াত আর হিন্দি সেখানে তিনি পাঠকদের হৃদয়েশ্বর ছিলেন। বহু পাঠক জানতেন না তিনি লিখছেন বাংলায় এবং সেটা হিন্দিতে অনুবাদ হয়েছে। বোধহয় শরৎচন্দ্রের পরে বিমল মিত্র সেই বাঙালি লেখক যিনি প্রায় অর্ধেক শতক গোটা ভারত জয় করেছেন কলমের জোরে। পাঠকের রায়ে বিমল মিত্রের সেরা উপন্যাস সাহেব বিবি গোলাম, যদিও নিজে স্বয়ং মনে করতেন তাঁর সেরা সৃষ্টি কড়ি দিয়ে কিনলাম, বলতেন এই বইটা লেখার জন্য ছাত্রবস্থা থেকে অপেক্ষা করেছেন। বিমল মিত্র জন্ম নিয়েছিলেন মৌনী অমাবস্যায় সমস্ত জীবনে মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন, কখনও প্রচার চাননি। তাঁর কড়ি দিয়ে কিনলাম নিয়ে কত কাণ্ড। একজন লেখক বলেছিলেন প্রকাশককে বইটা ছাপছে কিন্তু পাঁচশো কপিও বিক্রি হবে না। তবে এসব নেতিবাচক বিষয় তিনি কখনও গায়ে মাখতেন না। সবসময় বলতেন, অনুকূল পরিবেশের চেয়ে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই আমার একাগ্রতার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। তিনি বিশ্বাস করতেন সাহিত্যের রসাস্বাদনের জন্য ইতিহাসবোধ অত্যন্ত জরুরী। তাঁর অমর সৃষ্টি 'বেগম মেরী বিশ্বাস', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'একক দশক শতক' ও ' চলো কলকাতা'। এছাড়াও তাঁর বেগম মেরি বিশ্বাস' এবং আসামি হাজির-ও উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। ভারতবর্ষের উপন্যাস সম্রাট হয়েও বিমল মিত্রের ভাগ্যে আকাডেমি পুরস্কার জোটেনি। বলতেন, অনেক লেখকের যোগ্যতা থাকলেও তারা নোবেল পাননি। আবার এমন লেখক নোবেল পেয়েছেন যাঁর নাম পাঠক কখনও মনে করতে পারবেন না। অর্থাৎ পাঠকদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল না। বিমল মিত্র ইতিহাস আশ্রিত বিষয় ভিন্ন লিখতে পারেন না, সমালোচনা ছিল বিদগ্ধ মহলে। যোগ্য জবাব দিলেন সমকালীন বিষয় নিয়ে ক্লাসিক উপন্যাস 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' । নিজে নিজের লেখার পাঠক হতেন, সেই পাঠকের সঙ্গে তিনি আলোচনা করতেন, সহজ কথা লেখকদের সবচেয়ে দরকার আত্মবিশ্বাস। আমি যা লিখব দুনিয়ার কারও কলম থেকে যেন সেই লেখা না বের হয়। সেই আত্মবিশ্বাস তাঁর মধ্যে ছিল বলে আজও তাঁর প্রয়াণের পরেও তিনি জনপ্রিয় লেখক। কিন্তু এত কিছু লিখছেন তাঁর সাহিত্যের মূল সুর কি! সোজা উত্তর, এই অর্থসর্বস্ব সমাজ ও সভ্যতাকে বারবার আক্রমণ করেন। রেলের অ্যান্টি- কোরাপশন বিভাগে চাকরি করতেন এবং বেশ কিছু লোককে জেলে পাঠিয়েছেন। সন্দেহ,সততার অভাব তাঁকে ভীষণ বিচলিত করত। এক সময়ে আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সবাই বিলম মিত্রে বই উপহার দিত। বাধ্য হয়ে নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়- 'আর বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম লওয়া হইবে না'।

ভোট যুদ্ধে নাজেহাল

রাজনীতি মানে কি শুধুই ধান্দাবাজী..? বিরোধী দল বা সাংবাদিকদের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে নেতাদের মুখে হামেশাই যে কথাটা শোনা যায় তা হলো, 'এটা নিয়ে রাজনীতি করবেন না।' কথাটায় মিশে থাকে একটা ক্ষেদ যার অন্তর্নিহিত অর্থ 'রাজনীতি' করা খুব একটা ভাল বিষয় নয়। পৃথিবীতে আর কোন জায়গায় এরকম নিদর্শন আছে কি যে তাঁকে কোনও ব্যক্তি নিজের কাজের ক্ষেত্র সম্পর্কে এমন নেতিবাচক ভঙ্গিমায় কথা বলেন? কোনও শিক্ষক বা অধ্যাপককে কখনও বলতে শুনেছেন...... এটা নিয়ে শিক্ষকতা বা অধ্যাপনা করবেন না? কোনও চিকিৎসক কি বলেন; এটা নিয়ে ডাক্তারি করবেন না? কোনও চাষি, কোনও আইনজীবী, কোনও শ্রমিক......? বলেন না, কিন্তু রাজনীতিকরা বলেন। রাজনীতির জগৎটা সম্পর্কে ভারতীয় সমাজের ক্রমাগ্বয়ে তৈরি হতে থাকা নেতিবাচক মানসিকতার প্রমাণ মেলে এ সব মন্তব্যে। রাজনীতিতে, নীতি বা আদর্শের কোনও স্থান নেই, বৃহত্তর স্বার্থের কোনও বালাই নেই, সবই নেতাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির খেলা; এইরকম একটা ধারনা তৈরি হয়ে রয়েছে গোটা দেশেই। আর তার জন্য দায়ী কতিপয় অর্ধশিক্ষিত রাজনীতিক, স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা ভোটে টিকিট পাওয়ার জন্য যারা জার্সি বদল করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না । একদম সস্তা স্তরে নামিয়ে এনেছেন রাজ্য বা জাতীয় রাজনীতিকে।

রাজনীতিতে আয়া রাম গয়া রামদের কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই? ভদ্রলোকটির আসল নাম অবশ্য গয়ালাল। ১৯৬৭ সালে হরিয়ানার হাসানপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জেতার ১৫ দিনের মধ্যে গয়ারাম কংগ্রেসে যোগ দিয়ে বার তিনেক দল বদল করে ফের ফিরে এসেছিলেন কংগ্রেসে। তখন রোজই প্রশ্ন করা হত গয়ারাম আজ কোন দলে! ১৫ দিন পর হরিয়ানার কংগ্রেস নেতা রাও বীরেন্দ্র সিং সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করেছিলেন, 'গয়া রাম এখন আয়া রাম' মানে তিনি ফের কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন। সেই থেকে দল বদলুদের রাজনীতির দুনিয়ায় আয়ারাম গয়ারাম বলেই সম্বোধন করা হয়। রাজনীতিতে ইদানিং এনাদেরই বাজার। আর আফসোষের কথা, আগামী দিনে ভোটে জিতিয়ে এদের হাতেই তুলে দেওয়া হবে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা। গণতন্ত্রের কি মহিমা বাবা..... ! সবাই ভোট নিয়ে বিরক্ত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। যেভাবে ভোট নিয়ে রোজই রাস্তা বন্ধ থেকে শুরু করে মিছিল মিটিং এবং কানের কাছে ভোট দেওয়া নিয়ে জোরদার প্রচার চলছে তাতে শান্তিতে রাস্তায় চলাফেরা করাটাই একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ছে। কোন প্রার্থীকে ভোট দেবে জনগণ সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। সেখানেও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে দিয়েছে বেশ কিছু রাজনৈতিক স্বার্থবাদী লোকেরা।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মা'ই জ্ঞান শক্তিদায়িনী। বিদ্যাং শক্তিদায়িনী। সৎ ধর্ম শক্তিদায়িনী। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির কথা বলতেন অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি দেন।

স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ প্রতিষ্ঠা করতেই মাস্টারদা সূর্য সেন ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে যুদ্ধ চালান

রবীন্দ্রকুমার শীল

(ভারতের সশস্ত্র সংগ্রাম যখন ব্যর্থ হতে শুরু করে দিয়েছে। বিপ্লবী অরবিন্দ, বাঘা যতীনের বিপ্লবী আন্দোলন মাথা চাড়া দিতে পারেনি, তখনই চট্টগ্রামে মাস্টারদা নেতৃত্বে গড়ে উঠল যুব সেনা বাহিনী। সেই যুব সেনা বাহিনীতে যোগদান করেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার থেকে শুরু করে গণেশ ঘোষ সহ আরও অনেকে। তাদের একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল ভারতকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করা। চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করে সেখানে স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করা। মাস্টারদার লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ রাজশাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করে একটি গণতান্ত্রিক শাসিত দেশে পরিণত করা। তার জন্য তিনি চট্টগ্রামের যুবকদের নিয়ে সামরিক বাহিনী তৈরি করেন। তারা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে যেভাবে জীবন দান করেছেন তা ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে)

চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ, জালালাবাদের যুদ্ধের প্রায় তিন বছর বাদে ১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি আত্মগোপনকারী চট্টগ্রামের গৈরালা গ্রামে মাস্টারদা সূর্য সেন ধরা পড়ে গেলেন ব্রিটিশ সেনাদের হাতে। ১১ মাস ধরে বিচার চলেছিল। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি তাঁর ফাঁসি হয়। ফঁসি হবে জেনেও তিনি জেলে বসে গোপনে রাজনৈতিক সঙ্গীসাথীদের নির্দেশ দেওয়া থেকে শুরু করে পরিবারের আত্মীয় স্বজনের সান্ত্বনা বার্তা দিয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে পরিবারের কারোর দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। দাদা, বউদি এবং ভাইদের সঙ্গে তিনি চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করেছেন। সেই সব চিঠিগুলি মূল্যবান। সেই সব চিঠি থেকে তাঁর বিপ্লবী দর্শনের পরিচয় মেলে। আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবীদের কাজকর্ম তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তারপরে রয়েছেন ভগৎ সিং। তাঁর ড্যান ব্রিন, ডি ভ্যালেরা, মাইকেল কলিন্সর মতো আইরিশ নেতারা ছিলেন তাঁর আদর্শ। তিনি আবার ভারতের বিপ্লবী নেতা ভগৎ সিং-এর পথকে অনুসরণ করেছিলেন। আইরিস রিপাবলিকান আর্মি এবং হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি'র মতো চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা দলের নাম রাখলেন 'ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'। ১৮ এপ্রিল ছিল আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য তারিখ- 'ইস্টার বিদ্রোহের দিন'। ইস্টার বিদ্রোহের মতো চট্টগ্রামেও একটি সশস্ত্র বিপ্লদের দিন ঠিক হল- ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ সাল। মাস্টারদা সূর্য সেন বিশ্বাস করতেন সশস্ত্র অভ্যুত্থান দেশকে স্বাধীনতা পথ দেখাবে। এই বিশ্বাসের ওপরে নির্ভর করে ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল 'ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'র ৬৪ জন সৈনিক সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম থেকে আশি মাইল দুরে অবস্থিত ধূম এবং লাঙ্গলকোট স্টেশনর যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিযেছিল। সূর্য সেনের সেনারা তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি দল অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে টেলিগ্রাম এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ধ্বংস করে। গণেশ ঘোষ এবং অনন্ত সিং এর দ্বিতীয় দলটি পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগার এবং ব্যারাক দখল করে। লোকনাথ বল এবং নির্মল সেনের দলটি ইংরেজ অক্সিলিয়ারি ফোর্সে অস্ত্রাগার দখল

হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন প্রকারান্তরে একটি সামরিক সংগঠন ছিল। এই সংস্থার একটি শাখা সংগঠনের নাম ছিল 'হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি'। চন্দ্র শেখর আজাদকে এই বিভাগের সামরিক অধ্যক্ষ করা হয়েছিলেন। মাস্টার দা সূর্য সেন এই রকম একটি সংগঠন তৈরি করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন।

করে। চতুর্থ দলটি গিয়েছিল ইউরাপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে। গুটফ্রাই ডে থাকার ফলে সাহেবরা অনেকেই সেদিন ক্লাবে আসেনি। রাত দশটায় অভ্যুত্থান শুরু হয়েছিল। এক ঘন্টার মধ্যে চট্টগ্রাম শহর দখল করে নেয় 'ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'। পুলিশ লাইনের টিলার ওপরে সমস্ত ছোট ছোট দলগুলি সমাবেত হতে থাকে। জেলা কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামের জেটি এলাকার একটি অস্ত্রাগার থেকে মশিনগান নিয়ে এসে ওয়াটার ওয়ার্কর্স ভবনের ছাদের ওপর থেকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু গুলি ফুরিয়ে যেতে তারা নিচে নেমে আসে। শত্রু পক্ষ নিস্তব্ধ হয়ে গেলে সূর্য সেন সাময়িক বিপ্লবী গণতন্ত্রী সরকার গঠন করে একটি ঘোষণাপত্র তৈরি করেন। সেই ঘোষণাপত্রে চট্টগ্রামের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সপক্ষে বলা হয়েছিল,'' চট্টগ্রাম ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র অংশ। তবুও আশা ভরসা করা যায় আজকের জয় ব্রিটিশ দস্যুর কবল থেকে অচিরেই ভারতমাতাকে মুক্ত করবার জন্য ভারতবাসীকে সারা দেশে অনুরূপ বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করবার উৎসাহ ও প্রেরণা দেবে।'' প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহ করার পর বাকি সব কিছুতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়ছিল। সেই আগুন একজন বিপ্লবী সেনার গায়ে লাগলে তাকে নিরাপদ স্থানে রাখতে গিয়ে গণেশ ঘাষ, অনন্ত সিংহ, জীবন ঘোষাল এবং আনন্দ গুপ্ত মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এদিকে সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী এবং লোকনাথ বল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে পুলিশ লাইন থেকে সরে গিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করবেন। প্রথমে এসে উপস্থিত হল নাগরখানা পাহাড়। তারপরে ফতেয়াবাদ পাহাড়। ১৮ তারিখ থেকে বিপ্লবীদের পেটে কিছুই পড়েনি। তারপরে ২১ তারিখে অভুক্ত বিপ্লবী সেনারা রাতের বেলায় খিচুড়ি খেয়েছিল। সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল রাতেই শহর আক্রমণ করবে। কিন্তু পাহাড় থেকে নামতে দেরি হওয়াতে শহর আক্রমণ করা যায়নি। ২২ তারিখে জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে বিপ্লবীরা। দুপুর থেকেই ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে তুমুল লড়াই শুরু হল জালালাবাদ পাহাড় ঘিরে। ১২ জন বিপ্লবী সেনা নিহত হল। তারপরে ফাঁক বুঝে বিপ্লবীরা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে গ্রামে শহরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আহত বুন্ধদের নিরাপদে পাঠিয়ে ক্লান্ত বেং ক্ষুধার্ত ১৬ জন সঙ্গীদের নিয়ে ২৩ এপ্রিল নেয়াপাড়ায় তাঁর নিজের বাড়িতে এসেছিলেন সূর্য সেন। সেখানে দাদা চন্দ্রকুমার এবং বেউদি বিরাজমোহনীর সহযোগিতায় আহার গ্রহণ করে বেশভূষা পরিবর্তন করে গোপন আশ্রয়ে চলে গিয়েছিলেন। সূর্য সেন উপস্থিত বুদ্ধি খুবই ধরতেন। সেই উপস্থিত বুদ্ধি এবং সাহসের ওপরে ভড় করে তিনি তিন বছর নিজেকে আত্মগাপন করে রাখতে পেরে ছিলেন। সূর্য সেনকে ধরবার জন্য বাঘা বাঘা গোয়েন্দা নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁর মাথার দাম ধরা হয়েছিল দশ হাজার টাকা। মেধা শক্তি, বুদ্ধি এবং অদম্য সাহসের ওপরে ভর করে তিনি তিন বছর গা ঢাকা দিয়ে থাকেন। পলাতক জীবন তাঁর কাছে নতুন নয়। ১৯২৪ সালে মাস্টারদা আড়াই বছর আত্মগোপন করেছিলেন। সেই সময়ে তিনি আসাম ,বাংলা এবং যুক্ত প্রদেশের বহু স্থান ঘুরে বেড়ান। এবারে কিন্তু গেরিলা আক্রমণ করে বুদ্ধি করে ব্রিটিশ সেনাাদের চোখে ধুলো দিতে শুরু করে দিয়েছেন। ৬ মে ১৯৩০ সালে শহরের ইউরাপীয়ান কোয়ার্টার আক্রমণের উদ্দেশ্যে ছয় বিপ্লবী গিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কালারপোল সেতুর কাছে জুলদা গ্রামে ব্রিটিশ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। চারজন বিপ্লবী নিহত হলেন। গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত এবং জীবন ঘোষাল এবারে ফরাসি চন্দননগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ২৮ জুন ১৯৩০ বিপ্লবী অনন্ত সিং নিজস্ব কারণে আত্মসমর্পন করেন। এবারে সূর্য সেন লোকনাথ বলকে ফরাসির চন্দননগরে পাঠালেন বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করতে। ব্রিটিশ পুলিশ আগে থেকে খবর সংগ্রহ করতে রেখেছিল। তার ফলে ৩১ আগস্ট ১৯৩১ সালে ব্রিটিশ পুলিশ বিপ্লবীদের গ্রেফতার করতে আক্রমণ করে। জীবন ঘোষণা নিহত হলেন। আনন্দ গুপ্ত আহত হন। গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল এবং আনন্দ গুপ্তকে চট্টগ্রাম কারাগারে। শুরু হল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা। ১৩ জুন ১৯৩২ সাল ধলঘাট গ্রামে আশ্রয় আক্রমণ করেছে ব্রিটিশ ফৌজ। সংঘর্ষ তীব্র হয়েছিল সেখানে নিহত হলেন ফৌজের ক্যাপ্টেন ক্যামারন। নিহত হলেন মাস্টারদার পাশে থাকা বন্ধু নির্মল সেন। ১৯৩২ সালে ২৪ সেপ্টেম্বর প্রীতিলতার নেতৃত্বে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করা হল। প্রীতিলতা শহিদ হলেন। একে এক তাঁর প্রিয় বিপ্লবীরা চলে যেতে শুরু করে দিয়েছে। তাতেও তিনি বিচলিত হননি। কেন চট্টগ্রাম বিদ্রোহের প্রয়োজন পড়ল তার ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছেন। ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির কর্মকাণ্ড ধামাচাপা দিয়ে ফেলবে ইংরেজ শাসক। স্বাধীন চট্টগ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠা কারণ জানান

'চট্টগ্রামের আকাশে আজ সূর্যোদয়ের দিন'

রবিব্রত ঘোষ

'আমার শেষ বাণী- আদর্শ ও একতা। ফাঁসির রজ্জু আমার মাথার উপর ঝুলছে। মৃত্যু আমার দরজায় করাঘাত করছে। মন আমার অসীমের পানে ছুটে চলেছে। এই তো আমার সাধনার সময়। এইতো আমার মৃত্যুকে বন্ধুর মতো আলিঙ্গন করার সময়, হারানো দিনগুলোকে নতুন করে স্মরণ করার সময়। আমার ভাইবোনগণ, তোমাদের সবার উদ্দেশ্যে বলছি, আমার এই বৈচিত্রহীন জীবনের একঘেয়েমিকে তোমরা ভেঙে দাও, মুগ্ধ করত'। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির মানুষের সঙ্গেও নিবিড় সম্পর্ক ছিল মাস্টারদার। জালালাবাদ যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষেরা অনেক বিপ্লবীদের আত্মগোপনে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন আন্তরিকতার সাথে। আক্রান্ত অবস্থায় অম্বিকা চক্রবর্তীকে উদ্ধার করে সেবা সুশ্রুষার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলেন হোসেন আলী, ব্যাপক পুলিশি ধরপাকরের সময় কামালউদ্দিন তার বাড়ির বাঁধানো কবরের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন মাষ্টারদাকে।

আমাকে উৎসাহ দাও। এই আনন্দময়, পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য কী রেখে গেলাম? শুধু একটি মাত্র জিনিস, তা হল আমার স্বপ্ন। একটি সোনালী স্বপ্ন। স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। এক শুভ মুহূর্তে আমি প্রথম এই স্বপ্ন দেখেছিলাম। উৎসাহ ভরে সারাজীবন তার পেছনে উন্মত্তের মতো ছুটেছিলাম। জানি না, এই স্বপ্নকে আমি কতটুকু সফল করতে পেরেছি।

আমার মৃত্যুর শীতল স্পর্শ যদি তোমাদের মনকে এতটুকু স্পর্শ করে, তবে আমার এই সাধনাকে তোমরা তোমাদের অনুগামীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিও, যেমন আমি তোমাদের দিয়েছিলাম। বন্ধুগণ, এগিয়ে চলো। কখনো পিছিয়ে যেও না। দাসত্বের দিন চলে যাচ্ছে। স্বাধীনতার লগ্ন আসন্ন। ওঠো, জাগো। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।'

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিলের চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কথা কোনদিনও ভুল না। জালালাবাদ, জুলধা, চন্দনগর ও ধলঘাটের সংগ্রামের কথা সব সময়েই মনে রেখো। যে সব বীর সৈনিক স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের নাম মনের গভীরে রক্তাক্ষরে লিখে রেখো। আমার একান্ত অনুরোধ এই সংগঠনকে তোমরা কোনোদিনই ভেঙে দিওনা। জেলের বাইরে ও ভেতরে সবার জন্য আমার আশীর্বাদ ও ভালোবাসা রইল। একটা চিঠির অংশ এবং চিঠিটি খুবই বিখ্যাত। লেখক মাস্টারদা সূর্যসেন। তার ফাঁসির পাঁচ ছয় ঘন্টা আগে চিঠিটা লিখেছিলেন। মৃত্যু চিন্তা নিয়ে যতই রোম্যান্টিসিজম করা হোক না কেন, তাবড় শিরদাঁড়াও ম্রিয়মান হয়ে আসে সময়কালে। ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মাস্টারদা লিখছেন,মৃত্যু আমার দরজায় করাঘাত করছে। মন আমার অসীমের পানে ছুটে চলেছে। কেবল কেউ কেউ শূন্যের মধ্যে অসীমকে খুঁজে পান। কেউ কেউ সমস্ত স্তব্ধ বিশ্বাসঘাতক সময়েও নিজের আদর্শকে শাশ্বত বিশ্বাসের মতোই প্রোথিত করেন। আর লিখছেন, আমার এই বৈচিত্রহীন জীবনের একঘেয়েমিকে তোমরা ভেঙে দাও, আমাকে উৎসাহ দাও। চূড়ান্ত বিপ্লবী প্রেমিকই এমন উৎসাহের মাধুকরী করে। একজন শিক্ষকের শেষ জবানিতে প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের থেকে এটুকু গুরুদক্ষিণাই তো লেখা থাকে। আমার এই সাধনাকে তোমরা তোমাদের অনুগামীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিও। কারণ বিপ্লব স্রোতবান, তাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সে বহতা। মাস্টারদার বিপ্লব অস্ত্রাগার দখলের ঊর্ধ্বে এক সাধনা, যে সাধনার হাল কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতার মতো ঋজু শিষ্যরা ধরে রেখেও ছিলেন। হ্যাঁ এটাই মাস্টারদা সূর্যসেনের পরিচয়। বিপ্লবী আনন্দ গুপ্ত স্মৃতি চারণ করছেন 'মাস্টারদা তার অনু গামীদের শ্রদ্ধা অর্জন করতেন কোন বাহ্যিক চাকচিক্য দিয়ে নয়, তার ভিতরে এমন এক স্বচ্ছ আন্তরিকতা ছিল যা কর্মীদের

মাস্টারদা বুঝেছিলেন ব্রিটিশ শাসকদের পরাক্রমের জোরটা মুলত তারা বুঝে নিয়েছে এদেশের বেশিরভাগটাই পুরাকাল-পরকালের গল্প বুকে চেপে বাঁচে, ফলে এদের এককাট্টা হওয়াটাই হয়ে ওঠে না। দ্বিতীয়ত কামান কিংবা বন্দুকের সামনে খালি বুক পেতে বীরের মৃত্যুলাভ করার মতো যারা সাহসী, তাদের সম্পর্কে লোকে গল্প করে, শিহরণ অনুভব করে কিন্তু ঐ জীবন অনুসরণ করা যায় না। সিংহসদৃশ হৃদয়ের কাহিনীতে দেশের লোকের মনে পাল্টে দেবার আশা সঞ্চারিত হয় না - কারণ ওভাবে সবাই বুক পাতে না, পাতবে না। এখানেই ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের ইতিহাসে সূর্য সেনের গুরুত্ব, তিনি শুধু পিস্তল ধরতেই শেখান নি, কার্যত মনের কোনে শাসক সম্পর্কে যে ভয় থাকে তাকেই দুরমুশ করে দিয়েছেন।

আঘাত হানতে হবে এমনভাবে যেটাকে কৌশল হিসাবে অন্যত্র কিংবা প্রায় সর্বত্র অনুসরণ করা যায়, স্থানভেদে বারে বারে প্রয়োগ করা যায়। যেটা নিজেরা রপ্ত করে অন্যদের শেখানো যায় - এই জন্যেই সাইকেল চেপে ঘোরা মানুষটি আর শুধু সূর্য সেন থেকে মাস্টারদা হয়ে ওঠেন।

ব্রিটিশরা ভারতীয়দের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে এতটাই নিশ্চিত ছিল যে ভাবতেই পারেনি তাদের অস্ত্রাগারে হামলা হতে পারে! ঠিক সেই কারণেই ইংরেজের বিরুদ্ধে বন্দুক হাতে জনগণকে সশস্ত্র করে তুলতে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার হলো লক্ষ্য - সাদা চামড়া আর লুঠেরা সভ্যতার অহমিকায় মত্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গালে সপাটে চড় মেরে সেদিন গেরিলারা শুধু অস্ত্রাগারই আক্রমন করেননি - চট্ট গ্রামকে মুক্তাঞ্চলেও পরিণত করেছিলেন। জালালাবাদের পাহাড়ে মেশিনগানের সামনে ঐ লুঠ করা বন্দুক হাতে নিয়েই ওদেরই অস্ত্রে ওদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন - হারিয়ে দিয়েছিলেন!

সূর্যসেনের বিপ্লবী আনা আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। পারিবারিক বন্ধনকে তুচ্ছ করে দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা। প্রতিমুহূর্তে ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা যেকোনো সময় মৃত্যু অবধারিত। তার মধ্য দিয়েও বীরত্ব মেশানো শান্তভাবে এগিয়ে চলা। অসম্ভব অত্যাচার সহ্য করা।

এই সবকিছু নিয়েই সূর্যসেন। আমাদের একটা লজ্জা ছিল তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই লজ্জার দায়ভার আজও আমাদের বহন করে নিয়ে যেতে হচ্ছে কারণ আমরা কেউই মনে রাখতে পারিনি মানুষটির জন্মদিনের কথা। ২২ বাইশে মার্চ তার জন্মদিন ক'জন সে কথা মনে রেখেছেন?

উন্নয়নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে কৃষি ব্যবস্থাকে সুস্থ করা হোক

অনিকেত নস্কর

চুক্তির পাতায় কৃষি;অর্থনীতির সুযোগ না কৃষকের অজানা আশঙ্কা? ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সাম্প্রতিক বাণিজ্যিক সমঝোতার আলোচনায় কৃষিপণ্য প্রথমবারের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাওয়ায় নতুন করে একাধিক প্রশ্ন সামনে এসেছে। এতদিন পর্যন্ত প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, পরিষেবা বা শিল্পপণ্যের ক্ষেত্রেই এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিস্তার ঘটেছিল, কিন্তু কৃষিক্ষেত্রকে এই সমীকরণের কেন্দ্রে নিয়ে আসা নিঃসন্দেহে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। এই পরিবর্তনকে কেউ দেখছেন সম্ভাবনার দিগন্ত হিসেবে, আবার কেউ দেখছেন উদ্বেগের কারণ হিসেবে। কারণ কৃষি শুধুমাত্র একটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্র নয়, এটি ভারতের সামাজিক কাঠামো, গ্রামীণ অর্থনীতি এবং কোটি কোটি মানুষের জীবিকার সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িত।

এই প্রেক্ষাপটে প্রথম প্রশ্নটি উঠে আসে;এই অন্তর্ভুক্তি কি ভারতের কৃষকদের জন্য নতুন বাজারের দ্বার খুলে দেবে, নাকি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মুখে তাদের আরও বিপন্ন করে তুলবে? যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিক্ষেত্র অত্যন্ত উন্নত, প্রযুক্তিনির্ভর এবং বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দ্বারা সমর্থিত। সেই তুলনায় ভারতের অধিকাংশ কৃষক এখনও ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক, যারা প্রাকৃতিক পরিস্থিতি, বাজারদর এবং ঋণের বোঝার মধ্যে প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেন। এই দুই ভিন্ন বাস্তবতার মধ্যে সরাসরি প্রতিযোগিতা তৈরি হলে তার ফলাফল কী হতে পারে, তা নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই উদ্বেগ রয়েছে।

ভারতের কৃষি ব্যবস্থার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল তার বৈচিত্র্য। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের ফসল, ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু এবং কৃষিপদ্ধতি;সব মিলিয়ে এটি এক জটিল ও সংবেদনশীল ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার সময় অত্যন্ত সতর্কতার প্রয়োজন। কারণ একটি ভুল নীতি বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ চুক্তি সরাসরি লক্ষ লক্ষ কৃষকের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। কৃষিপণ্যের আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্ক, মানদণ্ড, সুরক্ষা;এই সমস্ত বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেগুলির ভারসাম্য বজায় রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

এই চুক্তির পেছনে যে অর্থনৈতিক যুক্তি রয়েছে, তা অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে। বিশ্বায়নের যুগে কোনও দেশই সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে না। আন্তর্জাতিক বাজারে অংশগ্রহণ, রপ্তানি বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা আয়;এই সবই একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মতো একটি বৃহৎ অর্থনীতির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের মতো বড় বাজারে প্রবেশের সুযোগ নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। বিশেষ করে ফল, সবজি, মশলা বা প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে ভারতের সম্ভাবনা অনেক।

কিন্তু এই সম্ভাবনার পাশাপাশি বাস্তবতার কথাও ভুলে গেলে চলবে না। ভারতের কৃষিপণ্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে কতটা প্রতিযোগিতামূলক? সংরক্ষণ, পরিবহন, প্যাকেজিং;এই সমস্ত ক্ষেত্রে এখনও অনেক উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। শুধুমাত্র চুক্তি স্বাক্ষর করলেই যে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে, তা নয়; তার জন্য প্রয়োজন অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং নীতিগত স্থিরতা। এই ক্ষেত্রগুলিতে যথেষ্ট বিনিয়োগ ও পরিকল্পনা ছাড়া এই সুযোগ বাস্তবে রূপ নেওয়া কঠিন।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল খাদ্য সুরক্ষা। ভারত একটি জনবহুল দেশ, যেখানে এখনও দারিদ্র্য ও অপুষ্টির সমস্যা পুরোপুরি দূর হয়নি। এই পরিস্থিতিতে কৃষিপণ্য রপ্তানির উপর অতিরিক্ত জোর দিলে অভ্যন্তরীণ বাজারে তার প্রভাব কী হবে, তা বিবেচনা করা জরুরি। খাদ্যের দাম বৃদ্ধি, সরবরাহের ঘাটতি; এই ধরনের সমস্যা তৈরি হলে তার প্রভাব সরাসরি সাধারণ মানুষের উপর পড়বে। তাই রপ্তানি ও অভ্যন্তরীণ চাহিদার মধ্যে একটি সুষম সমন্বয় বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই চুক্তির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মাত্রাও। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হচ্ছে, এবং এই সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার জন্য বাণিজ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। কিন্তু এই সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখা সমানভাবে জরুরি। একটি বড় অর্থনৈতিক শক্তির সঙ্গে চুক্তি করার সময় ছোটখাটো শর্ত বা আপসের বিষয়গুলি অনেক সময় ভবিষ্যতে বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই স্বল্পমেয়াদি লাভের আশায় দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া উচিত নয়।

কৃষকদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই চুক্তি নিয়ে যে সংশয় তৈরি হয়েছে, তা অমূলক নয়। অতীতে বিভিন্ন কৃষি সংস্কার বা নীতিগত পরিবর্তন নিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই বিতর্কিত। ফলে নতুন কোনও সিদ্ধান্ত এলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ও সন্দেহ তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে সরকারের দায়িত্ব হল স্বচ্ছতা বজায় রাখা, বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা এবং কৃষকদের সঙ্গে সংলাপ স্থাপন করা। তাদের আশঙ্কা দূর করা এবং বাস্তব পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা ছাড়া এই ধরনের বড় সিদ্ধান্ত সফল করা সম্ভব নয়।

একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, কৃষিক্ষেত্র শুধুমাত্র অর্থনীতির একটি খাত নয়;এটি ভারতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গ্রামীণ সমাজের স্থিতিশীলতা, খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশগত ভারসাম্য; সবই এর সঙ্গে জড়িত। তাই এই ক্ষেত্রের কোনও পরিবর্তন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে চলবে না; এর সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবও সমান ভাবে বিবেচনা করতে হবে।

এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠছে;এই চুক্তি কি সত্যিই ভারতের কৃষিকে আধুনিক ও শক্তিশালী করার দিকে একটি পদক্ষেপ, নাকি এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ পরীক্ষা? উত্তরটি এত সহজ নয়। সম্ভাবনা যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে চ্যালেঞ্জ ও অনিশ্চয়তা। সঠিক নীতি, কার্যকর বাস্তবায়ন এবং সর্বোপরি কৃষকদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া;এই তিনটি বিষয় যদি নিশ্চিত করা যায়, তবে এই উদ্যোগ সফল হতে পারে। অন্যথায় সমস্যার সূত্রপাত ঘটবে।

'বেলুড় মঠে রাজ্যপাল'

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বেলুড় মঠ পরিদর্শনে। ছবিঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

কংগ্রেসেও জিতেছি, তৃণমূলের টিকিটেও জিতবো! আশাবাদী বড়ঞার তৃণমূল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২১ মার্চ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় বড়ঞা বিধানসভা কেন্দ্রটি দীর্ঘ কয়েক দশক ধরেই বামেদের শরিক আরএসপির শক্ত ঘাটি হিসেবে জেলায় পরিচিত ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলায় অধীর চৌধুরী যখন 'দোর্দণ্ড প্রতাপশালী' নেতা ছিলেন সেই সময়ও তাঁর প্রাক্তন প্যাভেক অরিত মজুমদার এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সুবিধা করে উঠতে পারেননি। ১৯৬৭ সাল থেকে ২০১১ পর্যন্ত এই আসনটি (মাঝে ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত আসনটি কংগ্রেসের দখলে ছিল) একটানা আরএসপি-র দখলে ছিল। সেই আসনই কংগ্রেসের মহিলা প্রার্থী প্রতিমা রজক ২০১১-এর বিধান সভা নির্বাচনে বামেদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। পরপর দু'বার প্রতিমা রজক ওই আসন থেকে কংগ্রেসের প্রতীকে জিতেছিলেন। যদিও ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বড়ঞা কেন্দ্রে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি শিলাদিত্য হালদারকে দাঁড় করিয়েছিল কংগ্রেস। গত বিধানসভা নির্বাচনে বড়ঞা আসনে শিলাদিত্য হালদারকে তৃতীয় স্থানে ঠেলে দিয়ে বিজেপি প্রার্থী অমিয় কুমার দাস দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছিলেন। তৃণমূল প্রার্থী জীবনকৃষ্ণ সাহা জিতলেও তাঁর জয়ের ব্যবধান ৩০০০-এরও কম ভোট ছিল। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে বর্তমানে জেল বন্দি রয়েছেন জীবনকৃষ্ণ সাহা। সিবিআই এই মামলার তদন্ত শুরু করতেই জীবন কৃষ্ণ সাহা কীভাবে নিজের মোবাইল ফোন পুকুরে ফেলে দিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন তা সংবাদ মাধ্যমের পর্দায় অনেকেই দেখেছেন। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় যেমন তৃণমূলের টিকিট পাননি তেমনই এই মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত জীবনকৃষ্ণ সাহাকে টিকিট দেয়নি রাজ্যের শাসক দল, তৃণমূল। জীবনকৃষ্ণের পরিবর্তে সংরক্ষিত এই আসনে শাসক দল এবার প্রার্থী করেছে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়া প্রাক্তন বিধায়ক প্রতিমা রজককে। একজন সাধারণ আইসিডিএস কর্মী প্রতিমা রজকের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য এই নির্বাচনে বড় ভরসা হতে চলেছে। এর পাশাপাশি বিজেপি প্রার্থী নিয়ে বড়ঞা-র নেতাকর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ থাকায়, তার সুবিধাও পেতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রসঙ্গত, ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও বিজেপি তরফ থেকে এবছর তাদের দলের প্রার্থী সুখেন কুমার বাগদিকে বড়ঞা কেন্দ্রে প্রতিমা রজকের বিরুদ্ধে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছিল। সেবারের নির্বাচনে প্রতিমা রজক ৪১ শতাংশের বেশি ভোট পেলেও বিজেপি প্রার্থী হিসেবে সুখেন কুমার বাগদি মাত্র সাড়ে ছয় শতাংশ ভোটও পাননি। প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর থেকেই প্রতিমা রজক দলের ব্লক সভাপতি মাহে আলম সহ অন্যান্য নেতা কর্মীদেরকে নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে চষে বেড়ানো শুরু করেছেন। কংগ্রেসের বিধায়ক হিসেবে দশ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁকে যে আলাদা 'অ্যাডভান্টেজ' দেবে তা মনে নিয়েছেন প্রতিমাদেবী। তিনি বলেন, আমাদের দলের বিদায়ী বিধায়কের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ ছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি রাজ্য জুড়ে যে উন্নয়নের কাজ করছেন তার সুফল বড়ঞার মানুষ পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরেই বড়ঞার রাস্তাঘাট, হাসপাতাল সব কিছুরই প্রভূত উন্নতি হয়েছে। প্রতিমাদেবীর অভিযোগ, কেন্দ্র সরকার প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা, আবাস যোজনার মতো প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে রেখেছে। রাজ্য সরকারই নিজের কোষাগার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করে গ্রামীণ এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করছে। যার ফলে বড়ঞার মত প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকাতেও এখন রাস্তাঘাট আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে। তিনি বলেন, আমি নিজে একজন আইসিডিএস কর্মী। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দীর্ঘ বছর বছর ধরে এই প্রকল্পে টাকা বাড়াচ্ছে না। তার ফলে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সাম্মানিক বেতন বাড়ছে না। আশা এবং আইসিডিএস কর্মীদের যৎকিঞ্চিৎ বেতন বেড়েছে তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির জন্যই। তিনিই রাজ্যের কোষাগার থেকে আমাদের জন্য বর্ধিত সাম্মানিকের ব্যবস্থা করেছেন। ঈদের দিন সকালে বড়ঞার ডাকবাংলো মোড়, পাঁচথুপি এলাকায় নির্বাচনী প্রচার সারতে সারতে প্রতিমাদেবী বলেন, বড়ঞা এখন তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। আমরা নিশ্চিত এবারের নির্বাচনেও বড়ঞার মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষেই তাঁদের রায় দেবেন। বড়ঞা বিধানসভার প্রত্যেকটি বুথে আমাদের কমিটি রয়েছে, যা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমাদের দলের একটা বড় শক্তি। এবারের নির্বাচনের মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপির প্রার্থীর সঙ্গে হলেও প্রতিমাদেবী আশাবাদী ২০১১ সালে তিনি যেভাবে বিজেপি প্রার্থীকে পেছনে ফেলেছিলেন, ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনেও একই ফলের পুনরাবৃত্তি হবে। তিনি বলেন ,কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে আমি যেমন জিতেছিলাম, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবেও জিতবো।

ভোটের আগে কাঁকসায় আদিবাসী গ্রামে বঞ্চনার ক্ষোভ তীব্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২১ মার্চ ঃ বছরের পর বছর উন্নয়নের ফিরিস্তি শুনে ক্লান্ত জঙ্গলমহলের আদিবাসী সমাজ। বিধানসভা ভোটের আগে পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা ব্লকের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ফের সামনে এসেছে বঞ্চনা, অনুন্নয়ন ও উপেক্ষার একাধিক অভিযোগ। পানীয় জল, শিক্ষা, বাসস্থান থেকে কর্মসংস্থান-প্রায় সব ক্ষেত্রেই সমস্যার কথা তুলে ধরছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ত্রিলোকচন্দ্রপুর, মলানদীঘি, বনকাটি-সহ কাঁকসা পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ জঙ্গলমহল এলাকায় নলকূপ থাকলেও অনেক জায়গায় জল পাওয়া যায় না। বহু পরিবার এখনও ভাঙা মাটির ঘরে ত্রিপল টাঙিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকাতেও জায়গা হয়নি তাঁদের। শিল্পাঞ্চল লাগোয়া ঝিনুকগড় এলাকায় প্রায় ৭০টি আদিবাসী পরিবার বসবাস করে। স্থানীয়দের দাবি, শিল্পতালুক গড়ে ওঠার সময় চাষের জমি হারালেও কারখানায় পর্যাপ্ত কাজ পাননি এলাকার মানুষ। উল্টে মদ কারখানার দূষণে পরিবেশ আরও বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। জলজীবন প্রকল্পে ট্যাপকল বসানো হলেও অধিকাংশই অচল, কোথাও বা মাটির নীচে চাপা পড়ে রয়েছে। একসময় কাঁকসা জঙ্গলমহলে শালপাতার থালা তৈরির কাজ বহু পরিবারের জীবিকার প্রধান ভরসা ছিল। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলাদের প্রশিক্ষণ ও মেশিন দেওয়া হলেও বর্তমানে বাজারে চাহিদা কমে যাওয়ায় সেই কাজ প্রায় বন্ধ। প্লাস্টিক ও কাগজের বিকল্পের দাপটে শালপাতার ব্যবহার কমে যাওয়ায় আয় কমেছে বহু পরিবারের। শিক্ষাক্ষেত্রেও একই সমস্যা প্রকট। সাঁওতালি ভাষার প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি হলেও শিক্ষক স্বল্পতার কারণে পঠনপাঠন কার্যত ভেঙে পড়েছে। শনিবার কাঁঠালডাঙা গ্রামের বাসিন্দা বলেন, প্রথমদিকে সাঁওতালি ভাষায় পড়াশোনা শুরু হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ছিল। এখন শিক্ষক না থাকায় স্কুলে উপস্থিতি অনেক কমে গেছে। ফলে স্কুলছুটের সংখ্যাও বাড়ছে বলে অভিযোগ। এছাড়া একলব্য ও রঘুনাথ মুর্মু স্কুলগুলিতেও সাঁওতালি ভাষার শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে। আদিবাসী সংগঠনগুলির অভিযোগ, পর্যাপ্ত পরিকল্পনা ও নজরদারির অভাবে এই শিক্ষা প্রকল্পগুলি কার্যকর হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী গাঁওতার আহ্বায়ক সুনীল সোরেনের দাবি, আদিবাসী শিক্ষাব্যবস্থা এখনও উপেক্ষিত। সাঁওতালি ভাষায় সুসংহত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও শিক্ষক নিয়োগের দাবি দীর্ঘদিনের। পাশাপাশি আদিবাসী এলাকায় বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং পৃথক প্রশাসনিক কাঠামোর দাবিও তুলেছেন তিনি। রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে এই ইস্যুতে। বিজেপির অভিযোগ, উন্নয়নের নামে শুধুই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, বাস্তবে তার প্রতিফলন নেই। অন্যদিকে তৃণমূলের দাবি, আদিবাসী উন্নয়নে সরকার একাধিক প্রকল্প চালু করেছে এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজও হয়েছে। সব মিলিয়ে, বিধানসভা ভোটের আগে কাঁকসা জঙ্গলমহলে আদিবাসী সমাজের এই ক্ষোভ আগামী নির্বাচনে বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এসআইআর-এর প্রভাবে বাঁকুড়ার ছ'টি কেন্দ্রে বদলাতে পারে ভোটের সমীকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২১ মার্চ ঃ আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া লোকসভা এলাকার অধীন শালতোড়া, ছাতনা, রানীবাঁধ, রাইপুর, তালডাংরা ও বাঁকুড়া-এই ছ'টি কেন্দ্রে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। এর ফলে জয়-পরাজয়ের সমীকরণেও পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই ছ'টি কেন্দ্রের মধ্যে শালতোড়া, ছাতনা ও বাঁকুড়া দখল করে বিজেপি। অন্যদিকে রানীবাঁধ, রাইপুর ও তালডাংরায় জয়ী হয় তৃণমূল কংগ্রেস। ওই নির্বাচনে জয়ের ব্যবধান বিভিন্ন কেন্দ্রে ০.৭০ শতাংশ থেকে ১০.২০ শতাংশ পর্যন্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে তালডাংরায় উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে জয়ী হন এবং সেখানে শাসকদলের ভোটের হার বৃদ্ধি পায়, বিপরীতে বিজেপির ভোট কিছুটা কমে। জেলা নির্বাচন আধিকারিকের প্রকাশিত সাম্প্রতিক ভোটার তালিকা অনুযায়ী, ছ'টি কেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা কিছু ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেলেও অধিকাংশ কেঃদ্রে আগের তুলনায় হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এসআইআর প্রক্রিয়ার ফলে ভোটার তালিকায় এই পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এখনও কিছু নাম অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া চললেও মোটের উপর ভোটার সংখ্যার এই পরিবর্তন আগামী নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে বাঁকুড়ার এই ছ'টি কেন্দ্রেই নির্বাচনী লড়াই নতুন সমীকরণে গড়াতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

কাঁদতে কাঁদতে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়লেন কৃষাণ খেতমজুর সংগঠনের সভাপতি খোকন মিঁয়া .. যোগ দিলেন কংগ্রেসে

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২১ মার্চ ঃ ঈদের দিন তৃণমূল কংগ্রেসের বড় ভাঙ্গন। দীর্ঘদিনের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তথা বর্তমান কৃষান ক্ষেতমজুর সংগঠনের কোচবিহার

জেলার সভাপতি খোকন মিঁয়া কাঁদতে কাঁদতে দল ছাড়লেন এবং যোগদান করলেন কংগ্রেসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য খোকন মিঁয়া রবীন্দ্রনাথ ঘোষের অনুগামী বলেই পরিচিত। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাকে ভালো জায়গা দেয়নি তৃণমূল কংগ্রেস। দীর্ঘদিন কোচবিহার এক ব্লকের দাযিত্ব সামলেছেন তিনি। এমত অবস্থায় গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকেই কোন ভাষা ছিল রবীন্দ্রনাথ ঘোষ গোষ্ঠী। ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেনি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কে একপ্রকার রাজনৈতিক জীবনের ইতি হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঘোষের। এমতাবস্থায় তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেসের যোগদান করল খোকন মিঁয়া। উল্লেখ্য কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রে ৩১ শতাংশ ভোট রয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট। বারংবারি কোচবিহারের এক ব্লকের শুকটাবাড়ি এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ ভোটে গিয়ে থাকে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও শহরে সেই ভোট কাটাকাটি হয়। তবে গত লোকসভা ভোটেও এগিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে। এমত অবস্থায় খোকন মিঁয়ার মত আদি তৃণমূল নেতৃত্ব কংগ্রেসের জয়েন করায় চিন্তার ভাগ তৃণমূলের কপালে। কারণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যদি ২ শতাংশ ভোট কংগ্রেস নিজের ঝুলিতে নিতে পারে তাহলে আখিরে সুবিধা হবে বিজেপির। উল্লেখযোগ্য ভাবে এবার কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক। ফলে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বনাম কোচবিহার জেলা সভাপতি জেলা রায় দীর্ঘদিন ধরে চলছিল খোকন মিঁয়া কংগ্রেসের যোগদান করায় রীতিমতো চিন্তার ভাঁজ তৃণমূলের প্রার্থীর কপালে। এই বিষয়ে খোকন মিঁয়া বলেন - যারা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা তাদের কপালে কিছুই জুটলো না। দলটা কোথায় কি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ? কোন কর্পোরেট হাউস পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস দলটা পরিচালনার কি দায়িত্ব নিয়েছে ? ক্ষোভ দু ঃখ নিয়ে তাই কংগ্রেসের যোগদান করলাম। তিনি আরো বলেন দল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে সম্ভবত আমি দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে লড়াই করব। আজ থেকে ময়দানে নামলাম। সংখ্যালঘুরা পোস্টার লাগাবে মিছিল করবে আর কেস খেয়ে জেলে থাকবে এটাই তো এরাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের একমাত্র দিক। যদিও এই বিষয়ে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিজিত দে ভৌমিকের কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন - যে কেউ যেকোনো দল করতে পারে এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। যদিও এবিষয়ে কোচবিহার জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি বিরাজ বোস বলেন - সবে তো খেলা শুরু। এখনো সন্ধ্যা হযনি। আসলে তৃণমূল দলটা চলে লেনদেনের উপর। যারা দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রাক্তন তারা আজ ব্রাত্য। তোলাবাজ দের নিয়ে এখন এটা একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। তাই ধীরে ধীরে মানুষ তাদের কাছ থেকে সরে গেছে অপেক্ষা করুন চার তারিখ সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।

রাতভর হামলা, ২৮৩ ইউক্রেনীয় ড্রোন মাটিতে আছড়ে পড়ার দাবি রাশিয়ার

মস্কো, ২১ মার্চ ঃ পশ্চিম এশিয়ার উত্তেজনার আবহে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আরও তীব্র হচ্ছে। শনিবার রাশিয়ার দাবি, রাতভর অভিযানে ইউক্রেনের ২৮৩ টি ড্রোন মাটিতে আছড়ে পড়েছে। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দাবি, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ড্রোনগুলি ধ্বংস করা হয়েছে। দক্ষিণের রোস্তভ অঞ্চলে সবচেয়ে বড় হামলা হয়, যেখানে ৯০ টি ড্রোন প্রতিহত করা হয়েছে। এছাড়া ব্রায়ানস্ক, স্মোলেনস্ক, কালুগা, বেলগোরোদ, ভোরোনেঝ, রোস্তভ, ভলগোগ্রাদ, তুলা, রিযাজান, কুরস্ক, সারাতোভ, সামারা এবং মস্কো-সহ একাধিক অঞ্চলে ড্রোন আটকানো হয়েছে। তাতারস্তান প্রজাতন্ত্র ও দখলকৃত ক্রিমিয়াতেও ড্রোন হামলা প্রতিহত করা হয়েছে বলে দাবি। এদিকে বাশকোর্তোস্তানের রাজধানী উফায় একটি ড্রোন নির্মীয়মাণ বহুতলে আছড়ে পড়ে। জানা গেছে, তেল শোধনাগারকে লক্ষ্য করেই হামলার চেষ্টা করা হয়েছিল। আঞ্চলিক প্রধান রাদিয় খাবিরভ জানিয়েছেন, তেল শোধনাগারের কাছে একাধিক ড্রোন মাটিতে আছড়ে ফেলা হয়েছে । বিশ্লেষকদের মতে, হামলার লক্ষ্য ছিল রসনেফটের অধীনস্থ বাশনেফটের ইউনিটগুলি। উফার উত্তর শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত এই তেল শোধনাগারগুলি রাশিয়ার অন্যতম প্রধান পেট্রোকেমিক্যাল কেন্দ্র। অন্যদিকে ইউক্রেনীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, রুশ হামলার জেরে চেরনিহিভ অঞ্চলের বহু এলাকায় বিদ্যু পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। তবে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে উভয় পক্ষের দাবির স্বাধীনভাবে যাচাই করা কঠিন। ক্রমাগত ড্রোন ও বিমান হামলায় রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত আরও জটিল আকার নিচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুঃ গ্রেপ্তার স্বামী সহ ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২১ মার্চ ঃ শ্বশুরবাড়িতে গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় স্বামী-সহ শ্বশুর ও শাশুড়িকে গ্রেফতার করেছে গলসি থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম ঈশ্বর মাঝি, স্বরূপ মাঝি ও শম্পা মাঝি। এরা সকলেই গলসি থানার সাটিনন্দী গ্রামের বাসিন্দা। শনিবার সকালে বাড়ি থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ধৃতদের এদিনই বর্ধমান জেলা আদালতে তোলা হয়। তদন্তের স্বার্থে ঈশ্বর মাঝিকে চার দিনের পুলিশি হেফাজতে চেয়ে আবেদন জানায় পুলিশ। বিচারক তার তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। অন্য দুই অভিযুক্তকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়ে ২ এপ্রিল পুনরায় আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রায় দুই বছর আগে ঈশ্বর মাঝির সঙ্গে দেওয়ানদিঘি থানার তালিত এলাকার বাসিন্দা তিলক মাঝির মেয়ে রূপসার বিয়ে হয়। অভিযোগ, বিয়ের সময় শ্বশুরবাড়ির চাহিদা অনুযায়ী পণের সম্পূর্ণ টাকা দিতে পারেননি রূপসার পরিবারের সদস্যরা। এরপর থেকেই বাকি টাকা আনার জন্য তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। টাকা দিতে না পারায় রূপসার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু হয় বলে অভিযোগ। এরই মধ্যে রূপসা একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। অভিযোগ, সন্তানের জন্মের পর তার উপর অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পায়। মাঝেমধ্যেই তাকে শিশুসন্তান-সহ বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হত। ক্রমাগত অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কয়েকদিন আগে সন্তানকে নিয়ে বাপেরবাড়িতে ফিরে যান রূপসা। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে কিছু টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে গত ১৮ মার্চ তাকে ফের শ্বশুরবাড়িতে পাঠানো হয়। অভিযোগ, ঘটনার দিন রাত প্রায় ১২টা নাগাদ রূপসার পরিবারের কাছে খবর আসে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। পরিবারের সদস্যরা সেখানে গিয়ে দেখেন, বাড়ির বারান্দায় তার দেহ পরে রয়েছে। মৃতার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল বলে দাবি পরিবারের। এই ঘটনায় মৃতার বাবা গলসি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তার অভিযোগ, পণের বাকি টাকা আদায়ের জন্য পরিকল্পিতভাবে তার মেয়েকে খুন করা হয়েছে। ঘটনার ভিত্তিতে পুলিশ বধূ নির্যাতন, পণের কারণে মৃত্যু এবং খুনের ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক, কেবল সহযোগীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ ইরানের

তেহরান, ২১ মার্চ ঃ পশ্চিম এশিয়ার চলমান যুদ্ধের মাঝেই ইরান স্পষ্ট করে জানাল, কৌশলগত হরমুজ প্রণালী বন্ধ করা হয়নি। বরং কেবল হামলাকারীদের সহযোগী কিছু নির্দিষ্ট জাহাজকেই নিশানা করা হয়েছে। ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, প্রণালীটি খোলা রয়েছে এবং অন্যান্য জাহাজ নিরাপদে যাতায়াত করছে। জাপানের মতো সহযোগী দেশগুলির জাহাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও ইরান প্রস্তুত বলে তিনি জানান।

তিনি আরও বলেন, তেহরান কোনও সাময়িক যুদ্ধবিরতি নয়, বরং সম্পূর্ণ, বিস্তৃত ও স্থায়ী যুদ্ধের অবসান চায়। যে কোনও চুক্তিতে ভবিষ্যতে হামলা রোধ এবং ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা থাকতে হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। আমেরিকা-ইসরায়েলের সামরিক পদক্ষেপকে অবৈধ ও প্ররোচনাহীন আগ্রাসন বলে আখ্যা দিয়ে আরাঘচি জানান, ইরানের পাল্টা ব্যবস্থা আত্মরক্ষার অধিকারেই চলছে। তিনি আন্তর্জাতিক মহল, বিশেষত জাপানের কাছে এই সংঘাত নিয়ে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া এবং উত্তেজনা প্রশমনে ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে আমেরিকা-ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে চলা সংঘাতের জেরে পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা চরমে। লাগাতার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার প্রভাবে বৈশ্বিক বাণিজ্য ও জ্বালানি সরবরাহেও প্রভাব পড়ছে।

'পদ্মফুলের থেকে হেভিওয়েট কিছুই নয়, উন্নয়নই আসল' - বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২১ মার্চ ঃ বর্ধমান দক্ষিণে নির্বাচনী প্রচারে নেমে উন্নয়নকেই প্রধান ইস্যু হিসেবে তুলে ধরলেন বিজেপি প্রার্থী ও আইনজীবী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। শনিবার পারবীরহাটা বাস্তুহারা নতুন বাজার এলাকায়

তিনি জোরকদমে প্রচার চালান। এদিন তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং এলাকার বিভিন্ন সমস্যার খোঁজখবর নেন। প্রচারের সময় মৌমিতা বলেন, পদ্মফুলের কাছে কোনও হেভিওয়েট কিছু নয়। উন্নয়ন, কাজ আর মানুষের সেবাই আসল শক্তি। তাঁর দাবি, রাজনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের উন্নয়ন নিশ্চিত করা। তিনি আরও বলেন, আমাদের মূল মন্ত্র মানুষের সেবা। আমরা মানুষের জন্য কাজ করি, সমাজের জন্য কাজ করি। মানুষ শেষ পর্যন্ত তাকেই সমর্থন করে, যে তাদের পাশে থাকে। এলাকার মানুষের অবস্থা দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি। তাঁর কথায়, এখানে এসে মানুষের কষ্ট দেখে মন খারাপ হয়ে গেছে। সবাই একটাই কথা বলছেন- তাদের বাঁচানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আসন্ন নির্বাচনে নিজের জয়ের ব্যাপারেও আত্মবিশ্বাসী বিজেপি প্রার্থী। তিনি বলেন, জনতার আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে আছে। বর্ধমান দক্ষিণে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে, এবার জয় নিশ্চিত। নির্বাচনকে সামনে রেখে এই প্রচার ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়ছে।

কাঁকসায় শিশুকে নির্যাতনের চেষ্টার অভিযোগ, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২১ মার্চ ঃ পাড়ায় বাউল অনুষ্ঠানের মধ্যে বাড়ি থেকে এক শিশুকন্যাকে তুলে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতনের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে শনিবার ঘিরে কাঁকসার প্রয়াগপুর গ্রামে চাঞ্চল্য ছ।য়িছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাঁকসা থানার পুলিশ। অভিযোগ অনুযায়ী, বছর ছয়েকের ওই শিশুটিকে তার বাবা-মা বাউল অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় দাদু-দিদার কাছে রেখে যান। সেই সুযোগে শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ কয়েকজন যুবক ঘরের ভিতর থেকে শিশুটিকে তুলে নিয়ে পাশের জঙ্গলে যায় বলে অভিযোগ। সেখানে তার উপর নির্যাতনের চেষ্টা করা হয় বলে পরিবারের দাবি। পরিবারের সদস্যরা শিশুটিকে খুঁজে না পেয়ে চিৎকার শুরু করলে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন এবং খোঁজ শুরু হয়। পরে গ্রামের পাশের একটি ঝোপ থেকে শিশুটির কান্নার আওয়াজ পেয়ে তাকে উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়দের দাবি, ঘটনাস্থলের কাছ থেকে এক যুবককে আটক করা হয়েছে, যদিও অন্যরা পালিয়ে যায়। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলে জানা গেছে। পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। শনিবার আসানসোল- দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রাজগঞ্জে শোকের ছায়া, প্রচারের মাঝেই পিতৃবিয়োগ প্রার্থী স্বপ্নার

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২১ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা এশিয়াডে সোনাজয়ী ক্রীড়াবিদ স্বপ্না বর্মণ-এর জীবনে নেমে এল গভীর শোক। শনিবার ভোরে প্রয়াত হন তাঁর বাবা পঞ্চানন বর্মণ। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি এবং শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বাবার সুস্থতার জন্য উদ্বিগ্ন স্বপ্না সম্প্রতি পুজোও দিয়েছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত আর ফেরানো গেল না তাঁকে। রাজনৈতিক ময়দানে সদ্য পা রাখা স্বপ্নার কাছে এই ঘটনা বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা দিয়েছে। ভোটের প্রস্তুতির মাঝেই বাবার অসুস্থতা তাঁকে মানসিকভাবে চাপে ফেলেছিল। প্রচার কর্মসূচির ফাঁকেই হাসপাতালে গিয়ে বাবার পাশে সময় কাটাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে শনিবার ভোরে পঞ্চানন বর্মণের মৃত্যু হয়। ফলে নির্বাচনের আগে গভীর শোকের সম্মুখীন তাঁর পরিবার। গত মাসের শেষের দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগ দেন স্বপ্না। কলকাতায় দলীয় কার্যালয়ে তাঁর হাতে পতাকা তুলে দেন ব্রাত্য বসু এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য। এরপরই রাজ্যের ২৯১টি আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশে রাজগঞ্জ কেন্দ্র থেকে তাঁকে প্রার্থী করা হয়। নতুন মুখ হিসেবে তাঁকে সামনে এনে বিশেষ করে রাজবংশী ভোটব্যাঙ্কে প্রভাব ফেলতে চাইছে শাসকদল-এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। ২০১৮ সালের এশিয়াডে সোনা জিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন স্বপ্না। পরে চোটের কারণে প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া জীবন থেকে সরে দাঁড়ালেও বর্তমানে রেলের চাকরির পাশাপাশি নতুন রাজনৈতিক দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সময় স্বপ্না জানিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অনুপ্রেরণাতেই মানুষের জন্য কাজ করার লক্ষ্যে

রাজনীতিতে আসার সিদ্ধান্ত তাঁর। তবে স্বপ্নাকে প্রার্থী করা নিয়ে দলীয় অন্দরে কিছুটা অসন্তোষও সামনে এসেছে। রাজগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক খগেশ্বর রায় প্রার্থিতালিকা ঘোষণার পরই দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দেন। এই প্রেক্ষাপটে স্বপ্নার প্রার্থিতা রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আগামী ২৩ এপ্রিল রাজগঞ্জ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ নির্ধারিত রয়েছে। তার ঠিক আগে এই ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বপ্নাকে মানসিকভাবে নাড়িয়ে দিলেও, রাজনৈতিক দায়িত্বের সঙ্গে ব্যক্তিগত শোক-দুইয়ের ভারসাম্য কীভাবে সামলান, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

অবাধ নির্বাচনের লক্ষ্যে ভোটারদের পাশে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২১ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটারদের মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তার বার্তা পৌঁছে দিতে তৎপর হয়ে উঠেছে প্রশাসন। পূর্ব বর্ধমানের কালনা দু'নম্বর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করছেন মহাকুমা শাসক অহিংসা জৈন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন পুলিশ আধিকারিক এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরা। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য, ভোটাররা যাতে কোনও রকম ভয় বা চাপ ছাড়াই নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেই পরিবেশ নিশ্চিত করা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁদের সমস্যার কথা শুনছেন এবং স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন, প্রশাসন সর্বদা সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে। ভোটের দিন যাতে কেউ ভয় না পান বা কোনও প্রকার প্রভাবের মুখে না পড়েন, সেই বার্তাই জোর দিয়ে তুলে ধরা হচ্ছে। এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে দেখা যাচ্ছে, প্রশাসনের এই উদ্যোগে ইতিবাচক সাড়া মিলছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। অনেকেই সরাসরি নিজেদের উদ্বেগের কথা জানাচ্ছেন, আবার প্রশাসনের উপস্থিতিতে স্বস্তিও প্রকাশ করছেন। মহাকুমা শাসক অহিংসা জৈন জানান, নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার রক্ষা করাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব।

বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বরানগর, ২১ মার্চ ঃ শনিবার ভোটের আগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বরানগর। পোস্টার লাগানোকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল গোপাল লাল ঠাকুর রোডে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে নামানো হয় র‍্যাফ। সংঘর্ষের জেরে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে যান চলাচল। জানা গেছে, তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পোস্টার লাগানোকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বচসা শুরু হয়। সেই বচসা দ্রুত সংঘর্ষে পরিণত হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ। তাঁকে মাইক হাতে স্লোগান দিতেও দেখা যায়।

কালবৈশাখীর সম্ভাবনা, রবিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির দাপট দক্ষিণবঙ্গে! উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতির সম্ভাবনা এবং উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। শনিবার আবহাওয়াবিদ সৌরীশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে বিস্তৃত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবে ঝড়-বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শনিবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া, বজ্রবিদ্যুৎ ও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ঝড়ের প্রভাব বেশি থাকবে। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমবে, তবে ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। সোমবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমে তাপমাত্রা বাড়বে বলে পূর্বাভাস। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে বুধবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কিছু এলাকায় অতি ভারী বৃষ্টিও হতে পারে বলে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে।

মৎস্য জয়ন্তী ২০২৬ঃ বিষ্ণুস্মরণে প্রলয়ের পর শ্রীহরির মহিমা - শুভক্ষণ, উপাসনা ও পৌরাণিক তাৎপর্য

হিন্দুধর্মের পবিত্র ধারায় প্রতিটি তিথি কেবলই দিন নয় - তা জীবনের গভীর অর্থ, স্মৃতি ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি। এর মধ্যে মস্য জয়ন্তী একটি বিশেষ ও অনন্য তিথি, যা শ্রী বিষ্ণুর প্রথম অবতারের স্মরণে উদযাপিত হয়। ২০২৬ সালের ২১মার্চ, শনিবার এই পুণ্য তিথি চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে পালন করা হবে। এই প্রাচীন ঐতিহ্য শুধু ধর্মীয় উসবই নয়, মানুষের জীবনে স্থিতি, দু ঃখ-দুর্দশা বিমোচন ও অনুগ্রহ কামনার একটি শক্তিশালী অনুশীলন।

পৌরাণিক পটভূমিঃ মস্য অবতার - প্রলয় থেকে উদ্ধার- হিন্দু পুরাণের মতে, যখন সৃষ্টি মহাপ্রলয়ের প্রলয়ে নিমগ্ন হতে চলছিল, তখন ভগবান বিষ্ণু প্রথমেই মৎস্য রূপ ধারণ করেন। সেই সময়কার রাজা সত্যব্রত যখন নদীতে তর্পণ করছিলেন, তাঁর করপুট (হাতের মটকায়) একটি ছোট মাছ উঠেছিল। রাজা মাছটিকে মুক্তি দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই ছোট মাছই প্রকৃতপক্ষে শ্রীনারায়ণের অবতার-যিনি রাজাকে মহাপ্রলয়ের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেন। মৎস্য অবতার তাঁর বিশাল রূপ ধারণ করে সপ্তঋষি, ওষধি এবং বেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করেন। পুরাণের এই বর্ণনা জীবনে ধার্মিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিশা প্রদানের প্রতীক হিসেবেও বিবেচিত। এই কারণেই প্রতিটি বর্ষ মৎস্য জয়ন্তী ধর্মপ্রাণ ভক্তদের জন্য এক গভীর স্মৃতি ও পুনর্জাগরণের দিন।

২০২৬ সালে মৎস্য জয়ন্তী - তারিখ, তিথি ও শুভক্ষণ- সর্বপক্ষেই জানা প্রয়োজন পুজো ও অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য ২০২৬ সালের পঞ্জিকা অনুযায়ী সঠিক সময়ঃ তারিখঃ ২১মার্চ, ২০২৬ (শনিবার), তিথি- চৈত্র শুক্লের তৃতীয়া, তিথি শুরু রাত

২..৩০মিনিট (২১মার্চ). তিথি সমাপ্তি-রাত ১১.৫৬মিনিট পর্যন্ত। শুভ পূজো সময়-দুপুর ১।৪১মিনিট থেকে বিকেল ৪,০৭মিনিট পর্যন্ত।এই শুভ মুহূর্তে শ্রীহরি বিষ্ণুর আরাধনা করলে ধর্মীয় প্রতিপালন, মন-মানসিক স্থিরতা ও কল্যাণবোধ বৃদ্ধি পায় বলে শাস্ত্রে বর্ণিত।

মৎস্য জয়ন্তীর আচার-অনুষ্ঠান।এই বিশেষ দিনে ভক্তরা সাধারণত কঠোর উপবাস পালন করেন এবং শ্রী বিষ্ণুর মন্দিরে দর্শন করেন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, শুভক্ষণে বিষ্ণুর আরাধনা করলে মন, চিন্তা ও কর্ম সব দিকেই স্থিতি ও আনন্দ আসে। সাধারণ অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে - ১. বিষ্ণু সহস্রনাম স্তোত্র পাঠ

বিশ্বং বিষ্ণুর্বষট্কারো - এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করলে কেবল আধ্যাত্মিক মনই শুদ্ধ হয় না, অন্তর থেকে জীবনযাত্রার সংকট, দু ঃখ, হতাশা ও নেতিবাচক শক্তিগুলিও ধ্বংস হয় বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। সহস্রনামের প্রতিটি নামই শ্রী বিষ্ণুর গুণগান, যার মাধ্যমে ভক্তের মন আনন্দ, ভক্তি ও ধ্যানমগ্ন হয়। ২. মৎস্য রূপে বিষ্ণুর স্মরণ। মাছের আকারে শ্রীহরি বিষ্ণুর প্রথম অবতারকে স্মরণ করার অর্থ জীবনের সূচনা, নতুন সূর্যোদয়, পুনরুজ্জীবন ও প্রলয়ের পর নবজন্মের প্রতীক হিসেবেও নেওয়া হয়। তাই আজকের দিনে বিশাল ব্রাহ্মণ, পুজো ও যজ্ঞের আয়োজন করা হয়।

৩. বিশেষ যজ্ঞ ও নাম-সংকীর্তন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে - বিশেষ করে যেখানে মস্য অবতারের মন্দির রয়েছে - এখানে বিশেষ যজ্ঞ, হোম ও নাম-সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়। যেমন- নাগলাপুরম, অন্ধ্রপ্রদেশ - তিরুপতির কাছে অবস্থিত একমাত্র মস্য অবতার মঃিদরে লাখ লাখ ভক্ত আজ এই দিনে সমবেত হন, যজ্ঞ করেন ও বিষ্ণুর স্মরণে সংগীত, স্তোত্র পাঠ করেন। স্থানীয় মন্দি ও আশ্রমগুলিতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ নির্দেশে ভক্তরা উপবাস, প্রার্থনা ও দান করেন। ৪. মাছকে প্রাণবন্ত খাবার খাওয়ানো (লোকাচার) জলজ প্রাণী ও জীব-বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য নদী, জলাশয় বা জলাশয়ের পাড়ে মাছকে খাবার খাওয়ানোও একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকাচার। এটি জীবজগতের প্রতি শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও পরিবেশ-দৃষ্টান্তিক বার্তা বহন করে। বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ-মৎস্য জয়ন্তী কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয় - এর আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক দিকও অনন্য। প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এখানে স্পষ্ট হয়। জলজ প্রাণীর গুরুত্ব, জীবনের বিবর্তন এবং পরিবেশ-রক্ষায় মস্য ও জলজ জীবগুলোর ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দেয় এই দিনটি। পুরাণের গল্প মানবকে জীবনের মৌলিক সত্য, বিপদ ও উদ্ধার-সবকিছুরই প্রতীকধর্মী ব্যাখ্যা দেয়। মৎস্য জয়ন্তীর ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভাব-মৎস্য জয়ন্তী শুধু একটি পবিত্র তিথি - এটি ভক্তদের মধ্যে একযোগ, দয়ালুতা, সহানুভূতি এবং জীবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল জীবনচর্চা তৈরি করে। উপবাস, নাম-সংকীর্তন, স্তোত্র পাঠ এবং মস্য রক্ষার প্রচেষ্টা হাজারো হৃদয়ে জীবনকে নতুন দিশা দেয়। ধর্মীয় ঐতিহ্য ও লোকাচার একসাথে মিশে সমাজে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে আরও মজবুত করে। ২০২৬ সালের ২১মার্চ, শনিবার মৎস্য জয়ন্তী পালিত হয় চৈত্র শুক্ল তৃতীয়া তিথিতে। শুভ পুজোক্ষণ দুপুর ১,৪১ থেকে বিকেল ৪,০৭ পর্যন্ত। শ্রীহরি বিষ্ণুর প্রথম অবতারের স্মরণ ও আরাধনায় এই দিনে উপবাস, সহস্রনাম স্তোত্র পাঠ ও জলজ জীবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ ধর্মীয় ভক্তদের মধ্যে দু ঃখ-দুর্দশা নাশ এবং জীবনে স্থিতিশীলতা আনবে বলে বিশ্বাস করা হয়।

হাজারো জনতাকে নিয়ে মিছিল করে মনোনয়ন পেশ জালুকবাড়ির বিজেপি-প্রার্থী হিমন্তবিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ২০ মার্চ (হি.স.) ঃ কয়েক হাজার কার্য্যকর্তা-সমর্থকদের নিয়ে মিছিল করে মনোনয়ন পেশ করেছেন ৩৭ নম্বর জালুকবাড়ি আসনে বিজেপি-প্রার্থী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মিছিলে অন্যদের সঙ্গে ছিলেন গুয়াহাটির সাংসদ বিজুলি কলিতা মেধি, ড. শর্মার স্ত্রী রিনিকি ভুইয়াঁ শর্মা, পুত্র নন্দিল বিশ্ব শর্মা। আজ শুক্রবার (২০ মার্চ) খানাপা।া ময়দান থেকে এক বিশাল মিছিল করে গুয়াহাটিতে অবস্থিত কামরূপ মেট্রো-র ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের কার্য্যালয়ে গিয়ে ৩৭ নম্বর জালুকবাড়ি আসনে বিজেপি-প্রার্থী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। আগামী ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠেয় রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে ড. শর্মার এই শক্তি প্রদর্শন বিশেষ তাপর্যপূর্ণ। টানা দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার লক্ষ্যে এক হাইভোল্টেজ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লা।ইয়ের সূচনা করেছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

জেলাশাসকের কার্যালয়ে মনোনয়ন পেশ করে বাইরে এসে উপস্থিত সাংবাদিকদের বাইট দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, এবারের নির্বাচন তাঁর ‘ নির্বাচন’। জাতির পরিচয় রক্ষা ও উন্নয়ন, এই দুই বিষয়কে ইস্যু করে প্রচার চালানোর কথা জানান ড. শর্মা। তিনি বলেন, ‘ অসমের পরিচয় সুরক্ষিত করতে চাই। দ্রুত উন্নয়ন চাই আমরা। এই দুটোই আমাদের লক্ষ্য।’ একই সঙ্গে তিনি অসমবাসীর ‘ সমর্থন’ পাওয়ার ব্যাপারেও আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। অসমবাসীর কাছে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ কামনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ আমার বহু সহকর্মী রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মনোনয়ন জমা দেবেন। আগামী ২৩ মার্চ বাকি প্রার্থীরাও মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। বিজেপি ও মিত্রদলের প্রার্থীদের আশীর্বাদ করার জন্য তিনি অসমবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। প্রতিকূল আবহাওয়া, বৃষ্টি, এ সম্পর্কে তিনি বলেন, যে কোনও শুভ কাজের আগে বৃষ্টি হলে আমরা তাকে পুষ্পবৃষ্টি বলে মনে করি। তিনি আরও বলেন, বৃষ্টির মধ্যেও জালুকবা।রি মানুষ তাঁর সঙ্গে মনোনয়ন জমা দিতে বেরিয়ে এসেছেন, তাই আগের মতোই তিনি জনগণের আশীর্বাদ পাবেন বলে আশা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ২৩ মার্চ অসম গণ পরিষদ (শরিক দল)-এর সভাপতি অতুল বরার মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় তিনি উপস্থিত থাকবেন। প্রতিদিন তিনি ৫ থেকে ৬টি নির্বাচনী জনসভায় অংশ নেবেন। তিনি বলেন, তাঁর ছেলে আজ মনোনয়নের জন্য এসেছে, কাল ফিরে যাবে। মেয়ে আসতে চাইলেও পরীক্ষার জন্য আসতে পারেনি। স্ত্রী রিনিকি ভুইয়াঁ শর্মা জালুকবাড়ি কেন্দ্রে তাঁর হয়ে প্রচার চালাবেন, জানান তিনি। এক জিজ্ঞাসার জবাবে হিমন্তবিশ্ব বলেন, শিবসাগরে বিজেপি প্রার্থী দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তার আগে অসম গণ পরিষদ-এর সঙ্গে আলোচনা হবে। বিজেপি কতগুলি আসনে জয়ী হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এখনই জয় নিয়ে কথা বলা অহঙ্কারের মতো শোনাবে। তবে ১০২টি আসনে বিজয়ী হতে বিজেপি ও মিত্রজোট গুরুত্ব সহকারে নির্বাচনে লড়বে। দলীয় টিকিট-বঞ্চিত প্রাক্তন বিধায়কদের প্রসঙ্গে ড. শর্মা বলেন, তাঁর বিশ্বাস অতুল বরা (দিশপুরের বিজেপি বিধায়ক) এবং সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য বিজেপি-প্রার্থীদের আশীর্বাদ করবেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি দেখা করে কথা বলবেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈয়ের এক মন্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে ড. শর্মা বলেন, যদি কেউ প্রশংসা করে তবে তা গ্রহণ করা উচিত। তিনি আরও বলেন, এমন মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, তিনি একটি প্রতিষ্ঠান’-এ পরিণত হয়েছেন, যদিও তিনি নিজে তা দাবি করেন না। মুখ্যমন্ত্রী আজ ফের ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, বিজেপিতে অন্য দল থেকে আরও নেতা যোগ দিতে পারেন। আরও বলেন, ‘ হিন্দুকে বিজেপির আওতায় আনা’ই তাঁর একটি লক্ষ্য। তাঁর মতে ‘ ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত।’ জলুকবাড়ি থেকে পাঁচবারের বিধায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা প্রথমবার ২০০১ সালে কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হন। এর পর টানা তিনবার নির্বাচিত হয়েছেন ওই আসনে। পরে ২০১৬ সালের নির্বাচনের আগে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি অসম রাজনীতিতে দলের অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে উঠেছেন। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী রিনিকি ভুইয়াঁ শর্মা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে বলেন, রাজ্যের মানুষ উন্নয়ন ও পরিবর্তনে সন্তুষ্ট। তিনি বলেন, বিজেপি ব। ব্যবধানে জয় পাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে। প্রসঙ্গত আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে শাসক বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের সঙ্গে লড়াই হবে কংগ্রেসের। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ (বিজেপি, অসম গণ পরিষদ এবং ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল) ১২৬টির মধ্যে ৭৫টি আসন পেয়েছিল। বিজেপি একাই জেতে ৬০টি আসনে। অন্যদিকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট (এআইইউডিএফ, বিপিএফ এবং বাম দলগুলি) পেয়েছিল ১৬টি আসন।

হরমুজে উত্তেজনা চরমে, ২০০০ সেনা, স্টিলথ যুদ্ধবিমান, মধ্যপ্রাচ্যে শক্তি বাড়াচ্ছে আমেরিকা

২১ মার্চ ঃ মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ ও সমুদ্রপথে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল সরবরাহের পথ হরমুজ প্রণালী ঘিরে তৈরি হওয়া সংকট এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে। এই পরিস্থিতিতে সামরিক শক্তি বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্র একের পর এক আধুনিক রণতরী মোতায়েন করছে। সেই তালিকায় সবচেয়ে আলোচিত নাম-USS Tripoli, যাকে সামরিক মহলে ‘ বলেও অভিহিত করা হয়।

হরমুজ প্রণালী ঃ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এই সংকীর্ণ জলপথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। ফলে এখানে অচলাবস্থা তৈরি হলে তার প্রভাব পড়ে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে। সাম্প্রতিক উত্তেজনায় এই পথ কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, যার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম দ্রুত বেড়ে গেছে।

স্যাটেলাইট সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, USS Tripoli দক্ষিণ চীন সাগর অঞ্চল থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে যাত্রা শুরু করেছে। এর পাশাপাশি আরেকটি শক্তিশালী রণতরী ঙ্কঙ্ক ক্কাথঞ্চঙ্গু-কেও একই গন্তব্যে পাঠানো হয়েছে। এই দুটি রণতরী একত্রে প্রায় ৪০০০ নৌসেনা, অসংখ্য যুদ্ধবিমান, হেলিকপ্টার এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। ফলে স্পষ্ট, পরিস্থিতি মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। USS Tripoli একটি অত্যাধুনিক উভচর আক্রমণ জাহাজ। এটি মূলত আকাশপথে আক্রমণ চালানো এবং দ্রুত সেনা মোতায়েনের জন্য তৈরি।

এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হল-প্রায় ২০০০-২৫০০ মেরিন সেনা বহন করতে সক্ষম। দৈর্ঘ্য প্রায় ৮৪৪ ফুট। ওজন প্রায় ৪৫,০০০-৫০,০০০ টন।

অত্যাধুনিক স্টিলথ ফাইটার জেট F-35B Lightning II মোতায়েনের ক্ষমতা

= MV-22 Osprey টিল্ট-রোটর বিমান ও আক্রমণকারী হেলিকপ্টার বহনে সক্ষম

বিশাল হ্যাঙ্গার, উন্নত জ্বালানি ও রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা। এই জাহাজের একটি বিশেষ দিক হল-এতে প্রচলিত ‘ ডেক’ নেই, ফলে পুরো কাঠামোটি বিমান পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অপ্টিমাইজড। ফলে এটি কার্যত একটি ছোট বিমানবাহী রণতরীর মতো কাজ করতে পারে। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে আগে থেকেই উপস্থিত রয়েছে USS Abraham Lincolnú এই বিমানবাহী রণতরী মার্কিন নৌবাহিনীর অন্যতম শক্তিশালী সম্পদ। অন্যদিকে USS Gerald R. Ford-কে সাময়িকভাবে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে। ফলে সেই শূন্যতা পূরণ করতেই Tripoli ,Boxer-কে দ্রুত মোতায়েন করা হচ্ছে। সংঘর্ষ যত দীর্ঘ হচ্ছে, ততই বাড়ছে দুই পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী- মার্কিন বাহিনীর কয়েকটি উন্নত যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে একাধিক সামরিক ঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্ত, জ্বালানি ও তেল সংরক্ষণাগারে আঘাত লেগেছে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো বিপর্যস্ত। এই পাল্টাপাল্টি আক্রমণের ফলে গোটা অঞ্চল জুড়ে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রভাব-হরমুজ প্রণালীতে উত্তেজনার সরাসরি প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে। তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ায়-পরিবহন খরচ বেড়েছে, শিল্প উপাদনে চাপ তৈরি হয়েছে, বহু দেশের অর্থনীতি অনিশ্চয়তার মুখে।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে বৈশ্বিক অর্থনীতি বড় ধরনের ধাক্কা খেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য- হরমুজ প্রণালীতে আবার স্বাভাবিক নৌ চলাচল নিশ্চিত করা। সেই উদ্দেশ্যেই- অতিরিক্ত রণতরী মোতায়েন

আকাশপথে নজরদারি বৃদ্ধি, মিত্র দেশগুলির সঙ্গে যৌথ অভিযান। USS Tripoli-এর মতো শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম এই অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, কারণ এটি একই সঙ্গে আকাশ ও স্থল-দুই ক্ষেত্রেই দ্রুত আক্রমণ চালাতে সক্ষম। বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সামরিক শক্তি প্রদর্শন যেমন বাড়ছে, তেমনই আন্তর্জাতিক মহল কূটনৈতিক সমাধানের ওপরও জোর দিচ্ছে। কারণ- সরাসরি যুদ্ধ আরও বিস্তৃত হলে তা বৈশ্বিক সংকটে পরিণত হতে পারে, জ্বালানি সংকট আরও তীব্র হতে পারে, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় বড় প্রভাব পড়বে। মধ্যপ্রাচ্যের এই সংকট শুধু আঞ্চলিক সমস্যা নয়-এটি এখন বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার প্রশ্ন। USS Tripoli-এর মতো শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজ মোতায়েনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে প্রস্তুত। তবে যুদ্ধ কখনওই চূড়ান্ত সমাধান নয়। হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা ও বিশ্ব অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কূটনৈতিক পথই শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে কার্যকর হতে পারে-এমনটাই মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা।

ইরানের হামলার দাবি, মার্কিন এফ-৩৫ ক্ষতিগ্রস্ত!

তেহরানতেল আবিব, ২১ মার্চ (হি.স.)ঃ আমেরিকা-ইজরায়েল ও ইরানের মধ্যে চলা সংঘাত ২১-তম দিনে আরও তীব্র আকার নিল। এই পরিস্থিতিতে ইরান দাবি করেছে, তারা মার্কিন অত্যাধুনিক এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানকে লক্ষ্য করে আঘাত হেনেছে। পাশাপাশি ইজরায়েলের তেল আবিবে একটি তেল শোধনাগারে বোমাবর্ষণ চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে তেহরান।আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে, যেখানে এফ-৩৫-এ হামলার দাবি করা হয়েছে। যদিও এই দাবির সত্যতা যাচাই হয়নি। তবে মার্কিন সেঃট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, একটি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানকে মিশনের সময় জরুরি অবতরণ করতে হয়েছে। বিমানের পাইলট নিরাপদ রয়েছেন এবং ঘটনার তদন্ত চলছে।উল্লেখ্য, এফ-৩৫ বিশ্বের অন্যতম উন্নত যুদ্ধবিমান, যার মূল্য ১০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি। তবে মার্কিন প্রশাসন সরাসরি ইরানি হামলার কথা স্বীকার করেনি।এদিকে ইরান জানিয়েছে, ইজরায়েলের আক্রমণের জবাব হিসেবে তেল আবিবের একটি তেল শোধনাগারে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। এই সংঘাতের প্রভাব প।ছে জ্বালানি ক্ষেত্রেও। কাতার এনার্জি জানিয়েছে, ইরানি হামলার জেরে তাদের এলএনজি রফতানির প্রায় ১৭ শতাংশ ব্যাহত হয়েছে, যার ফলে বছরে প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।অন্যদিকে, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু দাবি করেছেন, এই যুদ্ধে ইজরায়েল এগিয়ে রয়েছে এবং ইরান ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে। একইসঙ্গে হিজবুল্লাহ উত্তর ইজরায়েলের একাধিক এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি করেছে। পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ইরানের প্রেসিডেঃট মাসুদ পেজেশকিয়ান। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, আন্তর্জাতিক মহল যদি দ্রুত হস্তক্ষেপ না করে, তাহলে এই সংঘাত বৃহত্তর আঞ্চলিক সংকটের রূপ নিতে পারে। এদিকে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্রেসিডেঃট মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান এবং মার্কিন প্রেসিডেঃট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে ফোনে কথা হয়েছে। সেখানে আঞ্চলিক পরিস্থিতি ও বিশ্ব শান্তির ওপর তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা হয়। এই আবহে ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রী জ্যাঁ-নোয়েল বারো শুক্রবার ইজরায়েল সফরে যাচ্ছেন। তিনি ইজরায়েলের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করে আঞ্চলিক নিরাপত্তা, মানবিক সাহায্য এবং উত্তেজনা প্রশমনের বিষয়ে আলোচনা করবেন বলে জানা গেছে।

মার্কিন-ইজরায়েলি হামলায় নিহত নাইনী-প্রতিশোধের হুঁশিয়ারিতে ফুঁসছে ইরান

২১ মার্চ ঃমধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা আরও তীব্র রূপ নিচ্ছে। চলমান সংঘাতের মাঝেই ব।স। ধাক্কা খেল ইরান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযানে নিহত হয়েছেন ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস-এর মুখপাত্র কণ্ঠ ধ্বণ-ঞ্জ্বডডডজ্ঞ গজ্বণ্ণঢটঢ। তাঁর মৃত্যু শুধু সামরিক নয়, কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও নতুন করে উত্তেজনা তৈরি করেছে। প্রতিশোধের হুঁশিয়ারিতে ইতিমধ্যেই সরব তেহরান, আর সেই রেশ গিয়ে পড়েছে ইউরোপ পর্যন্ত-বিশেষ করে ব্রিটেনের দিকে।

কয়েকদিন আগেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প-কে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন Ali Mohammad Naeini। তিনি দাবি করেছিলেন, যদি সত্যিই ইরানের নৌসেনা ধ্বংস হয়ে থাকে, তাহলে সাহস থাকলে পারস্য উপসাগরে রণতরী পাঠিয়ে দেখাক আমেরিকা। এই বক্তব্য আন্তর্জাতিক মহলে যথেষ্ট আলোড়ন তৈরি করেছিল। কারণ, এটি ছিল সরাসরি সামরিক চ্যালেঞ্জ, যা কূটনৈতিক শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

এরপরই ঘটে চরম ঘটনা। মার্কিন-ইজরায়েলি যৌথ হামলায় নিহত হন নাইনি। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম শুক্রবার তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে।সংঘাতের শুরু থেকেই কড়া অবস্থান নিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি দাবি করেছিলেন, ইরানের নৌবাহিনীকে কার্যত নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে আমেরিকা ও ইজরায়েলের সম্মিলিত শক্তি। এমনকি ইরানি রণতরী ধ্বংস করাকে তিনি উপভোগ করছেন বলেও মন্তব্য করেন-যা আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয়। এই মন্তব্যের জবাবেই ক।া ভাষায় প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন Ali Mohammad Naeini। তাঁর বক্তব্য ছিল, বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন, এবং আমেরিকা যদি সাহসী হয়, তাহলে সরাসরি সংঘর্ষে নামুক। এই বাকযুদ্ধের কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। নাইনির মৃত্যুর পর থেকেই ইরানের অভ্যন্তরে ক্ষোভ তীব্র আকার নিয়েছে। শাসকগোষ্ঠী ও সামরিক নেতৃত্ব এটিকে শুধু একটি হত্যাকাণ্ড নয়, বরং দেশের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত হিসেবে দেখছে। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী Abbas Araghchi ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক মহলে সক্রিয় হয়েছেন। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি পরিস্থিতির গুরুত্ব তুলে ধরছেন এবং সতর্কবার্তা দিচ্ছেন। সবচেয়ে তাপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে Abbas Araghchi ফোন করেন ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী Yvette Cooper-কে। এই ফোনালাপে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়-

দক্ষিণ কোরিয়ার কারখানায় বিধ্বংসী আগুনে নিহত ১০

২১ মার্চ ঃ দক্ষিণ কোরিয়ার কেন্দ্রীয় শহর দায়েজিওন-এর দায়েজিওন এলাকায.শুক্রবার বিকেলে একটি গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানায.ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সরকারি সূত্রের খবর, আগুনে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৫৯ জন আহত হয়েছেন। এছাড়াও এখনও অন্তত ৪ জন কর্মী নিখোঁজ রয়েছেন। ঘটনার সময় কারখানার ভিতরে প্রায় ১৭০ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন। আহতদের মধ্যে ২৫ জনের অবস্থা গুরুতর, বাকিদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল। স্থানীয.কর্তৃপক্ষ এবং উদ্ধারকারী দল রাতভর আগুন নিযন্ত্রণের চেষ্টা চালায়। কিন্তু কারখানার কিছু অংশ ধসে যাওয়ার আশঙ্কা থাকায় প্রথমে দমকলকর্মীরা ভিতরে প্রবেশ করতে পারেননি। একবার পরিস্থিতি কিছুটা নিযন্ত্রণে আসে, তখনই উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, কারখানার ভিতরে বিপজ্জনক রাসাযনিক পদার্থ-যেমন সোডিযাম-মজুত ছিল। সরকারি সূত্র অনুযাযী, এখানে ২০০ গ্রামেরও বেশি সোডিযাম ছিল। এই রাসাযনিক পদার্থের কারণে আগুন তীব্র রূপ নেয় এবং বিস্তার দ্রুত হয়। তবে কেন এবং কীভাবে আগুন লেগেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনা তদন্ত করছে। দমকল ও উদ্ধারকারীরা এখনও নিখোঁজ কর্মীদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছেন। আহতদের চিকিসার জন্য সকল প্রযোজনীয.ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেঃদ্র জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে, এবং গুরুতর আহতদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দলে নিয়োগ করা হয়েছে।

নতুন বাংলাদেশের জন্য ঐক্যের বার্তা

ঢাকা, ২১ মার্চ ঃ ঢাকার জাতীয় ইদগাহ ময়দানে সোমবার ইদ-উল ফিতর উপলক্ষে এক নজিরবিহীন দৃশ্যের সাক্ষী থাকল বাংলাদেশের মানুষ। বহু দশক পর প্রথমবারের মতো একসঙ্গে ইদের নমাজে উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী Tarique Rahman এবং রাষ্ট্রপতি Mohammad Shahabuddin। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে এটি একটি বিশেষ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যা তিন দশকেরও বেশি সময় পরে সংঘটিত হলো। নমাজের পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে যমুনার তীরবর্তী রাষ্ট্রীয় ভবনে সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন স্তরের নাগরিক এবং বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। এই মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান এবং নতুন বাংলাদেশ গঠনের প্রতিশ্রুতি দেন।তিনি বলেন, এই ইদের দিনে আমি দেশবাসীর কাছে দোয়া চাই। আপনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন, আমরা আপনারা যে চাহিদা ও প্রত্যাশা দিয়েছেন, তার ভিত্তিতে দেশ গঠনের কাজে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাব। আমরা চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক যেন উন্নয়ন, শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে।উল্লেখযোগ্য, এই প্রথম তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে ইদের উদযাপন করলেন। গতকালই তাঁর প্রার্থিত নির্বাচনের মাধ্যমে বিপুল ভোটে জয়লাভের পর প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণ করেছেন তিনি। দেশের রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবন এবং জনগণের আস্থা বৃদ্ধির ইঙ্গিত হিসেবে এই ঘটনা গুরুত্ব বহন করছে। নমাজের দিনেই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বিশেষ প্রার্থনা করেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মৃতিতে এবং ২০২৪ সালের অভ্যুত্থানকালীন যারা জীবন হারিয়েছেন তাদের জন্য। এই প্রার্থনা শুধু ধর্মীয় নয়, বরং দেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম এবং জনগণের ত্যাগকে সম্মান জানানো হিসেবে প্রতিফলিত হয়। প্রধানমন্ত্রী তারেকের ব্যক্তিগত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তও ইদের দিন স্মৃতিমতে প্রতিফলিত হয়। দীর্ঘদিনের বিদেশ জীবন শেষে নির্বাচনের আগে দেশে ফেরেন তিনি। দেশে ফেরার পরই তার মা, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যু ঘটে। সেই শোককে স্মরণ করে নির্বাচনে জয়লাভের পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের এক গুরুত্বপূর্ণ দিনে তিনি বাবা জিয়াউর রহমান এবং মা বেগম খালেদা জিয়ার কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ফুল দিয়ে.প্রার্থনা করেন এবং পরিবারের সঙ্গে ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ভাগাভাগি করেন। এই অনুষ্ঠানে তারেকের সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং কন্যা। এছাড়াও বিএনপির মহাসচিব Mirza Fakhrul Islam Alamgir এবং দলের অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তাদের উপস্থিতি শুধু রাজনৈতিক সমর্থনই নয়, বরং দলের ঐক্য ও সমর্থনের প্রকাশ হিসেবে ধরা হলো।বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা বিরল। এই একত্রিত ইদের উদযাপন রাজনৈতিক মঞ্চকে একটি শান্তিপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ বার্তা দেয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, দেশের দীর্ঘ সময়ের রাজনৈতিক বিভাজনের পর এমন দৃশ্য নতুন বাংলাদেশের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলই এই একতাবদ্ধ প্রার্থনা ও সমাবেশকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে। প্রধানমন্ত্রী তারেকের নেতৃত্বে দেশের যুবক সমাজ, মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম এবং সাধারণ নাগরিকরা নতুন উদ্যমে দেশের উন্নয়নে কাজ করার প্রতিশ্রুতি পাবে। সংক্ষেপে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ইদের উদযাপন, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ উপস্থিতি, মুক্তিযুদ্ধের শহিদ ও অভ্যুত্থানকালীন শহিদের প্রতি প্রার্থনা-সব মিলিয়ে এই ইদ ছিল ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। তারেক রহমানের বার্তা স্পষ্ট-নতুন বাংলাদেশ গঠনের পথে সবাই একসঙ্গে থাকুন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তিকর ছবি পোস্ট, গ্রেফতার দুই

আগরতলা, ২১ মার্চ (হি.স.)ঃ ত্রিপুরায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার আপত্তিকর ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দ্বারা তৈরি ছবি শেয়ার করার অভিযোগে দু’জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার এই তথ্য জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। অভিযুক্তদের পরিচয় হিসেবে নরসিংগ।রে বাসিঃদা দীপক চন্দ্র পাল এবং নন্দননগরের মঙ্গল কলইয়ের নাম জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার ভোররাতে দীপক চন্দ্র পালকে আটক করা হয়। অন্যদিকে, শুক্রবার গভীর রাত প্রায় ৩টা নাগাদ নঃদন নগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে মঙ্গল কলইকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সম্বলিত কিছু ‘ আপত্তিকর ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেন। ছবিগুলি দ্রুত ভাইরাল হয়ে পড়ে, যার ফলে বিষয়টি পুলিশের নজরে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত শুরু করা হয়। ঘটনার পর পুলিশের একাধিক দল পৃথকভাবে অভিযান চালিয়ে দুই অভিযুক্তকে তাদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। বর্তমানে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ওই ছবিগুলির উৎস এবং কীভাবে সেগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনায় অন্য কারও সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনায় প্রযোজ্য আইনি ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনও ধরনের বিভ্রান্তিকর বা আপত্তিকর কনটেন্ট -বিশেষ করে এআই-নির্ভর কনটেন্ট -শেয়ার করার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো

ঈদের নামাজ শেষেই বন্দুক হাতে দুষ্কৃতীদের দাপাদাপি, আহত ৬! কান্দিতে নামাতে হলো কেন্দ্রীয় বাহিনী

মিঠুন হালদার, কান্দি, ২১ মার্চ ঃ শরিকি জমির মালিকানাকে নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করে শনিবার সকালে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার অন্তর্গত হাটপাড়া এলাকা। দুষ্কৃতীদের দাপাদাপি থামানোর জন্য শেষ পর্যন্ত কান্দি থানার পুলিশকে ওই এলাকায় বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী নামাতে হয়। কান্দি থানার আইসি সহ পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকেরা ইতিমধ্যেই এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে দুষ্কৃতীদের হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ছ'জন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতরা বর্তমানে বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ একটি দেশী বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করতে পারলেও এই ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি বলেই জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে ঈদের নামাজ পড়ার পর হাটপাড়ায় এলাকার বাসিন্দা জনৈক আজান শেখ নিজের তিন ছেলে এবং স্ত্রীকে নিয়ে তাঁরই এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় তৌহিদ শেখের বাড়িতে এসে হাজির হন এবং একটি জমির মালিকানাকে কেন্দ্র করে তাঁদের মধ্যে বিবাদ বেঁধে যায়। সূত্রের খবর, সেই সময় আজান শেখ একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র বার করে তৌহিদের পরিবারের সদস্যদের মারধর করতে শুরু করে। এই সময় ঘটনাস্থলে আজান শেখের তিন ছেলে এবং আর কয়েকজন আত্মীয় বন্দুক, শাবল এবং অন্য ধারালো অস্ত্র নিয়ে হাজির হয়ে যায়। অভিযোগ তাঁরা সকলে মিলে তৌহিদের পরিবারের সদস্যদের ব্যাপক মারধর করে। তৌহিদের পরিবারের সদস্যদের উপর যখন হামলা চলছিল সেই সময় কয়েকজন আজান শেখকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধরে ফেলে। সেই সময় তাঁর বাকি সঙ্গীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে কান্দি থানার পুলিশ এলাকায় পৌঁছালে তৌহিদের পরিবারের সদস্যরা আজানের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রটি পুলিশের হাতে তুলে দেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হামলার ঘটনায় আমিরুল শেখ, রবিউল শেখ, আসিফ শেখ , বানার শেখ, তৌহিদ শেখ এবং সুকেরা বিবি গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের মাথা এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। আহতদেরকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে কান্দির গোকর্ণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁদের অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা আহতদের বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে দেন। আহতদের পরিবারের এক সদস্য রাজিমা খাতুন বলেন, আমাদেরই এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে আজান শেখের একটি জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছে। আজ ঈদের নামাজ শেষে হঠাৎ করেই আজান শেখ, তাঁর স্ত্রী এবং আরও কয়েকজন আমাদের বাড়িতে এসে ওই জমি নিয়ে অশান্তি শুরু করে। রাজিমা বলেন, যেহেতু ওই বিতর্কিত জমির মালিকানা আমাদের নয় তাই আমরা আজানকে বলে দিই এই সমস্যার সমাধান আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সেই সময় হঠাৎই আজান শেখ একটি দেশি পিস্তল বার করে আমাদের বাড়ির সদস্যদেরকে মারধর করতে থাকে। ওই মহিলার অভিযোগ, আজান বন্দুক বার করতেই তাঁর তিন ছেলে এবং আরও কয়েকজন

নিজেদের সঙ্গে আনা আরও তিনটি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র এবং শাবল দিয়ে সকলকে ব্যাপক মারধর করে। রাজমা বলেন, আমাদের উপর যখন হামলা চলছিল সেই সময় বাড়ির মহিলারা কোনওক্রমে আজানকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধরে ফেলেন। গ্রামের অন্য লোকজন আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এলে বাকি দুষ্কৃতীরা নিজেদের সঙ্গে আনা আগ্নেয়াস্ত্রগুলো নিয়ে আমাদের বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। আগ্নেযাস্ত্র নিয়ে হামলার ঘটনার খবর পাওয়ার পরই কান্দি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী ওই এলাকায় পৌঁছে যায়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র হাতে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে। কান্দি থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। দুষ্কৃতীদের সন্ধানে তল্লাশি চলছে।

ঈদ উপলক্ষ্যে সম্প্রীতির বার্তা জামালপুর ব্লক সভাপতির ঃ শুভেচ্ছা জানালেন তৃণমূল প্রার্থীও

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২১ মার্চ ঃ সারা দেশজুড়ে আজ পালিত হচ্ছে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম বড় উৎসব ঈদ। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরেও সাড়ম্বরে উদযাপিত হচ্ছে এই খুশির দিন। বিভিন্ন ঈদগাহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঈদের

নামাজ। বত্রিশবিঘা ঈদগাহে গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে সামগ্রিকভাবে নামাজ আদায় করেন। এই নামাজে অংশ নেন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন। দীর্ঘ একমাস পবিত্র রমজানের রোজা পালনের পর এই দিনটি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে অত্যন্ত আনন্দের। নামাজ শেষে একে অপরকে আলিঙ্গন করে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন সকলে। ছোটদের পাশাপাশি বড়দের উপস্থিতিতেও উৎসবের আনন্দ আরও বেড়ে ওঠে। নামাজ শেষে মেহেমুদ খাঁন সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা দেন। তিনি বলেন, এই বাংলা সম্প্রীতির বাংলা, এখানে সব ধর্মের মানুষ মিলেমিশে আনন্দে দু:খে পাশাপাশি বাস করি। এখানে কোন বিভেদকামী শক্তির ঠাঁই নেই। একই সঙ্গে জামালপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী ভূতনাথ মালিকও ঈদের এই শুভ দিনে মুসলিম ভাই-বোনদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, জামালপুরে দুর্গাপুজো যেমন মহাআড়ম্বরে পালিত হয়, তেমনি ঈদও ধুমধামের সাথে পালিত হয়। জামালপুরে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদের কোন জায়গা নেই।

বৃষ্টির তাণ্ডব! নেতাজি কমার্শিয়াল মার্কেটের ছাদ ধসে প্রাণ গেল নৈশপ্রহরীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২১ মার্চ ঃ রাতভর টানা বৃষ্টির পর শনিবার সকালে মালদা শহরে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বহু পুরনো ও জরাজীর্ণ নেতাজি কমার্শিয়াল মার্কেটের একটি অংশের ছাদ আচমকাই ধসে পড়ে। কংক্রিটের ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল মার্কেটের এক নৈশপ্রহরীর। একই ঘটনায় গুরুতর আহত হন আরও এক যুবক। জানা গেছে, মৃত নৈশপ্রহরীর নাম মিন্টু সরকার এবং ঘটনায় আহত হয়েছে আরও এক যুবক নাম দীপ সর্দার। তাকে উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে। ঘটনার পর তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনী ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল। দীর্ঘ উদ্ধারকাজ চালিয়ে ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে মিন্টু সরকারের দেহ উদ্ধার করা হয়। আহত ব্যক্তিকেও উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতভর লাগাতার বৃষ্টির জেরেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। বহুদিন ধরে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকা এই পুরনো বিল্ডিংয়ের ছাদ দুর্বল হয়ে পড়েছিল, যার ফলেই এমন বিপর্যয় নেমে আসে। এদিকে ব্যবসায়ী সংগঠন ও মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এই মার্কেটের সংস্কারের দাবি জানানো হচ্ছিল। ২০১৮ সাল থেকেই প্রশাসন ও পৌরসভার কাছে বারবার আবেদন করা হলেও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাদের দাবি, সেই অবহেলার ফলেই আজ এই প্রাণহানির ঘটনা ঘটল।

অঝোরে তুষারপাত চলছে সান্দাকফুতে, তুষারঝড়ে আটকে পর্যটকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ২১ মার্চ ঃ হঠাৎ সাদা বরফে ঢেকে গেল সান্দাকফু। শনিবার থেকে লাগাতার তুষারপাতের জেরে পর্যটকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। প্রায় ৬ ইঞ্চি বরফ জমেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, যার ফলে বেশ কয়েকজন পর্যটক সান্দাকফু এলাকায় আটকে পড়েছেন বলে সূত্রের খবর। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রবল তুষারপাতের কারণে পাহাড়ি রাস্তার পরিস্থিতি দ্রুত খারাপ হচ্ছে। বিশেষ করে জেএন (জওহরলাল নেহরু) রোড আপাতত ১৫ মাইল পর্যন্ত খোলা থাকলেও তার পরবর্তী অংশে যাতায়াত কার্যত ব্যাহত।

ফলে সান্দাকফুর সঙ্গে যোগাযোগ অনেকটাই সীমিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, সিকিমের বিভিন্ন এলাকাতেও তুষারপাত অব্যাহত রয়েছে। উত্তর সিকিমের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় আংশিক বা সম্পূর্ণ বাধা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, লাচেন থেকে থাঙ্গু এবং থাঙ্গু থেকে গুরুদোঙমার যাওয়ার রাস্তা বন্ধ রয়েছে। পাশাপাশি ইউমথাং থেকে জিরো পয়েন্টের রাস্তাও তুষারের কারণে অচল হয়ে পড়েছে। তবে কিছু রাস্তায় এখনও যান চলাচল স্বাভাবিক বা আংশিকভাবে চালু রয়েছে। চুংথাং থেকে লাচুং এবং মঙ্গন যাওয়ার একাধিক রাস্তা খোলা রয়েছে, যদিও হালকা যানবাহন ছাড়া বড় গাড়ি চলাচলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে পর্যটকদের অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে, সান্দাকফুকে ঘিরে এই তুষারপাত যেমন একদিকে প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, তেমনই অন্যদিকে নিরাপত্তা নিয়ে বাড়ছে দুশ্চিন্তা। আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধারে প্রশাসনের তৎপরতা বাড়ানো হচ্ছে বলে জানা গেছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে এবং চূড়ান্ত তথ্যের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

উচ্চ সুদের ফাঁদে সর্বনাশ! শান্তিপুরে চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে পথে শতাধিক মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২১ মার্চ ঃ নদীয়ার শান্তিপুরে চিটফান্ডের প্রলোভনে পড়ে সর্বস্বান্ত হলেন শতাধিক মহিলা। 'অগ্রগতি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' নামে একটি সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুলে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন ভুক্তভোগীরা। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাঠপাড়া, চৈতন্যপল্লি- সহ আশপাশের এলাকার বহু মহিলা গত প্রায় দুই বছর ধরে ওই সংস্থায় সাপ্তাহিক কিস্তিতে টাকা জমা করছিলেন। সংস্থার তরফে কম সঞ্চয়ে বেশি সুদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার লোভও দেখানো হয়। প্রথমদিকে কয়েকজনকে ঋণ দেওয়া হলেও ধীরে ধীরে সেই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ। ভুক্তভোগীদের দাবি, চলতি মাসেই সুদ-সহ পুরো টাকা ফেরত পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসতেই হঠাৎ সংস্থার অফিসে তালা ঝুলতে দেখা যায়। কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগের সমস্ত পথও বন্ধ হয়ে যায়। এরপরই প্রতারণার বিষয়টি স্পষ্ট হয়। বহু মহিলা তাঁদের জীবনের সঞ্চিত সম্বল হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। প্রতারিতদের অভিযোগ, সংস্থার কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা সংগ্রহ করতেন, ফলে তাঁদের উপর আস্থা তৈরি হয়েছিল। সেই বিশ্বাসকেই কাজে লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে দাবি। ঘটনার পর শান্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতার ও টাকা উদ্ধারের দাবি তুলেছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। এই ঘটনার পর ফের একবার চিটফান্ড সংস্থার প্রতারণা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। প্রশাসনের তরফে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন পূর্বে পুরুলিয়ায় দলবদলের ঝড়, তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে দিব্যজ্যোতি, বদলাচ্ছে কি রাজনৈতিক সমীকরণ?

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২১ মার্চ ঃ পুরুলিয়ার রাজনীতিতে নতুন করে চাঞ্চল্যের সঞ্চার করল একাধিক দলবদলের ঘটনা। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা স্তরের গুরুত্বপূর্ণ পদ ছেড়ে এবার কংগ্রেসে যোগ দিলেন দিব্যজ্যোতি প্রসাদ সিংদেও। শনিবার সকালে পুরুলিয়া জেলা কংগ্রেস ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি নেপাল মাহাতো। যোগদানের পর শহরে একটি মিছিলও বের করা হয়, যা রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, পুরুলিয়া বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে কংগ্রেসের ভবিষ্যত পরিকল্পনায় দিব্যজ্যোতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী করা হতে পারে বলেও জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। পঞ্চকোট রাজপরিবারের সদস্য এবং প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সৌমেশ্বরলাল সিং দেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে নির্বাচনে না লড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এই যোগদান আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য এই দলবদলকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ। পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা বান্দোয়ানের প্রার্থী রাজীবলোচন সোরেন জানিয়েছেন, হোয়াটসঅ্যাপে ওই পদত্যাগ পত্র পেয়েছি। বিষয়টি দলকে জানিয়ে দিয়েছি। তাঁর কথায়, এই ঘটনায় দল কোনওভাবেই বিচলিত নয়। প্রসঙ্গত, তৃণমূল ছাড়ার আগে দিব্যজ্যোতি প্রসাদ সিংদেও নিজেই দলের অভ্যন্তরীণ অসন্তোষের কথা প্রকাশ্যে এনেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, কঠিন মনোভাব নিয়ে এই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিছু করার ছিল না। পুরুলিয়া বিধানসভায় তৃণমূলে কোনও সম্মান নেই। আমরা যে দল করি, কাজ করি তার কোন মূল্য নেই। সব কিছু রিপোর্ট দেখে হচ্ছে। হয়তো আমি ফিট নই। তিনি আরও জানিয়েছিলেন, ২০২১-র ভুল আবার হল, আমরা তখনই জানিয়েছিলাম। তবে আমি মাঠে আছি। এদিকে একই দিনে আর এক গুরুত্বপূর্ণ দলবদল নজর কেড়েছে। জয়পুর রাজপরিবারের সদস্য দিব্যজ্যোতি সিং দেও তৃণমূল ছেড়ে যোগ দিয়েছেন ঝাড়খণ্ড লোকতান্ত্রিক ক্রান্তিকারী মোর্চা-য়। দলের সুপ্রিমো তথা ডুমরির বিধায়ক টাইগার জয়রাম মাহাতো তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। একদিনে দুই 'দিব্যজ্যোতির' দলবদল পুরুলিয়ার রাজনৈতিক অঙ্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিশেষত, তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে এই স্থানান্তর কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ধরনের পরিবর্তন ভোটের সমীকরণে বড়সড় প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। সব মিলিয়ে, পুরুলিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। আগামী দিনে এই দলবদলের প্রভাব কতটা গভীর হয়, এখন সেদিকেই নজর সকলের।

সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি অর্জন উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২১ মার্চ ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সবুজ শক্তি ও স্থির উন্নয়নের প্রতি অঙ্গীকার পূরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে এবং বিভিন্ন ডিভিশন ও ইউনিটে সৌরশক্তি স্থাপনের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি সাধন হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত, ২০১১-এ সৌরশক্তি ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণের সূচনা থেকে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে মোট স্থাপিত সৌর সক্ষমতা ৩১.৮৯০ এমডব্লিউপি-এ পৌঁছেছে। কেবল বর্তমান অর্থবছর ২০২৫-২৬-এর সময়কালেই, ২২.৭৩৪ এমডব্লিউপি অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, যা নবীকরণযোগ্য শক্তি গ্রহণের লক্ষ্যে ত্বরান্বিত প্রচেষ্টারই প্রতিফলন। ডিভিশনগুলিতে, লামডিং (গুয়াহাটি অংশ সহ) সর্বোচ্চ ১৩.৩৩৪ এমডব্লিউপি-এর প্রতিস্থাপন করেছে, তারপরে ৮.৯৪১ এমডব্লিউপি প্রতিস্থাপন সহ রঙিয়া ডিভিশনের স্থান রয়েছে। সৌর প্রকল্পের স্থাপনের ফলে উল্লেখযোগ্য পরিচালনগত সুবিধা অর্জিত হয়েছে। ২০২৫-২৬ (ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত) সময়কালে, গড় মাসিক সৌরশক্তি উৎপাদন প্রায় ৯.১৮ লক্ষ ইউনিট দাঁড়িয়েছে, যার ফলে প্রায় ৬৮.৮০ লক্ষ টাকা গড় মাসিক আর্থিক সাশ্রয়

হয়েছে। এটি কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস করার পাশাপাশি শক্তির ব্যয় হ্রাসকে সর্বোত্তম পর্যায়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায়। সবুজ শক্তি পোর্টফোলিওকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গতঃ বিভিন্ন ডিভিশনে প্রায় ১৯.১৪ এমডব্লিউপি-এর অতিরিক্ত সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। লামডিং, রঙিয়া, কাটিহার এবং আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বেশ কিছু বড় স্থাপনা নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা অদূর ভবিষ্যতে সামগ্রিক নবীকরণযোগ্য শক্তি সক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে। এই পদক্ষেপগুলি স্থায়ী বিকাশের প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অঙ্গীকার এবং 'নেট জিরো কার্বন নির্গমনকারী' পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়ের পরিকল্পনাকে সহায়তা প্রদানে তাদের সক্রিয় ভূমিকার ওপর জোর দেয়।

বাগডোগরায় ধরা পড়ল শাল কাঠ পাচার চক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ ঃ শিলিগুড়ি সংলগ্ন বাগডোগরায় বন দফতরের তৎপরতায় বড়সড় চোরাচালান চক্রের হদিস মিলল। ধানের তুষের আড়ালে শাল কাঠ পাচারের চেষ্টা ভেস্তে দিয়ে গোঁসাইপুর চেকপোস্টে একটি পিকআপ ভ্যান আটক করা হয়েছে। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ওই গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। প্রথমে সাধারণ মালবাহী গাড়ি বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু তুষ সরাতেই সামনে আসে বিপুল পরিমাণ শাল কাঠ, যা বেআইনিভাবে পরিবহণ করা হচ্ছিল। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পিকআপ ভ্যানের চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম বাবাই দেবনাথ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যাচ্ছে, শিলিগুড়ির শালবাড়ি এলাকা থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তা বিহারে পাচারের পরিকল্পনা ছিল। ন দফতরের আধিকারিকদের মতে, চোরাচালানকারীরা নজর এড়াতে নতুন নতুন কৌশল নিচ্ছে। ধানের তুষের মতো সাধারণ জিনিসের আড়াল ব্যবহার করে কাঠ পাচারের এই পদ্ধতি তাঁদের সেই চেষ্টারই প্রমাণ। ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুরো ঘটনার সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে বাগডোগরা বন দফতর। তদন্ত এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে এই চক্রের আরও তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

কৃষ্ণগঞ্জে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগে সরব বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২১ মার্চ ঃ নির্বাচনের দামামা বাজতেই নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। শনিবার সরকারি দেওয়ালে শাসকদলের প্রার্থীর সমর্থনে লিখনকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছে বিরোধী দল বিজেপি। নির্বাচন ঘোষণার পর কৃষ্ণগঞ্জ বিডিও অফিসের নির্দেশে রাস্তার দু'ধারের সমস্ত রাজনৈতিক পতাকা, ব্যানার ও ফেস্টুন সরানোর কাজ শুরু হয়। অভিযোগ, সেই নির্দেশ মেনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার সামগ্রী সরানো হলেও কৃষ্ণগঞ্জের কৃষক বাজারের বিপরীতে শিবনিবাস বাসস্ট্যান্ডের সরকারি দেওয়ালে শাসকদলের সমর্থনে করা লিখন এখনও মোছা হয়নি। এই ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যেও বিস্ময় তৈরি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা কনভেনার অমিত প্রামাণিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে বলেন, নির্বাচন কমিশনের কর্মীরা এখনও শাসকদলের হয়ে কাজ করছেন। তাঁদের দলের পতাকা দ্রুত খুলে ফেলা হলেও সরকারি দেওয়ালের লিখন কেন এখনও রয়ে গেছে, সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। অবিলম্বে ওই লিখন মুছে ফেলার দাবি জানানো হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে প্রশাসন বা নির্বাচন কমিশনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

হাওড়া ও নয়াদিল্লির মধ্যে চলবে বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে রেল কর্তৃপক্ষ হাওড়া ও নয়াদিল্লির মধ্যে একটি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৪০৫২ নয়াদিল্লি - হাওড়া স্পেশাল ট্রেনটি ২৩.০৩.২০২৬ তারিখে ১৮.১৫ ঘটিকায় নয়াদিল্লি থেকে ছেড়ে পরের দিন ২৩.৪০ ঘটিকায় হাওড়ায় পৌঁছাবে। অন্যদিকে, ০৪০৫১ হাওড়া - নয়াদিল্লি স্পেশাল ট্রেনটি ২৫.০৩.২০২৬ তারিখে ০১.৪০ ঘটিকায় হাওড়া থেকে ছেড়ে পরের দিন ০৮.২০ ঘটিকায় নয়াদিল্লিতে পৌঁছাবে। যাত্রাপথে উভয় দিকেই পূর্ব রেলের আওতাধীন স্টেশন-ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর এবং জসিডি-তে ট্রেনটি থামবে। এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (General Second Class), স্লিপার শ্রেণী এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (AC) বগির ব্যবস্থা থাকবে। উপরোক্ত বিশেষ ট্রেনটির টিকিট বুকিংয়ের তারিখ শীঘ্রই জানিয়ে দেওয়া হবে।

দুর্গাপুজোর মতো ঈদেও থিমের বাহার, জেলায় ছড়াচ্ছে সম্প্রীতি ও ঐক্যের বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২১ মার্চ ঃ দুর্গাপুজোর মতো পবিত্র ঈদ উপলক্ষ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায় নজরকাড়া থিম। দর্শনার্থীদের জন্য একাধিক থিমের আয়োজন করা হয়েছে। বারুইপুর থেকে জয়নগর, এক সপ্তাহব্যাপী ঈদ মিলন উৎসবের আয়োজন। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন থিম তৈরি হয়েছে। কোথাও তাজমহল, কোথাও আবার লালকেল্লা, ইন্ডিয়া গেট সহ একাধিক থিম দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার শিল্পীরা এই

থিমের কাজ করেছেন। উত্তর খোদার বাজার যুব সংঘের ৪৭তম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এবারের থিম রাখা হয়েছে 'মরুর বুকে জান্নাতের অঙ্কুর'। এই ভাবনার মধ্য দিয়ে সংঘের সদস্যরা ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান মসজিদুল নববীর প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বের প্রেক্ষাপট তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আয়োজকদের মতে, মহানবী হজরত মুহাম্মদের অত্যন্ত সাধারণ ও সংযমী জীবনযাপনের দৃষ্টান্তই এই থিমের মূল অনুপ্রেরণা। সেই সময়ে নবীজি যে ছোট্ট অঙ্কুর রোপণ করেছিলেন, আজ তা এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এই প্রতীকী ধারণাই মণ্ডপসজ্জা ও উপস্থাপনায় ফুটে উঠেছে। শুধু ধর্মীয় ইতিহাস নয়, বর্তমান সময়ের সাম্প্রদায়িক হানাহানির প্রেক্ষাপটে সম্প্রীতির বার্তাও তুলে ধরেছেন উদ্যোক্তারা। তাঁদের মতে, এই উদ্যোগ মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহাবস্থানের গুরুত্বকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেবে। সমগ্র আয়োজন স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে বিশেষ সাড়া ফেলেছে এবং সম্প্রীতি ও ঐক্যের এক অনন্য বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে। ঈদের নানা নজরকাড়া থিম দেখতে উপচে পড়ছে দর্শনার্থীদের ভিড়।

রাতের অগ্নিকাণ্ডে ছাই পাঁচ পরিবার! নদীয়ার তাজপুরে পুড়ে নিঃস্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২১ মার্চ ঃ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মুহূর্তে ছাই হয়ে গেল পাঁচটি পরিবারের স্বপ্ন। নদীয়ার করিমপুর বিধানসভার মরুটিয়া অঞ্চলের তাজপুর গ্রামে গতকাল গভীর রাতে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায় একাধিক বসতবাড়ি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি ছাগলের ঘরে রাখা মাটির চুল্লি (মটিন) থেকেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। রাতের অন্ধকারে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের বাড়িগুলিতে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনে ঘরের ভিতরে থাকা সমস্ত কিছুই মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির দাবি, খাদ্য সামগ্রী থেকে শুরু করে চাল-ডাল, নগদ টাকা-সবকিছুই আগুনে পুড়ে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। এমনকি এই অগ্নিকাণ্ডে পাঁচটি ছাগলেরও মৃত্যু হয়েছে, যা পরিবারগুলির আর্থিক ক্ষতিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ঘটনার পর থেকেই কার্যত খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। সর্বস্ব হারিয়ে দিশেহারা পরিবারগুলি সরকারের কাছে অবিলম্বে আর্থিক সাহায্য ও পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন। প্রশাসনের তরফে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে। তবে দ্রুত সহায়তা না পেলে পরিস্থিতি আরও সংকটজনক হয়ে উঠবে বলেই আশঙ্কা।

রানাঘাটে প্রার্থী নিয়ে বিজেপির অন্দরে বিক্ষোভ, পার্টি অফিসে ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২১ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রার্থী নির্বাচন ঘিরে অশান্তির আঁচ এবার নদীয়ার রানাঘাটে। রানাঘাট উত্তর-পূর্ব এবং রানাঘাট দক্ষিণ- এই দুই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন দলীয় কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। শনিবার দুপুরে নদীয়া দক্ষিণ জেলা বিজেপি কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পরে স্থানীয় নেতৃত্বকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রানাঘাট উত্তর-পূর্ব কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে অসীম বিশ্বাস-কে। অন্যদিকে রানাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন অসীমকুমার বিশ্বাস। কিন্তু এই দুই প্রার্থীকে নিয়ে আপত্তি তুলেছেন স্থানীয় কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। তাঁদের দাবি, দলের পুরনো ও সক্রিয় কর্মীদের উপেক্ষা করে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়েছে। শনিবার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থিত দলীয় কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন বিক্ষুব্ধ কর্মীরা। ঢাক-ঢোল, কাঁসর বাজিয়ে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান এবং প্রার্থীদের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন। এরপরই উত্তেজনা চরমে ওঠে এবং অফিসে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে বর্তমান প্রার্থীদের সরিয়ে নতুন মুখ ঘোষণা করতে হবে। তা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারিও দেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে রানাঘাট দক্ষিণের প্রার্থী অসীমকুমার বিশ্বাস বিক্ষোভের তীব্রতা খারিজ করে দেন। তাঁর দাবি, কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই। একাংশ বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। তৃণমূলের থেকে টাকা নিয়ে এই কাজ করছেন তাঁরা। আমার বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে যাব। মানুষের আশীর্বাদে জিতব। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই অসন্তোষের ছবি সামনে আসছে। পাহাড় থেকে সমতল-বিভিন্ন জায়গায় প্রার্থী বদলের দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে। সম্প্রতি কলকাতার বেলেঘাটা কেন্দ্রেও প্রার্থী নির্বাচন ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়। সেই ঘটনায় দলের অভ্যন্তরীণ মতভেদের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। এমনকি ওই ঘটনায় বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়- এর বিরুদ্ধে কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগও ওঠে। রানাঘাট দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। সেখানে এই ধরনের প্রকাশ্য বিক্ষোভ দলীয় সংগঠনের জন্য অস্বস্তিকর বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। নির্বাচনের আগে এমন পরিস্থিতি বিরোধীদের হাত শক্ত করতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, প্রার্থী নির্বাচন ঘিরে বিজেপির অন্দরে অসন্তোষ যে ক্রমশ বাড়ছে, রানাঘাটের ঘটনা তারই আর এক উদাহরণ। এখন দেখার, দলীয় নেতৃত্ব দ্রুত এই পরিস্থিতি সামাল দিতে কী পদক্ষেপ নেয় এবং তা নির্বাচনী ফলাফলে কতটা প্রভাব ফেলে।

IN THE COURT OF THE Ld. CIVIL JUDGE (JUNIOR DIVISION) AT BALURGHAT, DAKSHIN DINAJPUR

মোকদ্দমা নং- ৬৫ / ২০২৫ (Succession)

১। স্বপন কর, পিতা- মৃত উপেন্দ্র নাথ কর, সাং-চকভৃগু (বিবেকানন্দ ক্লাবের নিকটে), পোঃ- চকভৃগু, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর।
২। তপন কুমার কর, পিতা- মৃত উপেন্দ্র নাথ কর, সাং- চকভৃগু (বিবেকানন্দ ক্লাবের নিকটে), পোঃ- চকভৃগু, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর।
৩। মালা দাস, স্বামী- কার্ত্তিক দাস, সাং- বৈকুন্ঠপুর, পোঃ ও থানা- হিলি, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর।
৪। শীলা দাস, স্বামী-পরিমল দাস, সাং- চকভৃগু (বিবেকানন্দ ক্লাবের নিকটে), পোঃ- চকভৃগু, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর।

........দরখাস্তকারী

- বনাম-

D.L. & L.R.O. Balurghat, Dakshin Dinajpur.

.........প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী মৃত গৌতম কর এর ত্যক্ত টাকা পয়সা যাহা দক্ষিণ দিনাজপুর D.L. & L.R.O. Office (কর্মক্ষেত্র বালুরঘাট Collectorate) শাখায় জমা রহিয়াছে তাহার Succession শংসাপত্র পাইবার কামনায় অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিয়ায়ছেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ইং ০৫।০৫।২০২৬ তারিখের মধ্যে আদালতে স্বয়ং বা প্রতিনিধির দ্বারা উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

SCHEDULE OF THE PROPERTY

1. Death Gratuity Rs. 12,35,304/- (as per calculation sheet of pension gratuity, dt. 14.12.2024 Rs. 16,00,000/-).
2 G.P.F.
3. Leave Salary as to be assessed.

Nihar Ranjan Saha
Sherstadar
Civil Judge (Junior Dielelon)
Balurghat Dakshin Dinajpur.

Office of the Udaynarayanpur Development Block
Udaynarayanpur, Howrah

E-Tender No.- WB/ENIQ-1(DCRC)/UNPUR/WBLA-2026, Dt- 20/03/2026 for 01 no scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Development Block. **Tender ID- 2026_ZPHD_1023333_1.**
Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

SD/-
Block Development Officer
Udaynarayanpur Dev. Block

বিজ্ঞপ্তি

DSP MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Sunday, 22nd March 2026	James Long Sarani, 9B, Sahid Dinesh Gupta Road, Jadu Colony, Sarada Pally, Kolkata - 700034	5:30 PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

অযোধ্যার রামমন্দিরে পন্থ-গোয়েঙ্কাদের প্রার্থনা, নতুন শুরুর ইঙ্গিত

২১ মার্চ ঃ আসন্ন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ-এর আগে নিজেদের ভাগ্য বদলের আশায় আধ্যাত্মিকতার পথে হাটল লক্ষৌ সুপার জায়ান্টস। গত কয়েকটি মরশুমে প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারায় এবার নতুন উদ্যমে ঘুরে দাঁ।ানোর লক্ষ্য নিয়েছে দলটি। আর সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই অযোধ্যার পবিত্র ভূমিতে পৌঁছে ভগবান রামের আশীর্বাদ চাইলেন দলের কর্ণধার Sanjiv Goenka এবং অধিনায়ক Rishabh Pant উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় অবস্থিত রাম মন্দির-এ গিয়ে প্রার্থনায় অংশ নেন তাঁরা। শুধু পন্থ ও গোয়েঙ্কাই নন, দলের আরও কয়েকজন সদস্যও এই সফরে সামিল হয়েছেন। আইপিএলের মতো উচ্চচাপের টুর্নামেন্টের আগে এই সফরকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বিশেষ তাৎপর্য-একদিকে আধ্যাত্মিকতা, অন্যদিকে নতুন করে শুরু করার মানসিক প্রস্তুতি। লখনউ সুপার জায়ান্টসের পক্ষ থেকে তাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে এই সফরের ছবি শেয়ার করা হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তিভরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ঋষভ পন্থ ও সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। ক্যাপশনে জানানো হয়, আইপিএল শুরুর আগে প্রার্থনা করতেই এই সফর। দল চাইছে, আসন্ন মরশুমে যেন সবকিছু ইতিবাচকভাবে এগোয়। সংবাদ সংস্থার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বলেন, ভগবান রামের কাছে বারবার প্রার্থনা করতে হয়। আইপিএল শুরু হতে চলেছে, তাই দলের সকলের জন্য আশীর্বাদ চাইছি। যেন সব কিছু সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়। তাঁর এই মন্তব্যে স্পষ্ট-দল কেবল ক্রিকেটীয় প্রস্তুতিই নয়, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকেও নিজেদের তৈরি করতে চাইছে। লখনউ সুপার জায়ান্টসের আইপিএল যাত্রা শুরু থেকেই বেশ উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে গেছে। প্রথম দু'টি মরশুমে প্লে-অফে উঠলেও শেষ পর্যন্ত ফাইনালে পৌঁছতে পারেনি দল। গত মরশুমে আরও খারাপ ফল করে তারা লিগ টেবিলের সপ্তম স্থানে শেষ করে। দল গঠন, কৌশল নির্ধারণ-সব ক্ষেত্রেই কিছু সিদ্ধান্ত তাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে বলে মনে করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে নতুন অধিনায়ক হিসেবে ঋষভ পন্থের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ চোট কাটিয়ে ফিরে আসা এই উইকেটকিপার-ব্যাটার এবার দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর আগ্রাসী মানসিকতা এবং ম্যাচ ঘোরানোর ক্ষমতা লখনউয়ের জন্য বড় সম্পদ হতে পারে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। এবারের আইপিএলে লখনউ সুপার জায়ান্টস তাদের অভিযান শুরু করবে ১ এপ্রিল, Delhi Capitals-এর বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে। এই ম্যাচ দিয়েই নতুন যাত্রার সূচনা করতে চাইছে দলটি। তবে শুধু আধ্যাত্মিক সফরই নয়, দল নিজেদের ব্র্যান্ডিংয়েও পরিবর্তন এনেছে। সম্প্রতি লখনউ সুপার জায়ান্টস নতুন লোগো প্রকাশ করেছে। সেই লোগোতে একটি হাতির মুখের উপর ' লেখা রয়েছে। যদিও পুরো নাম নেই, কিন্তু প্রতীকী দিক থেকে এই লোগো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দলের তরফে জানানো হয়েছে, নতুন লোগোতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক-গরুড়, মুকুট এবং হাতি-একত্রিত করা হয়েছে। এই প্রতীকগুলি উত্তরপ্রদেশ এবং বিশেষ করে লখনউয়ের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। পাশাপাশি, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দলের প্রতি সমর্থকদের আবেগকেও এই লোগো প্রতিফলিত করে। বিশ্লেষকদের মতে, এই পরিবর্তনগুলি শুধুমাত্র বাহ্যিক নয়, বরং দলের মানসিকতাতেও একটি নতুন সূচনা নির্দেশ করে। অতীতের ব্যর্থতা ভুলে গিয়ে নতুন করে নিজেদের গা। তুলতে চাইছে লখনউ। ক্রিকেটে কৌশল, দক্ষতা এবং ফিটনেস যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই মানসিক শক্তিও বড় ভূমিকা নেয়। অনেক সময় দল বা খেলোয়াড়রা নিজেদের আত্মবিশ্বাস বা।াতে আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় নেন। লখনউ সুপার জায়ান্টসের এই রামমন্দির সফরও সেই ধারারই একটি অংশ। সব মিলিয়ে, আইপিএলের আগে লখনউ সুপার জায়ান্টসের এই পদক্ষেপ স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে-তারা এবার শুধুমাত্র অংশগ্রহণ করতে নয়, বরং জয়ের লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামতে প্রস্তুত। ভগবান রামের আশীর্বাদ এবং নতুন কৌশল-এই দুইয়ের সমন্বয়ে তারা কি সফল হবে, তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে মাঠের লড়াইয়ের জন্য।

অস্ট্রেলিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে তৃতীয়বার জিতল জাপান

সিডনি, ২১ মার্চ (হি.স.)ঃ শনিবার সিডনিতে রেকর্ড সংখ্যক ৭৪,৩৫৭ জন দর্শকের সামনে মাইকা হামানোর একমাত্র গোলে অপ্রতিরোধ্য জাপান অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে তৃতীয় মহিলা এশিয়ান কাপ শিরোপা জয় করেছে। টটেনহ্যামের তারকা ১৭ মিনিটে দূরপাল্লার এক দুর্দান্ত শটে গোল করে অস্ট্রেলিয়ার হৃদয় ভেঙে দেন এবং জাপানের ২০১৪ ও ২০১৮ সালের মহাদেশীয় শিরোপার মুকুটে আরেকটি পালক যোগ করেন। সেই ফাইনালগুলোও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১-০ গোলের জয়ে শেষ হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতা আগামী বছর ব্রাজিলে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব হিসেবেও কাজ করেছে, যেখানে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চিন , উত্তর কোরিয়া এবং ফিলিপাইন সবকটিই বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। সম্প্রতি চিনের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গোলেই অস্ট্রেলিয়াকে ফাইনালে পৌঁছে দিয়েছেঅস্ট্রেলিয়ার ' প্রজন্ম'-এর বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ ফুটবলারের কাছে এটি বড় শিরোপা জয়ের শেষ সুযোগ হতে পারে। ক্যাটারিনা গোরি, এমিলি ভ্যান এগমন্ড ও স্টেফ ক্যাটলির মতো খেলোয়াড়রা কেরিয়ারের শেষ পর্যায়ে থাকায় এই ম্যাচ তাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে, জাপানও শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে মাঠে নামছে। ডেনমার্কের কোচ নিলস নিলসেনের অধীনে সাম্প্রতিক সময়ে দলটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। ২০২৩ বিশ্বকাপ ও প্যারিস অলিম্পিকে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়ার পর নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ' দল।ইতিহাসও জাপানের পক্ষেই কথা বলছে।

পুরো মরশুম খেলবেন না, তবু পুরো টাকা?-বিদেশি ক্রিকেটারদের 'বিশ্রাম' ইস্যুতে তোপ আকাশ চোপড়ার

মুম্বই, ২১ মার্চ ঃ আসন্নইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ শুরুর আগেই নতুন বিতর্কে জড়াল বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। চোট-আঘাতের সমস্যার পাশাপাশি এবার সামনে এসেছে আরেক বড় প্রশ্ন-বিদেশি ক্রিকেটারদের 'ম্যানেজড রেস্ট' বা মাঝপথে বিশ্রাম নেওয়ার প্রবণতা। এই ইস্যুতে সরব হলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার আকাশ চোপড়া। তাঁর সরাসরি প্রশ্ন-যদি কোনও ক্রিকেটার পুরো মরশুম খেলতেই না চান, তবে তাঁরা কেন পুরো চুক্তির অর্থ নেবেন? ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার একাধিক তারকা পেসার আইপিএলের শুরু থেকেই অনুপস্থিত থাকবেন বা পুরো মরশুম খেলবেন না। Pat Cummins ও Mitchell Starc-দু'জনেই চোটের কারণে টুর্নামেঃটর শুরুতে খেলতে পারবেন না। তাঁরা বর্তমানে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় রয়েছেন, ফলে তাঁদের অনুপস্থিতি কিছুটা হলেও স্বাভাবিক বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু বিতর্ক আরও ঘনীভূত হয়েছে Josh Hazlewood-কে ঘিরে। তিনি পুরোপুরি সুস্থ থাকলেও তাঁকে নাকি গোটা আইপিএল মরশুমে খেলতে দিতে রাজি নয় Cricket Australia। কারণ হিসেবে সামনে আনা হয়েছে ভবিষ্যৎ টেস্ট সিরিজের আগে বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা। এই যুক্তি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন আকাশ চোপড়া। তাঁর বক্তব্য, যে ক্রিকেটার টি-টোয়েন্টি ফরম্যাট থেকেই প্রায় সরে দাঁড়িয়েছেন এবং দীর্ঘদিন কোনও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলেননি, তাঁকে আবার আইপিএলে পুরোপুরি অংশ নিতে না দেওয়ার কারণ কী? তাঁর মতে, এতে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আরও বেশি

সমালোচনার মুখে পড়েছেন নিউজিল্যান্ডের পেসার Lockie Fergusonú জানা গিয়েছে, তিনি ব্যক্তিগত কারণে-বিশেষ করে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য-এই মরশুমে আংশিক অংশগ্রহণ করবেন। অর্থা, পুরো টুর্নামেন্ট খেলবেন না। এই প্রসঙ্গেই আকাশ চোপড়া ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, আপনি যদি ১৪ ম্যাচের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন, কিন্তু ৭ ম্যাচ খেলেই চলে যান, তাহলে ফ্র্যাঞ্চাইজির পরিকল্পনা ভেঙে পড়ে। সে ক্ষেত্রে পুরো পারিশ্রমিক নেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত? উল্লেখ্য, লকি ফার্গুসনকে প্রায় ২ কোটি টাকায় দলে নিয়েছে Punjab Kingsú কিন্তু তিনি যদি অর্ধেক ম্যাচ খেলেন, তাহলে দলের কৌশলগত পরিকল্পনায় বড়সড় ধাক্কা লাগবে বলেই মনে করা হচ্ছে। আকাশ চোপড়ার মতে, ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির উচিত চুক্তির সময় আরও স্পষ্ট শর্ত রাখা। কোন ক্রিকেটার কত ম্যাচ খেলবেন, কোন পরিস্থিতিতে বিশ্রাম নেবেন-এসব আগে থেকেই নির্ধারিত থাকা দরকার। তা না হলে টুর্নামেন্টের মাঝপথে এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হলে দলগুলো সমস্যায় পড়ে। এই বিতর্ক আইপিএলের কাঠামো নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন তুলছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সূচি, জাতীয় বোর্ডের নির্দেশ, এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের প্রতিশ্রুতি-এই তিনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। সব মিলিয়ে, আইপিএল শুরুর আগেই বিদেশি ক্রিকেটারদের আংশিক অংশগ্রহণের বিষয়টি বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে। আকাশ চোপ।ার মন্তব্য সেই বিতর্ককে আরও উসকে দিয়েছে। এখন দেখার, ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি এই পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেয় এবং ভবিষ্যতে চুক্তির শর্তে কোনও পরিবর্তন আনে কিনা।

বিসিসিআইয়ের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ তুলে ধারাভাষ্য থেকে সরে দাঁড়ালেন লক্ষ্মণ শিবরামকৃষ্ণন

২১ মার্চ ঃ ভারতীয় ক্রিকেটে এক বিতর্কিত অধ্যায়ের সূচনা হল আইপিএলের ঠিক আগে। প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনার ও অভিজ্ঞ ধারাভাষ্যকার Laxman Sivaramakrishnan আচমকাই ঘোষণা করলেন তাঁর অবসর। তবে এই অবসর শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়-এর পেছনে রয়েছে গুরুতর অভিযোগ। তাঁর দাবি, গায়ের রঙের কারণে তাঁকে বঞ্চিত করেছে Board of Control for Cricket in India, যা সরাসরি বর্ণবিদ্বেষের ইঙ্গিত দেয়। ৬০ বছর বয়সি Laxman Sivaramakrishnan সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি সংক্ষিপ্ত পোস্টের মাধ্যমে জানান-আমি বিসিসিআইয়ের ধারাভাষ্য থেকে অবসর নিচ্ছি। এই ঘোষণার পরই শুরু হয় জল্পনা। কেন হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত? ২৩ বছরের দীর্ঘ ধারাভাষ্য জীবনের ইতি টানার কারণ কী?

এরপরই সামনে আসে তাঁর ক্ষোভ ও অভিযোগের বিস্ফোরণ। ক্রিকেটার থেকে ধারাভাষ্যকার দীর্ঘ যাত্রা,একসময় ভারতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ স্পিনার ছিলেন Laxman Sivaramakrishnanú দেশের হয়ে তিনি খেলেছেন-৯টি টেস্ট ম্যাচ, ১৬টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ,ক্রিকেট জীবন শেষ হওয়ার পর তিনি ধারাভাষ্যে যোগ দেন এবং ধীরে ধীরে নিজস্ব জায়গা তৈরি করেন। বিশেষ করে স্পিন বোলিংয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও টেকনিক্যাল ব্যাখ্যার জন্য তিনি আলাদা পরিচিতি পান। প্রায় ২৩ বছর ধরে তিনি ধারাভাষ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন-যা ভারতীয় ক্রিকেট সম্প্রচারের ইতিহাসে একটি দীর্ঘ সময়। তবে তাঁর দাবি, এত অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে প্রাপ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।তিনি লেখেন-২৩ বছর কাজ করার পরও আমাকে টস বা পুরস্কার বিতরণীতে ডাকা হয় না। নতুনরা এসে পিচ রিপোর্ট করছে। এই বক্তব্যে স্পষ্ট যে, তিনি নিজেকে ধারাভাষ্য প্যানেলের প্রান্তিক অবস্থানে দেখতে পেয়েছেন। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর অংশটি আসে এরপর। এক নেটিজেন তাঁর পোস্টে মন্তব্য করেন-সম্ভবত তাঁকে বাদ দেওয়ার কারণ বর্ণবিদ্বেষ। এই মন্তব্যের জবাবে Laxman Sivaramakrishnan লেখেন- ঠিক বলেছেন, রঙের জন্য। এই একটি লাইনই বিতর্কের আগুনে ঘি ঢেলে দেয়। কারণ, এটি সরাসরি অভিযোগ-ভারতের ক্রিকেট পরিচালন সংস্থা Board of Control for Cricket in India-এর বিরুদ্ধে। তিনি এখানেই থামেননি। আরও একটি পোস্টে তিনি লেখেন-আমার অবসর ভালো খবর নয়। তবে এতে অনেক টিভি চ্যানেলের কাহিনি বোঝা যাবে। আশা করি, শীঘ্রই আপনারা ব। ছবিটা দেখতে পাবেন। এই বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, বিষয়টি শুধু ব্যক্তিগত ক্ষোভ নয়-বরং বৃহত্তর কোনও সমস্যার ইঙ্গিত দিচ্ছেন তিনি। গত কয়েক বছরে ভারতীয় ক্রিকেট সম্প্রচারে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। নতুন প্রজন্মের ধারাভাষ্যকার, প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার এবং জনপ্রিয় মুখদের নিয়ে প্যানেল সাজানো হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞদের জায়গা ধরে রাখা কঠিন হয়ে উঠছে। তবে Laxman Sivaramakrishnan-এর অভিযোগ অনুযায়ী, তাঁর ক্ষেত্রে বিষয়টি শুধুমাত্র প্রতিযোগিতা নয়-বরং বৈষম্যের। এই অভিযোগের পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে Board of Control for Cricket in India-এর ভূমিকা নিয়ে- ধারাভাষ্যকার বাছাইয়ের মানদণ্ড কী? অভিজ্ঞতা বনাম জনপ্রিয়তা-কোনটি বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে? বর্ণ বা চেহারার ভিত্তিতে কোনও পক্ষপাত রয়েছে কি? যদিও এখনও পর্যন্ত বোর্ডের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে-কেউ শিবরামকৃষ্ণনের পাশে দাঁড়িয়েছেন, কেউ মনে করছেন, এটি ব্যক্তিগত হতাশার বহিঃপ্রকাশ, আবার অনেকেই পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছেন। Laxman Sivaramakrishnan-এর অবসর ভারতীয় ক্রিকেটে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, এটি শুধু একজন ধারাভাষ্যকারের বিদায় নয়-বরং একটি গুরুতর প্রশ্নের সূচনা-ক্রিকেটের মতো জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ক্ষেত্রে কি এখনও বর্ণবিদ্বেষের জায়গা রয়েছে? Board of Control for Cricket in India-এর মতো বড় সংস্থার ক্ষেত্রে এই অভিযোগের গুরুত্ব অনেক বেশি। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেটাই এখন দেখার। একজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের কণ্ঠস্বর কি শুধুই ব্যক্তিগত ক্ষোভ, নাকি এর পিছনে রয়েছে আরও গভীর বাস্তবতা-তার উত্তরই নির্ধারণ করবে এই বিতর্কের পরিণতি।

'ঝলকানি নয়, শুধু ব্যাট কথা বলুক'

দ্বিতীয় আইপিএলে বৈভবকে আড়ালে রাখতে রাজস্থানের কৌশল

২১ মার্চ ঃ ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন বিস্ময়ের নাম এখন বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৪ বছর বয়সেই যিনি ব্যাট হাতে এমন ঝড় তুলেছেন, যা আইপিএল থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বয়সভিত্তিক ক্রিকেট-সব জায়গাতেই আলো।ন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু যত দ্রুত তিনি আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন, তত দ্রুতই তাঁকে ঘিরে তৈরি হয়েছে প্রত্যাশার পাহা।। আর সেই কারণেই দ্বিতীয় আইপিএল মরশুমে তাঁকে ' পা রেখে' খেলানোর বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে রাজস্থান রয়েল। গত মরশুমে আইপিএলে অভিষেকেই নজর কাড়েন বৈভব সূর্যবংশী। তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিং, নির্ভীক মানসিকতা এবং ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা ক্রিকেটবিশ্বকে অবাক করে দেয়। বিশেষ করে গুজরাট টাইটান-এর বিরুদ্ধে তাঁর ৩৫ বলে সেঞ্চুরি আজও ক্রিকেটপ্রেমীদের আলোচনার বিষয়। এরপর থেমে থাকেননি তিনি। অনূর্ধ্ব-১৯ স্তরেও তাঁর দাপট অব্যাহত থাকে। ১৭৫ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে তিনি ভারতকে বিশ্বজয়ের পথে এগিয়ে দেন। এত কম বয়সে এই ধারাবাহিকতা তাঁকে ' বিগ থিং' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। তবে ক্রিকেটে সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে আসে নতুন পরীক্ষা। প্রথম মরশুমে অজানা হিসেবে যিনি প্রতিপক্ষকে চমকে দিয়েছিলেন, দ্বিতীয় মরশুমে তাঁকেই ঘিরে তৈরি হবে আলাদা পরিকল্পনা। প্রতিপক্ষ দলগুলি ইতিমধ্যেই তাঁর খেলার ধরন বিশ্লেষণ করেছে। ফলে এবার তাঁকে আউট করার জন্য বিশেষ কৌশল নিয়ে মাঠে নামবে বোলাররা। এই পরিস্থিতিতে তাঁর জন্য সবচেয়ে ব। চ্যালেঞ্জ হবে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং চাপ সামলানো। নতুন মরশুমে রাজস্থান রয়েল-এর অধিনায়ক হয়েছেন রিয়ান পরাগ। তরুণ এই অধিনায়ক স্পষ্ট করে দিয়েছেন-বৈভবকে ঘিরে অতিরিক্ত প্রত্যাশা তৈরি হলেও তিনি সেটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। রিয়ানের মতে-ওকে নিয়ে এবার প্রচুর মাতামাতি হবে। কিন্তু আমি চাই, সেই চাপ যেন ওর উপর না পড়ে। অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা সেই দায়িত্ব নেবে। বিশেষ করে ওপেনিং পার্টনার জশবিশ জয়সাওয়াল এর উপরই তিনি ভরসা রাখছেন। রিয়ানের কথায়, যশস্বীর অভিজ্ঞতা বৈভবকে অনেকটাই স্বস্তি দেবে।

বৈভবের জন্য যে পরিকল্পনা করেছেন, তা অত্যন্ত সহজ কিন্তু কার্যকর- মাঠে গিয়ে স্বাভাবিক খেলা খেলতে হবে

বলের দিকে মনোযোগ দিতে হবে, অতিরিক্ত চিন্তা না করে নিজের স্ট্রোকপ্লে চালিয়ে যেতে হবে,তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন- ওর কাজ খুব সহজ-মাঠে যাও, বল দেখো, আর মারো। এর বাইরে কিছু ভাবার দরকার নেই। এই সরল দর্শনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে চাপমুক্ত পারফরম্যান্সের চাবিকাঠি। বর্তমান ক্রিকেটে পারফরম্যান্সের পাশাপাশি সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ' ভ্যালু'। আর সেখানেই সবচেয়ে ব। ঝুঁকি দেখছে রাজস্থান ম্যানেজমেন্ট। রিয়ান পরাগ জানিয়েছেন- বৈভবকে অপ্রয়োজনীয় মিডিয়া হন্টারঅ্যাকশন থেকে দূরে রাখা হবে, সাংবাদিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ সীমিত করা হবে, সোশ্যাল মিডিয়ার চাপ থেকেও তাকে যতটা সম্ভব সরিয়ে রাখা হবে,এই পরিকল্পনার লক্ষ্য একটাই-ক্রিকেটের বাইরের কোনও বিষয় যেন তাঁর মনোযোগ নষ্ট না করে। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার আকাশ চোপরা-ও একই সুরে সতর্ক করেছেন। তাঁর মতে, আইপিএলের মতো মঞ্চে খুব দ্রুত একজন ক্রিকেটার ' হয়ে ওঠে। তিনি বলেন-বড় ফ্র্যাঞ্চাইজিতে খেললে বিজ্ঞাপন, প্রচার-সবকিছুতেই জড়িয়ে পড়তে হয়। তখন মনে হতে পারে, ' খুব গুরুত্বপূর্ণ।' কিন্তু এখানেই সতর্ক থাকতে হবে। তিনি আরও যোগ করেন- ভক্তদের ভিড়

অটোগ্রাফ ও সেলফির চাহিদা, মিডিয়ার বাড়তি নজর,-এসব যেন একজন তরুণ ক্রিকেটারের মনোযোগ বিচ্যুত না করে। নিলামের পর এবারের রাজস্থান রয়েল দলটি অনেকটাই নতুন রূপে গড়া। প্রথম আইপিএল জয়ী এই দল আবারও শিরোপার লড়াইয়ে ফিরতে চায়।ওপেনিং জুটিতে Yashasvi Jaiswal ও Vaibhav Suryavanshi-এর উপর বিশেষ ভরসা রাখা হয়েছে। অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের এই মিশেল দলের ব্যাটিং শক্তিকে আরও দৃ। করতে পারে।

২৭ মার্চ ১৫ বছরে পা দিতে চলা Vaibhav Suryavanshi-এর সামনে এখন সবচেয়ে ব। চ্যালেঞ্জ- প্রত্যাশার চাপ সামলানো, ধারাবাহিক পারফরম্যান্স বজায় রাখা, নিজস্ব খেলার স্টাইল ধরে রাখা।এই তিনটি দিকেই সফল হলে তিনি শুধু আইপিএল নয়, ভবিষ্যতে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম স্তম্ভ হয়ে উঠতে পারেন। ক্রিকেটে প্রতিভা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মানসিক দৃ।তা। Vaibhav Suryavanshi-এর মধ্যে সেই প্রতিভার ঝলক ইতিমধ্যেই দেখা গেছে। এখন দেখার-তিনি কতটা সফলভাবে এই নতুন চ্যালেঞ্জ সামলাতে পারেন। Rajasthan Royals-এর পরিকল্পনা স্পষ্ট-প্রচারের ঝলকানি নয়, বরং ক্রিকেটেই মনোযোগ। কারণ, আলো যত উজ্জ্বল হয়, ছায়াও তত গভীর হয়। আর সেই ছায়া এড়িয়ে যদি বৈভব নিজের খেলায় মন দিতে পারেন, তাহলে ভারতীয় ক্রিকেট হয়তো খুব তাড়াতাড়িই পেয়ে যাবে তাদের পরবর্তী সুপারস্টার।

আইএসএল ২০২৫-২৬ পয়েন্ট টেবিল-মোহনবাগানকে হারিয়ে শীর্ষে মুম্বই সিটি

কলকাতা,২১ মার্চ (হি.স.)ঃ শুক্রবার মুম্বই সিটি এফসি সল্টলেক স্টেডিয়ামে অ্যাওয়ে ম্যাচে লিগ লিডার মোহনবাগান এফসিকে ১-০ গোলে হারিয়ে দিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে। এর আগে, গুয়াহাটিতে নিজেদের মাঠে ওড়িশা এফসির কাছে ৪-১ গোলে হেরে যায় নর্থইস্ট ইউনাইটেড। মোহনবাগানের বিপক্ষে মুম্বইয়ের জয়ের পর আইএসএল পয়েন্ট টেবিলটি নিচে দেওয়া হল।

১)মুম্বই সিটি এফসি,ম্যাচ ৬,জয় ৪,ড্র ২, পয়েন্ট ১৪

২)মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট-ম্যাচ ৬,জয় ৪,ড্র১,পরাজয় ১, পয়েন্ট ১৩। ৩)জামশেদপুর এফসিঃ ম্যাচ৬,জয় ৪,ড্র,পরাজয়১, পয়েন্ট ১৩। ৪)এফসি গোয়াঃ ম্যাচ৫, জয় ২,ড্র ৩,পয়েন্ট ৯। ৫) ইস্টবেঙ্গলঃ ম্যাচ ৫,জয়২,ড্র ২,পরাজয় ১, পয়েন্ট ৮। ৬)বেঙ্গালুরু এফসিঃ ম্যাচ ৫,জয় ২,ড্র ২,পরাজয়১ পয়েন্ট ৮। ৭)উত্তর-পূর্ব ইউনাইটেড ঃ ম্যাচ ৬,জয় ১,ড্র ৩, পরাজয় ২ পয়েন্ট ৬৮) পঞ্জাব এফসিঃ ম্যাচ ৪,জয়১,ড্র২,পরাজয়১, পয়েন্ট ৫

৯)ওড়িশা এফসিঃ ম্যাচ৪,জয়১,ড্র২,পরাজয়১, পয়েন্ট৫

১০) ইন্টার কাশীঃ ম্যাচ৫,জয়১,ড্র২,পরাজয়২, পয়েন্ট ৫১১)চেন্নাইয়িন এফসিঃ ম্যাচ৪,ড্র ১,ড্র ১,পরাজয়২, পয়েন্ট ৪ ১২)স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লিঃ ম্যাচ ৫,জয় ০,ড্র ২,পরাজয়৩,পয়েন্ট২। ১৩)কেরল ব্লাস্টার্স ঃম্যাচ৫,জয় ০,ড্র১,পরাজয়৪, পয়েন্ট১। ১৪) মহমেডান ঃ ম্যাচ৪,ড্র ০, পরাজয় ৪,পয়েন্ট০।

ফের ক্রিকেটারদের মহাযুদ্ধ দেখার অপেক্ষা

বাংলাদেশি-পাকিস্তানিদের সঙ্গে তালিকায় এক বঙ্গ ক্রিকেটারও

২১ মার্চ ঃ আইপিএল শুরু হতে দিন দশেকও বাকি নেই। ফের ক্রিকেটারদের মহাযুদ্ধ দেখার অপেক্ষা। কেউ তারকা হবেন, কেউ ফ্লপ। অতীতে পাকিস্তান-বাংলাদেশ-সহ বহু ক্রিকেটারদের মধ্যে অনেকে এসেছেন। যাঁদের ভাগ্য একম্যাচে লেখা হয়েছে। তবে সেটা খারাপের দিকে। বলা হয় ক্রিকেট একবলের খেলা। ভাগ্য নির্ধারণ হয় এক ম্যাচেই। আইপিএলে খেলা এই ক্রিকেটারের ভাগ্য ঠিক হয়ে গিয়েছিল এক বলে। ব।জোর এক ওভারে বা একম্যাচে। সেই ম্যাচে এমন খারাপ পারফর্ম করেন যে আইপিএলে আর সুযোগই পাননি। এই তালিকায় আছেন এক বাঙালিও। কোটি কোটির দুর্নীতির অভিযোগ, ১৫ গুণ ধনী স্ত্রী! হলফনামায় কত সম্পত্তি দেখালেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা? কোটি কোটির দুর্নীতির অভিযোগ, ১৫ গুণ ধনী স্ত্রী! হলফনামায় কত সম্পত্তি দেখালেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা? বাস্তবের ধুরন্ধর! দেশের জন্য জীবন বাজি রাখা সত্যি গুপ্তচরদের চেনেন? বাস্তবের ধুরন্ধর! দেশের জন্য জীবন বাজি রাখা সত্যি গুপ্তচরদের চেনেন? ইউনুস খানঃ পাকিস্তানের হয়ে টেস্ট ক্রিকেটে ১০,০০০-এর বেশি রান করা প্রথম খেলোয়াড়। ২০০৮ সালে আইপিএলে মাত্র একটি ম্যাচ খেলেছিলেন। রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে সেই একটি ম্যাচে তিনি মাত্র ৩ রান করে আউট হন। রাজস্থান রয়্যালস ইউনুসকে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকায় কিনেছিল। মাশরাফি মোর্তাজাঃ বাংলাদেশ দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মাশরাফি মোর্তাজা ২০০৯ সালের আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলেছিলেন। সেই একটি ম্যাচে তিনি চার ওভারে ৫৮ রান দেন। তারপরই আইপিএল কেরিয়ার শেষ। কেকেআর ৮ লক্ষ মার্কিন ডলারে মোর্তাজাকে কিনেছিল। আকিলা ধনঞ্জয়ঃ শ্রীলঙ্কার স্পিনার ১২৩টি আন্তর্জাতিক উইকেট নিয়েছেন। কিন্তু ২০১৮ সালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে. একটিমাত্র আইপিএল ম্যাচ খেলেছিলেন। সেই ম্যাচে তিনি গুরুতর আহত হন এবং চার ওভারে ৪৭ রান দেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স আকিলাকে ৫০ লক্ষ টাকায় কিনেছিল। ব্যাংককেই ৬ একরের ' করাচি! ' পাকিস্তান আর কোথায় কোথায় গড়ে উঠেছে? ব্যাংককেই ৬ একরের ' করাচি! ' পাকিস্তান আর কোথায় কোথায় গড়ে উঠেছে?গরমে এই ৭ খাবার চুপিসারে কমাচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, সাবধান না হলেই বিপদ! গরমে এই ৭ খাবার চুপিসারে কমাচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, সাবধান না হলেই বিপদ! মহম্মদ আশরাফুলঃ বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক মহম্মদ আশরাফুল ২০০৯ সালের আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে. একটি ম্যাচ খেলেছিলেন। করেছিলেন মাত্র ২ রান। আশরাফুলকে প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকায় কেনা হয়েছিল।আবদুর রাজ্জাক ঃ প্রথম বাংলাদেশি বোলার হিসেবে আবদুর রাজ্জাক ২০০ ওয়ানডে উইকেট শিকার করেন। ২০০৮ সালে আইপিএলের উদ্বোধনী মরশুমে আরসিবির হয়ে.একটি ম্যাচ খেলেন। সেখানে দুই ওভারে ২৯ রান দিয়েছিলেন। এরপর তিনি আর কোনও সুযোগ পাননি। লিটন দাসঃ বাংলাদেশি খেলোয়াড় লিটন দাসকে আইপিএল ২০২৩ নিলামে কলকাতা নাইট রাইডার্স ৫০ লক্ষ টাকায় কিনেছিল। প্রথমে অবিক্রীত থাকলেও পরে দল পান। লিটন কলকাতার হয়ে একটি ম্যাচ খেলে মাত্র ৪ রান করেন। প্রয়াস রায় বর্মন ূএই তালিকার একমাত্র বাঙালি ক্রিকেটার। বৈভব সূর্যবংশীর আগে, প্রয়াস রায় বর্মনই সর্বকনিষ্ঠ খেলোযাড় হিসেবে আইপিএলে অভিষেক করেন। ২০১৯ সালের ৩১ মার্চ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে অভিষেক হয়। সেই সময.তাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর ১৫৭ দিন। ওই ম্যাচে প্রয়াস চার ওভারে ৫৬ রান দেন। ড্যামিয়েন মার্টিনঃ অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি ড্যামিয়েন মার্টিন ২০১০ আইপিএল মরশুমে মাত্র একটি ম্যাচ খেলেছিলেন। সেই ম্যাচে মাত্র এক রান করেছিলেন।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com